দাদা ভগবান প্ররুপিত

পাপ-পুণ্য

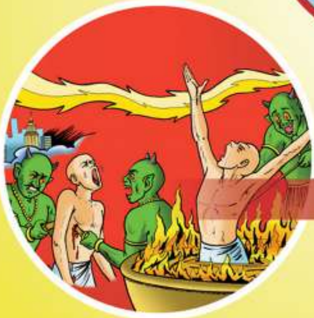
মনুষ্য গতি



দেব গতি







নরক গতি



তির্যচ গতি

Bengali

দাদা ভগবান প্ররূপিত

পাপ-পুণ্য

মূল গুজরাটি সংকলন : ডাঃ নীরুবেন অমীন
বাংলা অনুবাদ : মহাত্মাগণ

Publisher : Shri Ajit C. Patel
Dada Bhagawan Vignan Foundation
1, Varun Apartment , 37, Shrimali Society,
Opp. Navrangpura Police Station,
Navrangpura, Ahmedabad: 380009.
Gujarat , India.
Tel.:` +91 79 3500 2100

প্রথম সংস্করণ ৫০০ কপি, মে, ২০২৩
ভাব মূল্য : 'পরম বিনয়' আর
'আমি কিছুই জানি না' এই ভাব !
দ্রব্য মূল্য : ৬০ টাকা

মুদ্রক : অম্বা মাল্টীপ্রিন্ট
বি-৯৯, ইলেক্ট্রনিক্স্ জি.আই.ডি.সি.
ক-৬ রোড, সেক্টর-২৫
গান্ধীনগর -৩৮২০৪৪
Gujarat, India.
ফোন : +৯১ ৭৯ ৩৫০০ ২১৪২

ISBN : 978-93-91375-39-3

Printed in India

ত্রিমন্ত্র







নমো অরিহন্তাণম্

নমো সিদ্ধাণম্

নমো আয়রিয়াণম্

নমো উবজ্ঝায়াণম্

নমো লোয়ে সব্বসাহূণম্

এ্যাসো পঞ্চ নমুক্কারো ;

সব্ব পাবপ্পনাশণো

মঙ্গলাণম্ চ সব্বেসিম্ ;

পঢ়মম্ হবই মঙ্গলম্ ॥ ১ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ ২ ॥

ওঁ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

জয় সচ্চিদানন্দ



দাদা ভগবান কে ?

১৯৫৮ সালের জুন মাসের এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬ টার সময়, ভিড়ে ভর্তি সুরত শহরের রেলস্টেশনের প্লেটফর্ম নম্বর ৩ এর এক বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেলরূপী দেহ মন্দিরে প্রাকৃতিকভাবে, অক্রমরূপে, অনেক জন্ম ধরে ব্যক্ত হবার জন্য আতুর 'দাদা ভগবান' পূর্ণ রূপে প্রকট হলেন। আর প্রকৃতি সৃজন করলেন অধ্যাত্মের এক অদ্‌ভুত আশ্চর্য্য ! এক ঘন্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হয় ! 'আমি কে ? ভগবান কে ? জগত কে চালায় ? কর্ম কি ? মুক্তি কি ?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সম্পূর্ণ রহস্য প্রকট হয়। এইভাবে প্রকৃতি বিশ্বের সন্মুখে এক অদ্বিতীয় পূর্ণ দর্শন প্রস্তুত করলেন আর তার মাধ্যম হলেন শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল, গুজরাটের চরোতর ক্ষেত্রের ভাদরণ গ্রামের পাটিদার, যিনি কন্ট্রাকটরী ব্যবসা করেও সম্পূর্ণ বীতরাগী পুরুষ !

ওনার যা প্রাপ্ত হয়েছিল, সেভাবে কেবল দুই ঘন্টাতেই অন্য মুমুক্ষু জনকেও আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন, ওনার অদ্‌ভুত সিদ্ধজ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা। একে অক্রমমার্গ বলা হয়। অক্রম অর্থাৎ বিনা ক্রমের, ক্রম অর্থাৎ সিঁড়ির পর সিঁড়ি, ক্রমানুসারে উপরে ওঠা। অক্রম অর্থাৎ লিফ্ট মার্গ, শর্ট কাট !

উনি স্বয়ংই সবাইকে 'দাদা ভগবান কে ?' এই রহস্য জানিয়ে বলতেন "যাকে আপনারা দেখছেন সে দাদা ভগবান নয়, সে তো 'এ. এম. প্যাটেল'। আমি জ্ঞানী পুরুষ আর ভিতরে যিনি প্রকট হয়েছেন তিনিই 'দাদা ভগবান'। দাদা ভগবান তো চৌদ্দ লোকের নাথ। উনি আপনার মধ্যেও আছেন, সবার মধ্যে আছেন। আপনার মধ্যে অব্যক্ত রূপে আছেন আর 'এখানে' আমার ভিতরে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হয়ে গেছেন। দাদা ভগবানকে আমিও নমস্কার করি।"

'ব্যবসাতে ধর্ম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ধর্ম তে ব্যবসা নয়', এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে কখনও উনি কারো কাছ থেকে কোন অর্থ নেন নি উপরন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদেরকে তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন।

*****

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিংক

"আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব। তার পরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না নেই ? পরের লোকেদের রাস্তার প্রয়োজন আছে কি না ?"

-দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রামে-গ্রামে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন। দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরুবেন অমীন (নীরুমা)-কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। দাদাশ্রীর দেহবিলয়ের পর নীরুমা একই ভাবে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্তভাবে করাতেন। দাদাশ্রী পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। নীরুমার উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমুক্ষুদের আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন যা নীরুমার দেহবিলয়ের পর আজও চলছে। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমুক্ষু সংসারে থেকে, সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও আত্মরমণতার অনুভব করে থাকেন।

পুস্তকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষলাভার্থীর পথপ্রদর্শক হিসাবে অত্যন্ত উপযোগী সিদ্ধ হবে, কিন্তু মোক্ষলাভ-এর জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য্য। অক্রম মার্গের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথ আজও উন্মুক্ত আছে। যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপই শুধু পারে অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে, তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করলে তবেই নিজের আত্মা জাগৃত হতে পারে।

*****

নিবেদন

জ্ঞানী পুরুষ পরমপূজ্য দাদা ভগবানের শ্রীমুখ থেকে অধ্যাত্ম তথা ব্যবহার জ্ঞানের সম্বন্ধীয় যে বাণী নির্গত হয়েছিল, তা রেকর্ড করে সংকলন তথা সম্পাদনা করে পুস্তক রূপে প্রকাশিত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপরে নির্গত সরস্বতীর অদ্ভুত সংকলন এই পুস্তকে হয়েছে, যা নব পাঠকদের জন্য বরদান রূপে সিদ্ধ হবে।

প্রস্তুত অনুবাদে এ বিশেষ ধ্যান রাখা হয়েছে যে পাঠকদের দাদাজীরই বাণী শুনছেন, এমন অনুভব হয়, যার জন্য হয়তো কোন জায়গায় অনুবাদের বাক্য রচনা বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু সেই স্থলে অন্তর্নিহিত ভাবকে উপলব্ধি করে পড়লে অধিক লাভ-দায়ক হবে।

প্রস্তুত পুস্তকে অনেক জায়গায় কোষ্টকে দেওয়া শব্দ বা বাক্য পরম পূজ্য দাদাশ্রী দ্বারা বলা বাক্যকে অধিক স্পষ্টতাপূর্বক বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছে। যখন কি কোন জায়গায় ইংরেজি শব্দকে বাংলা অর্থ রূপে রাখা হয়েছে। দাদাশ্রীর শ্রীমুখ থেকে নির্গত কিছু গুজরাটি শব্দ যেমন তেমনই *ইটালিক্সে* রাখা হয়েছ, কারণ এই সব শব্দের জন্য বাংলায় এমন কোন শব্দ নেই, যে এর পূর্ণ অর্থ দিতে পারে। তবুও এইসব শব্দের সমানার্থী শব্দ অর্থ রূপে কোষ্ঠকে দেওয়া হয়েছে।

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থ রূপে অনুবাদিত করার প্রযত্ন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞানের সঠিক আশয়, যেমনকার তেমন, আপনাদের গুজরাটি ভাষাতেই অবগত হতে পারে। যিনি জ্ঞানের গভীরে যেতে চান, জ্ঞানের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে চান, সে এর জন্য গুজরাটি ভাষা শিখে নেবেন, এটাই আমাদের বিনম্র অনুরোধ।

অনুবাদ সম্পর্কিত ত্রুটির জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

*****

সম্পাদকীয়

আমাদের ভারতে তো পুণ্য-পাপের বোধ বাচ্চা হামাগুড়ি দেওয়া সময় থেকেই হয়ে যায়। ছোট বাচ্চা জীব-জন্তু মারতে থাকে তো মা ফটাস করে ওর হাতে চাটি মেরে দেয় আর ক্রোধ করে বলে, 'মারবে না, পাপ লাগবে!' ছেলেবেলা থেকেই বাচ্চারা শুনতে থাকে, 'দোষ করবে তো পাপ লাগবে, এমন করতে হয় না।' অনেক বার মানুষের দুঃখ হয় তখন কেঁদে ফেলে, বলে আমার কোন জন্মের পাপের শাস্তি আমি ভোগ করছি। ভাল হয়ে যায় তো 'পুণ্যশালী' বলে। এই ভাবে পাপ, পুণ্য শব্দ নিজেদের ব্যবহারে সচরাচর প্রয়োগ হতে থাকে।

ভারতে তো কি, বিশ্বের সমস্ত লোকেরা পুণ্য-পাপ কে স্বীকার করে আর তার থেকে কি ভাবে ছাড়া পাওয়া যায়, তার উপায় ও বলা হয়েছে।

কিন্তু পুণ্য-পাপের যথার্থ পরিভাষা কি ? যথার্থ বোধ কি ? পূর্বভব-এই ভব আর সামনের ভবের সাথে পাপ-পুণ্যের কি সম্বন্ধ আছে ? জীবন ব্যবহারে পাপ-পুণ্যের ফল কিভাবে ভুগতে হয় ? পুণ্য আর পাপের প্রকার কেমন হয় ? সেখান থেকে নিয়ে নিখাদ মোক্ষ মার্গে পাপ-পুণ্যের কি উপযোগিতা হয় ? মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য পাপ-পুণ্য দুটোই আবশ্যক, না কি দুটো থেকেই মুক্ত হতে হবে ?

পুণ্য-পাপের এত সব কথা শুনতে পাওয়া যায়, তো এতে সত্য কি ? সেই সমাধান কোথা থেকে পাওয়া যাবে ? পাপ-পুণ্যের যথার্থ বোধের অভাবে অনেক জটিলতা দাঁড়িয়ে যায়। পুণ্য আর পাপের পরিভাষা কোথাও ক্লিয়েরকাট আর শর্টকাট (স্পষ্ট আর সংক্ষেপ) এ দেখতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য পুণ্য-পাপের জন্য না-না ধরনের পরিভাষা মানুষকে বিব্রত করে, আর অন্তে পুণ্য বাঁধা আর পাপ করা থেকে নিবৃত্ত করা তো হয় ই না।

পরম পূজ্য দাদাশ্রী সেই পরিভাষা খুব ই সরল, সোজা আর সুন্দর ভাবে দিয়ে দিয়েছেন যে "অন্যকে সুখ দিলে পুণ্য বাঁধে আর অন্যকে দুঃখ দিলে পাপ বাঁধে" এখন এতটুকুই জাগৃতি সারা দিন রাখে তাতে সমস্ত ধর্ম এসে যায় আর অধর্ম চলে যায়!

আর ভুল করে ও কাউকে দুঃখ দেওয়া হয় তো তার অবিলম্বে প্রতিক্রমণ করে নিতে হবে। প্রতিক্রমণ মানে যাকে বাণী দ্বারা, ব্যবহার দ্বারা বা মন থেকে ও দুঃখ দেওয়া হয়েছে, তো অবিলম্বে তার ভিতরে বিরাজমান আত্মা, শুদ্ধাত্মার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া, হৃদয়পূর্বক অনুতাপ হওয়া উচিত আর আবার এমন করবো না, এমন দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে যেতে হবে। এতটুকুই, ব্যাস। আর সেটাও মনে-মনে, কিন্তু অন্তর থেকে করে নাও, তাহলেও তার একজেক্ট (যথার্থ) ফল পাওয়া যায়।

পরম পূজ্য দাদাশ্রী বলেন, 'জীবন পুণ্য আর পাপের উদয়ের অনুসার চলে, অন্য কেউ চালানেওয়ালা নেই। ফের কোথায় কাউকে দোষ বা সাধুবাদ দিতে হবে? সেইজন্য পাপের উদয় হলে, তখন অধিক প্রযত্ন না করে শান্ত বসে থাকবে আর আত্মার করবে। পুণ্য যদি ফল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে তো ফের হাজার প্রযত্ন কিসের জন্য ? আর পুণ্য যখন ফল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত না হয় তাহলে ফের হাজার প্রযত্ন কিসের জন্য ? সেই জন্য তুই ধর্ম কর।

পুণ্য-পাপ সম্বন্ধী সামান্য প্রশ্ন থেকে নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রশ্নের ও ততটাই সরল, সংক্ষিপ্ত আর পুরোপুরি সমাধানকারী উত্তর এখানে পাওয়া যায়, পরম পুজ্য দাদাশ্রীর নিজের দেশী শৈলী তে ! মোক্ষে যাবার জন্য কি পুণ্যের দরকার ? যদি দরকার হয় তো কোন আর কেমন পুণ্য চাই ?

পুণ্য তো চাই ই পরন্তু পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য চাই। এতটুকুই না পরন্তু মোক্ষের আশয়ের সাথেই পুণ্য বন্ধন হতে হবে, যাতে যে সেই পুণ্যের ফল স্বরূপ মোক্ষ প্রাপ্তির সব সাধন আর অন্তিম সাধন আত্মজ্ঞানী মেলে ! উপরন্তু পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য মোক্ষের হেতুর জন্য বাঁধা হয়ে থাকে তো তার সাথে (১) ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ কম হয়ে যেতে হবে, কষায় শিথিল হয়ে যেতে হবে, (২) নিজের কাছে আছে ও অন্যের জন্য বিলিয়ে দেবে আর ৩) প্রত্যেক ক্রিয়াতে প্রতিদানের ইচ্ছা না রাখে তবেই সেই পুণ্য মোক্ষের জন্য কাজে লাগবে, অন্যথা অন্য পুণ্য ভৌতিক সুখ দিয়ে বরফের মত গলে যাবে !

এমন পাপ-পুণ্যের যথার্থ বোধ তো প্রকট জ্ঞানী পুরুষের কাছ থেকেই সৎসঙ্গ প্রশ্নোত্তরী দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে, যার প্রস্তুতি এই সঙ্কলনে হয়েছে।

-ডা. নীরুবেন অমীনের জয় সচ্চিদানন্দ

পাপ-পুণ্য

পাপ-পুণ্যের মেলে না কোথাও এমন পরিভাষা !

প্রশ্নকর্তা : পাপ আর পুণ্য ও আবার কি ?

দাদাশ্রী : পাপ আর পুণ্যের অর্থ কি ? কি করি তো পুণ্য হবে ? পুণ্য-পাপের উৎপাদন কোথা থেকে হয় ? তখন বলে, 'এই জগত যেমন হয় তেমন জানে নি লোকে, সেইজন্য নিজের যেমন ভাল লাগে তেমন ধরে নেয় । অর্থাৎ কোন জীবকে মারে, কাউকে দুঃখ দেয়, কাউকে ত্রাস পৌঁছায় ।'

কোন ও জীব মাত্রকে কেউ ই ত্রাস পৌঁছায় বা দুঃখ দেয়, তাতে পাপ বাঁধে । কারণ কি গড ইজ ইন এভ্রী ক্রিয়েচার হোয়েদার ভিজিবল অর ইনভিজিবল । (চোখে দেখা যায় বা না দেখায়, প্রত্যেক জীব মাত্রে ভগবান আছেন ।) এই জগতের লোক, প্রত্যেক জীব, সে ভগবান স্বরূপ ই হয় । এই বৃক্ষ হয়, ওতেও জীব আছে । এখন লোকে এমন বলে ও যে সব কিছুতে ভগবান আছেন কিন্তু বাস্তবে তেমন ওদের শ্রদ্ধায় নেই । সেইজন্য বৃক্ষকে কাটে । ওদের এমনি ই ছিঁড়তে থাকে, অর্থাৎ অনেক লোকসান করে । জীবমাত্রকে কোন প্রকারের লোকসান করলে, তাতে পাপ বাঁধে আর কোন ও জীব কে কোন প্রকারের সুখ দিলে, তাতে পুণ্য বাঁধে। আপনি বাগানে জল ছিটান তো জীবের সুখ হয় কি দুঃখ ? ও যে সুখ দেন তাতে পুণ্য বাঁধে । ব্যাস, এতটুকুই বুঝতে হবে ।

সম্পূর্ণ জগতে যে ধর্ম আছে, তার সার রূপে যদি বলতে হয় তো একটা ই কথা বুঝিয়ে দেবেন সবাই কে, যদি আপনার সুখ চাই তো অন্য জীবকে সুখ দেবেন আর দুঃখ চাই তো দুঃখ দেবেন । যেমন অনুকূল হয় তেমন করবেন, এর নাম পুণ্য আর পাপ । সুখ চাই তো সুখ দেবেন, তাতে ক্রেডিট জমা হবে আর দুঃখ চাই তো দুঃখ দেবেন, তাতে ডেবিট জমা হবে । তার ফল আপনাকে ভুগতে হবে ।

ভাল-খারাপ, পাপ-পুণ্যের আধারে !

কখনো-কখনো সংযোগ ভাল আসে কি ?

প্রশ্নকর্তা : ভাল ও আসে ।

দাদাশ্রী : সেই খারাপ আর ভাল সংযোগ সব কে পাঠায় ? নিজের ই পুণ্য আর পাপের আধারে সংযোগ এসে একত্র হয় । এমন ই, এই জগতের কেউ চালানেওয়ালা নেই । যদি কোন চালানেওয়ালা হত তো পাপ-পুণ্যের আবশ্যকতা ছিল না ।

প্রশ্নকর্তা : এই জগতের চালানেওয়ালা কে ?

দাদাশ্রী : পুণ্য আর পাপের পরিণাম । পুণ্য আর পাপের পরিণাম থেকে এই জগত চলে আসছে । কোন ভগবান চালায় না । কেউ এতে হাত দেয় না ।

পুণ্য প্রাপ্তির সিঁড়ি !

প্রশ্নকর্তা : এই পুণ্য অনেক প্রকারের হয়, তো কোন-কোন প্রকারের কার্য করি তো পুণ্য বলা হবে আর কিসে পাপ বলা হবে ?

দাদাশ্রী : জীব মাত্রে সুখ দেওয়া সেখানে ফার্স্ট প্রেফারেন্স (প্রথম মহত্বের) মনুষ্য । মনুষ্যের হয়ে যায় তো দ্বিতীয় প্রেফারেন্স পঞ্চেন্দ্রিয় জীব । তৃতীয় প্রেফারেন্স চার ইন্দ্রিয়, তিন ইন্দ্রিয়, দুই ইন্দ্রিয়, এক ইন্দ্রিয় এই ভাবে ওদের সুখ দেবে, তাতেই পুণ্য হয় আর ওদের দুঃখ দাও তো পাপ হবে ।

প্রশ্নকর্তা : ভৌতিক সুখ মেলে, ওরা কি প্রকারের কর্ম করেছে তো ওসব মেলে ?

দাদাশ্রী : যদি কোন দুঃখী হয় তাদের সুখ দেয়, ওতে পুণ্য বাঁধে আর পরিণাম স্বরূপ তেমন সুখ আমাদের ও মেলে । কাউকে দুঃখ দেন তো আপনার দুঃখ আসবে । আপনার পছন্দ হয় তেমন দেবেন ।

দুই প্রকারের পুণ্য হয় । এক পুণ্য থেকে ভৌতিক সুখ মেলে আর দ্বিতীয় এক এমন প্রকারের পুণ্য হয় যে আমাদের 'সত্যি স্বাধীনতা' প্রাপ্ত করায় ।

ও দুটো মানা হয় কর্ম ই !

প্রশ্নকর্তা : পাপ আর কর্ম এক ই কি আলাদা ?

দাদাশ্রী : পুণ্য আর পাপ দুটোই কর্ম বলা হয় । পরন্তু পুণ্যের কর্ম দংশন করে না আর পাপের কর্ম নিজের ধারণা অনুসারে হতে দেয় না আর দংশন করে ।

যখন পর্যন্ত এমন মান্যতা আছে যে 'আমি চন্দুলাল', তখন পর্যন্ত কর্ম বাঁধতেই থাকবে। কর্ম দুই প্রকারের বাঁধে। পুণ্য করে তো সদ্ভাবনার কর্ম বাঁধে আর পাপ করে তো দুর্ভাবনার কর্ম বাঁধে। যখন পর্যন্ত হক আর আনহকের বিভাজন না হয়ে যায় তখন পর্যন্ত যেমন লোকের দেখে তেমন ই সে ও শিখে যায়। মনে হয় আলাদা, বাণীতে কিছু ভিন্ন ই বলে আর আচরণে তো অন্য প্রকারের ই হয়। অর্থাৎ শুধু পাপ ই বাঁধবে। সেইজন্য এখন তো লোকের পাপের ই উপার্জন আছে।

পুণ্য-পাপ, ও ব্যবহার ধর্ম !

প্রশ্নকর্তা : তো পুণ্য আর ধর্মে কি তফাৎ হয় ?

দাদাশ্রী : পুণ্য ও ব্যবহার ধর্ম, আসল ধর্ম নয়। ব্যবহার ধর্ম অর্থাৎ নিজে সুখী হবার জন্য। পুণ্য অর্থাৎ ক্রেডিট। আমরা সুখী হব, ক্রেডিট হয় তো আমরা শান্তিতে থাকতে পারব আর তখন ভাল মত ধর্ম হতে পারে। আর পাপ অর্থাৎ ডেবিট। পুণ্য না হয়, ক্রেডিট না হয় তো আমরা ধর্ম করব কি ভাবে ? ক্রেডিট হয় তো এক দিকে শান্তি থাকবে, তো আমরা ধর্ম করতে পারবো।

প্রশ্নকর্তা : কোন কর্ম করলে পুণ্য হয় আর কোন কর্ম করলে ধর্ম হয় ?

দাদাশ্রী : আমরা এই সমস্ত জীব, মনুষ্য, গাছ্-পালা, গাই-মোষ, ফের উভচর, ভূচর, জ্বলচর ও সব জীব ই সুখ খোঁজে। আর দুঃখ কারো পছন্দ নয়, সেইজন্য আপনার কাছে যা কিছু আছে, ও অন্য লোকদের আপনি দেন তো আপনার খাতায় ক্রেডিট হয়, পুণ্য বাঁধে আর অন্যকে দুঃখ দেন, তো পাপ বাঁধে।

প্রশ্নকর্তা : তো ধর্ম কাকে বলা হয় ?

দাদাশ্রী : ধর্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম। আত্মার নিজের ধর্ম। পাপ আর পুণ্য দুটোই অহংকারের ধর্ম। অহংকার আছে তখন পর্যন্ত পাপ আর পুণ্য হয়। অহংকার চলে যায় তখন পাপ আর পুণ্য চলে যাবে, তো আত্মধর্ম হয়। আত্মাকে জানতে হবে তবেই আত্মধর্ম হবে।

পুণ্য-পাপের ঊর্ধ্বে, রিয়েল ধর্ম !

রিলেটিভ ধর্ম কি বলে ? ভাল কর আর খারাপ করবে না। ভাল করলে পুণ্য বাঁধে আর খারাপ করলে পাপ বাঁধে।

সারা জীবনের বহী-খাতা শুধু পুণ্য দ্বারা ই ভরে না । কাউকে গাল দাও তো পাঁচ টাকার ঋণ আর ধর্ম কর তো একশ টাকা জমা হয় । পাপ-পুণ্যের যোগ-বিয়োগ হয় না । যদি এমন হত তো এই কোটিপতিরা পাপ জমা হতেই দিত না । পয়সা খরচ করে ঋণ বিলিয়ে দিত । পরন্তু এ তো আসল ন্যায় । তাতে তো যে সময় যার উদয় আসে তখন ও সহ্য করতে হয় । পুণ্য থেকে সুখ মেলে আর পাপের ফলের উদয় আসে তখন তেতো লাগে । ফল তো দুটোর চাখতে ই হয় ।

ভগবান কি বলেন যে, তোমার যে ফল চাখতে পোষায়, তার বীজ বুনবে । সুখ পোষায় তো পুণ্যের আর দুঃখ পোষায় তো পাপের বীজ বুনবে, পরন্তু দুটোই রিলেটিভ ধর্ম ই হয়, রিয়েল না ।

রিয়েল ধর্মে, আত্মধর্মে তো পুণ্য আর পাপ দুটো থেকেই মুক্তি চাই । রিলেটিভ ধর্ম থেকে ভৌতিক সুখ মেলে আর মোক্ষের দিকে প্রয়াণ হয়, যখন কি রিয়েল ধর্ম থেকে মোক্ষ মেলে । এখানে 'আমার' কাছে রিয়েল ধর্ম আছে । তার থেকে সোজা ই মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । এখানেই মোক্ষসুখ বর্তায় । এখানেই আধি, ব্যাধি আর *উপাধি* (বাহ্য দুঃখ, বাইরে থেকে এসে পড়া দুঃখ) থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে যায় আর নিরন্তর সমাধি থাকে । নিরাকুলতা উৎপন্ন হয় । এখানে তো আত্মা আর পরমাত্মার কথা হয়।

পরমাণু ফলিভূত স্বয়ং সুখ-দুঃখে !

প্রশ্নকর্তা : পাপ আর পুণ্যের বিভাগ কে বানিয়েছে ?

দাদাশ্রী : কেউ বানায় নি ।

প্রশ্নকর্তা : এ পাপ, এ পুণ্য ও সব, বুদ্ধি বলে, আত্মার তো পাপ-পুণ্য কিছুই নেই না ?

দাদাশ্রী : না, আত্মার নেই । সামনের জনের দুঃখ হয় তেমন বাণী আমরা বলি তো, তখন সেই বাণী ই নিজে পরমাণু কে আকর্ষিত করে । সেই পরমাণুদের দুঃখের রং লেগে যায়, ফের সেই পরমাণু যখন ফল দিতে থাকে তখন দুঃখ ই দেয় সে । অন্য মাঝে কিছুর মিশ্রণ ই নেই ।

ওতে দায়িত্ব কার ?

প্রশ্নকর্তা : এক জনের প্রাচুর্য আর এক জনের দরিদ্রতা ও কি ভাবে আসে, মনুষ্যতেই সবাই জন্ম নিয়েছে তবুও ?

দাদাশ্রী : ওটা এমন, আমাদের এই যে জন্ম হয়েছে না, ও ইফেক্ট। ইফেক্ট মানে গত অবতারের যে কজেজ ছিল, তার এ ফল। সেইজন্য যত পুণ্য থাকে, সেই পুণ্যতে কি কি হয় ? তখন বলে, তাতে সংযোগ সমস্ত ভাল একত্র হয়ে যায় যে সাহায্য ই করতে থাকে। বাংলো বানাতে চায় তো বাংলো বানাবে, গাড়ি মেলে ! আর পাপ সেই সংযোগ খারাপ আনে আর বাংলোর নীলাম করায়। সেইজন্য নিজের ই কর্মের ফল। তাতে ভগবানের কোন দখল থাকে না ! ইউ আর হোল এ্যান্ড সোল রেস্পন্সিবল ফর ইয়োর লাইফ ! এক লাইফ নয়, কোন লাইফের জন্য ভগবানের দখল থাকে না এতে ! বিনা কাজে লোকে ভগবানের পিছনে পড়ে।

প্রকার, পুণ্য-পাপের !

জগতে আত্মা আর পরমাণু দুই ই আছে। কাউকে শান্তি দিয়েছ, সুখ দিয়েছ তো পুণ্যের পরমাণু একত্র হয় আর কাউকে দুঃখ দিয়েছ তো পাপের পরমাণু একত্র হয়। ফের সেটাই দংশন করে। ইচ্ছা মত হয় ও পুণ্য আর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয় ও পাপ। পাপ দুই প্রকারের হয়। এক পাপানুবন্ধী পাপ, অন্যটা পুণ্যানুবন্ধী পাপ আর পুণ্য দুই প্রকারের হয়, এক পাপানুবন্ধী পুণ্য, দ্বিতীয় পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য।

পাপানুবন্ধী পাপ !

পাপানুবন্ধী পাপ অর্থাৎ এখন পাপ ভুগছে আর আবার অনুবন্ধ পাপের নতুন বাঁধে। কাউকে দুঃখ দেয় আর ফের আবার খুশী হয়ে যায়।

পুণ্যানুবন্ধী পাপ

ফের পুণ্যানুবন্ধী পাপ অর্থাৎ পূর্বের পাপের জন্য এখন দুঃখ (পাপ) ভোগে কিন্তু নীতি তে আর ভাল সংস্কারের জন্য অনুবন্ধ পুণ্যের বাঁধে।

প্রশ্নকর্তা : তো দুঃখ উপকারী হয় তো ?

দাদাশ্রী : না, যার 'আমি শুদ্ধাত্মা' এই ভান হয়ে গেছে তাদের জন্য দুঃখ উপকারী, নয় তো দুঃখ থেকে দুঃখ ই জন্ম নেয়। দুঃখে ভাব তো দুঃখের ই আসে। এই সময় পুণ্যানুবন্ধী পাপের জীব কম আছে। আছে অবশ্য কিন্তু তাদের ও দূষম কাল বাধক হয়। কারণ এই পাপ বাধক হয়। পাপ অর্থাৎ কি যে সংসার ব্যবহার চালাতে বাধা আসে, এর নাম ই পাপ বলা হয়। অর্থাৎ ব্যাঙ্কে বাড়ার কথা তো কোথায় চলে যায় কিন্তু এই রোজের ব্যবহার চালানোর জন্য ও কিছু না কিছু বাধা আসতেই থাকে। এই বাধা আসে তবুও মন্দিরে যায়, বিচার ধর্মের আসে, তাকে পুণ্যানুবন্ধী পাপ বলেছে। পুণ্য বাঁধবে কিন্তু এই দুষমকাল এমন হয় যে এই পাপ থেকে একটু মুস্কিল আসে সেইজন্য বাস্তবে যেমন চাই তেমন পুণ্য বাঁধে না। এখন তো ছোঁয়াচ লেগেই যায় তো ! মন্দিরের বাইরে জুতো খুলে রাখতে হয় তো অন্যকে জিজ্ঞাসা করে যে ভাই, জুতো এখানে রাখতে হয় ? তখন সে বলবে ওদিক থেকে জুতো চুরি হয়ে যায়, সেইজন্য এখানে খুলে রেখেছি। তখন আমাদের ও মনে হয় যে ওদিক থেকে নিয়ে যায়। সেইজন্য দর্শনের সময় ও চিত্ত স্থির থাকে না !

পাপানুবন্ধী পুণ্য !

পূর্বের পুণ্য থেকে আজ সুখ ভোগে, পরন্তু ভয়ঙ্কর পাপের অনুবন্ধ বাঁধে। এখন সব দিকে পাপানুবন্ধী পুণ্য হয়। কোন শেঠের এমন বাংলো থাকে তবু ও সুখে বাংলোতে থাকতে পারে না। শেঠ সারা দিন পয়সার জন্য বাইরে থাকে। যখন কি না শেঠানী মোহের বাজারে সুন্দর শাড়ির পিছনে থাকে আর শেঠের মেয়ে গাড়ি নিয়ে ঘুরতে বেড়িয়ে যায়। চাকর একেলা ঘরে থাকে আর পুরো বাংলো বিশৃংখল হয়ে যায়। পুণ্যের আধারে সব কিছু, বাংলো মেলে, গাড়ি মেলে, ফ্রিজ মেলে। এমন পুণ্য হয় তবু ও পাপের অনুবন্ধ বাঁধে তেমন কাজকর্ম। লোভ-মোহ এ সময় চলে যায় আর ভোগ ও করতে পারে না। পাপানুবন্ধী পুণ্যের লোকেরা তো বিষয়ের লুটপাট ই করে।

সেইজন্য তো বাংলো আছে, গাড়ি আছে, স্ত্রী আছে, সন্তান আছে, সবকিছু আছে কিন্তু সারা দিন হায়, হায়, হায়, হায়, পয়সা কোথা থেকে পাবো ? এমন সারা দিন নিখাদ পাপ ই বাঁধতে থাকে। এই ভবে পুণ্য ভোগে আর পরের ভবের পাপ বাঁধতে থাকে। সারা দিন দৌড়াদৌড়ি দৌড়াদৌড়ি, এ কেমন ? বাই (কেন), বরৌ (ধার নাও) অ্যান্ড স্টীল (আর চুরি কর)। কোন নিয়ম নেই। বাই তো বাই, নয় তো বরৌ, নয় তো স্টীল। কোন ভাবেই এটাকে হিতকারী বলা হয় না।

এখন আপনার শহরে আশে-পাশে পুণ্য অনেক বেশী দেখা যায় । ও সব পাপানুবন্ধী পুণ্য । অর্থাৎ পুণ্য আছে, বাংলো আছে, গাড়ি আছে, ঘরে সব সুবিধা আছে, ও সব পুণ্যের আধারে আছে, কিন্তু সেই পুণ্য কেমন ? সেই পুণ্য থেকে বিচার খারাপ আসে, যে কারটা নিয়ে নেব, কোথা থেকে লুটে নেব ? কোথা থেকে জমা করব ? কার টা ভোগ করে নেব ? অর্থাৎ অনহকের ভোগার তৈয়ারী হয়, অনহকের লক্ষ্মী ও ছিনিয়ে নেয়, ও পাপানুবন্ধী পুণ্য । মনুষ্যত্ব অর্থাৎ মোক্ষে যাবার সময় পেয়েছে তাতে ও তো জমা করাতেই লেগে আছে, ও পাপানুবন্ধী পুণ্য । তাতে পাপ ই বাঁধতে থাকে, অর্থাৎ ও বিব্রত করে এমন পুণ্য ।

কত লোক তো ছোট স্টেটের জমিদার হয় এমন আয়েশ-আরামে কাটায় । কোটি টাকার ফ্লেটে থাকে । কিন্তু জ্ঞানী কি দেখেন ? জ্ঞানীর করুণা হয় বেচারাদের জন্য ! যত করুণা বোরিভলীর (মুম্বাই-এর মধ্যমবর্গীয় এলাকা) লোকের জন্য না হয় তত করুণা এদের উপরে হয় । এমন কিসেরজন্য ?

প্রশ্নকর্তা : কারণ এ তো পাপানুবন্ধী পুণ্য সেইজন্য ।

দাদাশ্রী : পাপানুবন্ধী পুণ্য তো আছে, কিন্তু ওহহো ! এই লোকদের বরফের মত পুণ্য হয় । যেমন বরফ গলে যায়, তেমন নিরন্তর গলতেই থাকে, ও জ্ঞানী তো দেখতে পান যে এ গলে যাচ্ছে ! মাছ ছটফট করে, তেমন ছটফট করছে ! এর বদলে তো বোরিভলীদের জলের মত পুণ্য, তাতে আর গলার জন্য কি আছে ? কিন্তু এ তো গলেই যাচ্ছে ।

ওদের জানা নেই ভোগ করতে আর হয় সব *কঢ়াপা-অঞ্জপা* (ক্রোধ, ক্লেশ, ব্যাকুলতা, অশান্তি, উদ্বেগ), ভোগার জন্য আছেই কি ? এখন এই কলিযুগে ভোগ করা কেমন এ ? এ তো কুরূপ দেখায় উল্টা । আজ থেকে ষাঠ বছর আগে যে রূপ ছিল, তেমন তো রূপ ই নেই এখন । শান্তির মুম্বাই ছিল ।

এখন সেই রূপ ই নেই । ষাট বছর পূর্বে তো মরীন লাইন্সে থাকতে তো দেবগতি যেমন মনে হত । এখন তো বিহ্বল মত দেখায় ! সারা দিন ব্যকুল আর হয়রান মত লোক এদিক-ওদিক দেখা যায় ওখানে । সেই সময় তো সকালে প্রথমে বসে পেপার পড়তে দেখা যেত, তখন এমন মনে হত যেন সব দেবলোক পেপার পড়ে যাচ্ছে । *কঢ়াপা* নেই, *অঞ্জপা* নেই । সকালে প্রথমে 'মুম্বাই সমাচার' এসে যায়, আর অন্য পেপার ছিল কিন্তু তাদের নাম বিলুপ্ত হয়ে গেছে সব । আমি ও মরীন লাইনে থাকতাম । কিন্তু লোকের তো শান্তি অনেক ছিল সেই সময় ! এত হায়-হায়

ছিল না। এত লোভ না, এত মোহ না, এত তৃষ্ণা না আর শুদ্ধ ঘি তে শঙ্কা ই করতে হত না, শঙ্কা ই হত না। এখন তো শুদ্ধ নিতে যাও তো ও মেলে না।

মালাবার হিলের মত পুণ্য হয়, কিন্তু বরফের পাহাড় হয় সেই পুণ্য। বড় মালাবার হিলের সমান বরফ হয় কিন্তু দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছে ? চব্বিশ ঘন্টা গলেই যাচ্ছে নিরন্তর। কিন্ত ওদের নিজের ই জানা নেই এই মালাবার হিলে যে এই সব জায়গায় বাস করা লোকদের, টপ ক্লাস এর লোকদের জানা নেই যে নিজের কি হয়ে যাচ্ছে ? দিন-রাত পুণ্য গলেই যাচ্ছে, এ তো করুণা পাওয়ার মত অবস্থা ! এখান থেকে কি খেতে-খেতে, কি খেতে হবে, সেই খবর নেই সেইজন্য এই সব চলছে। পাপানুবন্ধী পুণ্য যে। সার দিন এই হায় পয়সা, হায় পয়সা ! কোথা থেকে পয়সা জমা করব, সারা দিন তার ই বিচার, কোথা থেকে বিষয়ের সুখ ভুগে নেব, কিছু এমন করি, তেমন করি, পয়সা ! হায়, হায়, হায়, হায়। আর দ্যাখ বড়-বড় পাহাড় পুণ্যের গলে যাচ্ছে। সেই পুণ্য সমাপ্ত হয়ে যাবার, ফের যেমন ছিল তেমন যে দুই হাত ই খালি ই খালি। ফের চার পায়ে গিয়ে ও ঠিকানা পড়বে না। সেইজন্য জ্ঞানীর করুণা হয় যে অরেরেরে ! এই দুঃখ থেকে ছাড়া পায় তো ভাল। কোন ভাল সংযোগ পেয়ে যায় তো ভাল। দ্যাখ না এরা সংযোগ ভাল পেয়ে গেছে। এই শেঠ তো কখন ওখান থেকে ছাড়া পাবে আর কখন এখানে এসে যাবে, এমন আমাদের ইচ্ছা অবশ্য আছে কিন্তু কোন মিল হয় না আর যাদের মিল হয়ে যায় সে আসে ও আবার।

প্রশ্নকর্তা : দাদা, অন্য পড়াশোনা করা লোকেরা মোক্ষের অন্য কথা বোঝে না, কিন্তু এই দুঃখের কথা তো অনেক বুঝতে পারে।

দাদাশ্রী : ও তো বুঝতে পারবে, সবাই বুঝতে পারবে, এ প্রদীপের মত কথা ! অরে মোক্ষের কথা কে রাখ দূরে, কিন্তু দুঃখের নিবারণ তো হয়েছে আজ ! সংসারী দুঃখের অভাব তো হয়েছে ! আর সেটাই মুক্তির প্রথম লক্ষণ। দুঃখমুক্ত হয়েছে সংসারের দুঃখ থেকে।

ওভারড্রাফটের ব্যয় এডভান্সে !

চারটে ঘরের মালিক, পরন্তু ঘরে পাঁচ টাকা থাকে না আর ভাবনগরে রাজার মত দাপট হয় ! তখন সেই অহংকারের কি করবে ?

প্রশ্নকর্তা : দাদা, কিন্তু অনেক বার ব্যবহারে এমন হয় যে মানুষ এমন সব রাখেন তো, সে এমন সবকিছু পেয়ে যায়।

দাদাশ্রী : পেয়ে যাবে কিন্তু সমস্ত পাপ বেঁধে পেয়ে যাবে। তার নিয়ম ই এমন, তোর সব কিছু খরচ করে, তোর কাউন্টার ওয়েট রেখে তুই এটা নিবি আর আজ নেই তো ওভারড্রাফট নিবি। সেই ওভারড্রাফট নিয়ে আবার মনুষ্য থেকে জানোয়ারেই যায়। ওলট-পালট করে নেওয়া কাজের হয় না, ও তো নিজের পুণ্যের সহজ পাওয়া হতে হবে।

সেই জন্য পেয়ে যায় কিন্তু সবাই ওভারড্রাফট নেয়। মন থেকে চুরির বিচার যায় ই না, মিথ্যার বিচার, কপটের বিচার যায় না, প্রপঞ্চের বিচার যায় না। ফের কি, নিখাদ পাপ ই বাঁধবে কি না ? এই সব তো হওয়া উচিত না, পেয়ে যায় তবুও ! সেইজন্য আমি তো ভেখ (সন্যাস) নেবার জন্য তৈয়ার ছিলাম যে এই ভাবে যদি দোষ বাঁধে তার থেকে সন্যাস নেওয়া ভাল। নিখাদ ভয়ঙ্কর *উপাধি* (বাহ্য দুঃখ, বাইরে থেকে আসা দুঃখ) সব, এত তাপে ফুটান! অজ্ঞানতাতে তো বেশী বুদ্ধিমান ব্যক্তি, এক ঘন্টা ও যদি ফুটান হয়, সেই গুমোট গরমের জন্য মনে এমন হয় যে আর, এখন কিছুই চাই না। মোটা বুদ্ধির লোকেদের গুমোট গরম বোধে কম আসে, কিন্তু সূক্ষ্ম বুদ্ধির লোকেদের গুমোট সহ্য কি ভাবে হয় ? ও তো আশ্চর্য !

পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য

এক পুণ্য এমন হয় যে ঘোরায় না, তেমন পুণ্য এই কালে অনেক কম হয় আর সে ও একটু সময় পরে সমাপ্ত হয়ে যাবে, ও পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য বলা হয়। যে পুণ্যের কর্ম করে, ভাল কর্ম আর তাতে সাংসারিক হেতু না হয়, সাংসারিক কোন ইচ্ছা ই না হয়, সেই সময় যে পুণ্য বাঁধে, ও পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য।

পুণ্য ভোগ করে আর সাথে আত্মকল্যাণ হেতু অভ্যাস, ক্রিয়া করে। পুণ্য ভোগ করে আর নতুন পুণ্য বাঁধে, যাহাতে অভ্যুদয়ে মোক্ষফল মেলে। পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য কাকে বলে ? যে যা আজ পুণ্য হয়, আনন্দে সুখ ভোগ করতে থাকে, কোন বাঁধা পরে না আর ফের আবার ধর্মের আর ধর্মের ই সারা দিন করতে থাকে ও পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য। তেমন বিচার আসে তো, শুধু ধর্মের ই, সৎসঙ্গে ই থাকার বিচার আসে। আর যে পুণ্য থেকে সুখ-সুবিধা বেশী না হয়, কিন্তু বিচার উঁচু আসে যে কি ভাবে কারো দুঃখ না হয় এমন ব্যবহার করি, এমন বর্তন করি, যদিও নিজের একটু বাধা আসে, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু কাউকে *উপাধিতে* না ফেলি ও পুণ্যনুবন্ধী পুণ্য বলা হয় সেইজন্য নতুন অনুবন্ধ ও পুণ্যের ই হয়।

প্রশ্নকর্তা : পুণ্যানুবন্ধী পুণ্যের উদাহরণ দিন।

দাদাশ্রী : আজ কোন ব্যক্তির কাছে গাড়ি-বাংলো ইত্যাদি সব সাধন আছে, স্ত্রী ভাল, সন্তান ভাল, চাকর ভাল, এই সবকিছু যা ভাল পেয়েছে, তাকে কি বলে ? লোকে তো বলবে যে, 'পুণ্যশালী ।' এখন এই পুণ্যশালী কি করছে, ও আমরা দেখি তো সারা দিন সাধু-সন্তের সেবা করে, অন্যের সেবা করে আর মোক্ষের তৈয়ারি করে। এমন সব করতে-করতে সে মোক্ষের সাধন ও পেয়ে যায় । এখন পুণ্য আছে আর নতুন পুণ্য বাঁধে আর কম পুণ্য মেলে কিন্তু বিচার আবার তেমন ই আসে, 'মোক্ষে যেতে হবে' ও পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য । এই আপনি আমাকে পেয়েছেন ও আপনার পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য আছে তবেই, তার আধারে পেয়েছেন । একটু এমনি ছিটে পড়ে গেছে হয়তো, না হলে পেতেই পারেন না ।

সমস্ত হঠে করা কাজ, হঠাগ্রহী তপ, হঠাগ্রহী ক্রিয়া, তাতে পাপানুবন্ধী পুণ্য বাঁধে । যখন কি বুঝে-শুনে করা তপ, ক্রিয়া, নিজের আত্মকল্যাণ হেতু সহিত করা কর্ম পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য বাঁধে আর কোন কালে জ্ঞানীপুরুষ প্রাপ্ত হয়ে যায় আর মোক্ষে যায় ।

দুই দৃষ্টি ই আলাদা-আলাদা !

প্রশ্নকর্তা : এখনকার সময়ে সামান্য ব্যক্তির এমন মনে হয় যে খারাপ রাস্তা অথবা খারাপ কর্ম দ্বারা ই ভৌতিক সুখ আর সুবিধা মেলে, সেইজন্য তার প্রকৃতিক ন্যায়ের উপর বিশ্বাস উঠে যায় আর খারাপ কর্ম করার জন্য প্রেরিত হয় ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এই সব সামান্য ব্যক্তি দের তেমন মনে হয় । খারাপ পথে আর খারাপ কর্ম দ্বারা ই ভৌতিক সুখ-সুবিধা মেলে, ও এই কলি যুগ আর দুষম কাল আছে বলে । লোকের, ভৌতিক সুখ আর সুবিধা পুণ্য বিনা মেলে না । যে কোন সুবিধা পুণ্য বিনা মেলে না । এক টাকাও পুণ্য বিনা হাতে আসে না।

পাপানুবন্ধী পুণ্য আর এক পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য, এই দুটোর পরিচয়ের জন্য নিজের বোধ শক্তি চাই ।

মানে নিজে ভোগে কি ? পুণ্য, তবুও কি বেঁধে যাচ্ছে ? পাপ বেঁধে যাচ্ছে । সেইজন্য আমাদের এমন মনে হয় যে এমন পাপের খারাপ কর্ম করে আর সুখ কিভাবে ভোগে ? না, ভোগে ও তো পুণ্য, ভুল নয় । কখনো পাপের ফল সুখ হয় না। এ তো নতুন ভাবে তার আগামী জীবন শেষ করে যাচ্ছে । সেইজন্য আপনার এমন মনে হয় যে এই ব্যক্তি এমন কেন করে যাচ্ছে ?

আর ফের প্রকৃতি ওকে হেল্প ও করে। কারণ যে প্রকৃতি ওকে নীচে নিয়ে যাবে, অধোগতিতে, সেইজন্য ওকে হেল্প করে। আর নতুন চোর হয় তো আর আজ পকেটে হাত ঢোকায় তো, তাকে ধরিয়ে দেবে যে ভাই না, এতে পড়ে যাবি তো নীচে যেতে থাকবি। নতুন চোরকে ধরিয়ে দেয়, কিসের জন্য ? উর্ধগতিতে নিয়ে যেতে হবে আর ও পাক্কা চোর, তাকে যেতে দেয়। নীচের গতিতে যাও, খুব মার খাও, নতুন চোর হয় তো ধরা পড়ে যায় কি ধরা পড়ে না ?

প্রশ্নকর্তা : ধরা পড়ে যায়।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আর পাক্কা চোর ধরা পরে না ফের। সরকার এমন করে, তেমন করে, কিন্তু সে কিছুতেই ধরা পড়ে না। সে কারো জালেই আসে না। সবাই কে বেচে খাবে এমন। কত বলে কি না, ইনকমটেক্সওয়ালাদের পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। নিজের ঝুঁকিতে বলে কি না ! এই সব ক্রিয়া সে নিজের দায়িত্বে করে কি না ? কি আমাদের দায়িত্বে ?

পাপানুবন্ধী পুণ্যের লক্ষ্মী

পাপানুবন্ধী পুণ্যের লক্ষ্মী (টাকা-পয়সা) মানে কি ? সেই লক্ষ্মী আসে তখন ফের সে কোথা থেকে নিয়ে নেব, কার নিয়ে নেব, আনহকের ভোগ করব, আনহকের কেড়ে নেব, তেমন সব পাশবতার বিচার আসে। কাউকে সাহায্য করার বিচার তো নাম মাত্র ও আসে না। আর তাতে ও দান করে সে ও নাম কামানোর জন্য, কি ভাবে নাম কামিয়ে নেবো ? বাকী, কারো অন্তরে শীতলতা পৌঁছায় না। এখানে অন্তরে শীতলতা হয় জ্ঞানী পুরুষের উপস্থিতিতে। সারা রাত অন্তরে শীতলতা লাগে আর অন্তর শীতল হওয়া, ও তো পাঁচ-পাঁচ লাখ টাকা দেওয়ার সমান, এক-এক ব্যক্তি কে। তবুও অন্তর শীতল হয় না সবসময়, টাকা দিলে উল্টা *উপাধি* হয়।

সেইজন্য এই পাপানুবন্ধী পুণ্য আছে, তাদের এখানে আসাই হবে না। সেইজন্য আমাদের এখানে এমন লক্ষীপতি আসতে পারে না। এখানে তো পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য, আসল লক্ষ্মী হয়, এমন ই একত্র হয়। আসল মানে অন্য কিছু না, এই কালের হিসাবে একেবারে সত্যি তো হয় না। আমাদের ঘরে ও একেবারে আসল নেই কিন্তু এই কালের হিসাবে এই ভাল বিচার হয় যে এতে কি ভাবে সুখ হবে, কি ভাবে ওর জ্ঞান প্রাপ্ত হবে, ধর্মের বিচার আসে ও ভাল লক্ষ্মী বলা হয়। পুণ্যানুবন্ধী

পুণ্যের লক্ষ্মী বলা হয়। ও পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য মানে পুণ্য আছে আর আবার নতুন পুণ্য বেঁধে যাচ্ছে। বিচার সব ভাল হয় আর অন্য জনের পুণ্য হয়, আর বিচার খারাপ হয়, মানে কি ভুগে নেব, কোথা থেকে নিয়ে আসি, সারা দিন, রাত্রে বিছানায় শুইয়ে-শুইয়ে ও মেশিন চালাতেই থাকে, সারা রাত।

আর ফের সেই লোকের ওখানে, দর্শন-সন্মান করার জন্য আমাকে ডাকে, ওখানে মুম্বাই তে। কারণ লোকে জানে সেইজন্য দর্শনের জন্য ঘরে নিয়ে যায়। ওখানে যাই, তখন এমন হয় যে কোটি টাকার মালিক, কিন্তু যেমন লাশ কে বসিয়ে রাখে না, তেমন দেখাচ্ছে আমাদের। ওরা প্রনাম করে কি না! আমি বুঝে যাই যে এই বেচারা লাশ। ফের সেখানে দেখি যে কে-কে ভাল আছে? ওখানে ওনার চাকরকে দেখি, আরে শরীর মজবুত, লাল, লাল... ফের রাঁধুনিকে ও দেখি, সে তো কুমড়ো যেমন, হাফুস আমের মত দেখতে! তখন আমি বুঝে যাই যে এই শেঠেরা অধোগতিতে যাবে, তার আজ এই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

বত্রিশ পদের খাবার থালা, কিন্তু সে তো খেতে পারে না। আমরা সবাই সাথে খাবার খাই, তো শেঠ কে আমি বলি, আপনি কেন খাচ্ছেন না? তখন বলে, আমার ডাইবিটীজ আছে আর ব্লাডপ্রেশার।

এখন শেঠ কে ডাক্তার বলে রেখেছে যে 'দ্যাখ ব্লাডপ্রেশার আছে আপনার, ডাইবিটীজ আছে, কিছু খেতে পারবেন না। বাজরার রুটি আর একটু দই খাবেন হাঁ..., অন্য কিছু খাবার খাবেন না।' আরে ভাই, আমাদের ওখানে ষাঁড় কে মাঠ নিয়ে যায়, সেই ষাঁড় খায় কেন না, মাঠে আছে তবুও? তখন বলে, না, শীকী বাঁধা আছে। এখানে মুখে বাঁধে না কিছু? কি বলে তাকে?

প্রশ্নকর্তা : জাল।

দাদাশ্রী : আমাদের ওখানে শীকী বলে তাকে। ওর বাঁধা থাকে না, বেচারা খেতে চাইলে ও খেতে পারে না। ডাক্তার বলেছেন যে মরে যাবে সেইজন্য... তেমন এই লোকদের শীকী বাঁধা আছে।

অর্থাৎ নিখাদ নরকের বেদনা ভুগে যাচ্ছে। আমি অনেক শেঠদের ওখানে গিয়েছি। ফের এখানে দর্শন করাই, তখন একটু শান্তি হয়। আমি বলি দাদা ভগবানের নাম নিতে থাকবেন। কারণ জ্ঞান তো ওদের হিসাবে আসেই না। তাদের জন্য ব্যবস্থা করলে তাতেও আসতে পারে না। সেই জন্য মহাদুঃখ এ তো।

পুণ্যশালী ই ভোগ করতে জানে !

লক্ষ্মী মানুষ কে মজদুর বানায়। যদি লক্ষ্মী আবশ্যকতার থেকে বেশী হয়ে যায় তখন ফের মনুষ্য মজদুরের মত হয়ে যায়। তার কাছে লক্ষ্মী অধিক হয়, কিন্তু সাথে-সাথে সে দাতা ও হয়, সেইজন্য ভাল হয়। নয় তো মজদুর ই বলা হবে কি না! আর সারা দিন কঠিন মজদুরী ই করতে থাকে, তার বউয়ের ও চিন্তা হয় না, বাচ্চার ও চিন্তা হয় না, কারো চিন্তা হয় না, শুধু লক্ষ্মীর ই চিন্তা থাকে, সেইজন্য লক্ষ্মী মনুষ্য কে ধীরে-ধীরে মজদুর বানিয়ে ফেলে আর ফের তাকে তির্যচ (জানোয়ার) গতিতে নিয়ে যায়। কারণ পাপানুবন্ধী পুণ্য হয় তো ! পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য হয় তো অসুবিধা নেই। পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য কাকে বলে যে সারা দিনে আধা ঘন্টা ই পরিশ্রম করতে হয়। সে আধা ঘন্টা ই পরিশ্রম করে তাতেও সমস্ত কাজ সরলতায় ধীরে-ধীরে চলতে থাকে।

এই জগত তো এমন ই। তাতে ভোগ করা লোক ও আছে আর পরিশ্রম করা লোক ও আছে, সব মিলেমিশে আছে। পরিশ্রম করা জন এমন ভাবে যে এ আমি করে যাচ্ছি। তার এতে অহংকার হয়। যখন কি না ভোগ করাদের অহংকার হয় না, তখন ওদের ভোক্তাপনের রস প্রাপ্ত হয়। ও পরিশ্রম করা দের অহংকারের গর্বরস প্রাপ্ত হয়।

এক শেঠ আমাকে বলে, 'এই আমার ছেলে কে কিছু বলুন না, পরিশ্রম করে না। শান্তিতে ভোগ করে।' আমি বলি, 'কিছু বলার মতই নেই। ও ওর নিজের ভাগের পুণ্য ভোগ করে যাচ্ছে, তাতে আমি কেন দখল করব ? তখন সে বলে যে, 'ওকে চালাক বানাতে হবে না ?' আমি বলি, জগতে যে ভোগ করে, তাদের চালাক বলা হয়। বাইরে ফেলে দেয় তাদের পাগল বলা হয় আর পরিশ্রম করতে থাকে তাদের মজদুর বলা হয়। পরন্তু পরিশ্রম করে তাদের অহংকারের রস প্রাপ্ত হয় তো ! লম্বা কোট পড়ে যায় সেইজন্য লোকে 'শেঠজী এসেছে, শেঠজী এসেছে' বলে, এতটা ই ব্যাস আর ভোগ করা দের এমন কোন শেঠ-বেঠ এর চিন্তা নেই। নিজের ভোগ করছি সেটাই সত্য'।

এখন যা আছে ও লক্ষ্মী ই বলা হয় না। এ তো পাপানুবন্ধী পুণ্যের লক্ষ্মী। তো পুণ্য এমন বেঁধেছিল বা অজ্ঞান তপ করেছিল, তার পুণ্য বেঁধে আছে। তার ফল এসেছে, তাতে লক্ষ্মী এসেছে। এই লক্ষ্মী ব্যক্তি কে পাগল-বেওড়া বানিয়ে ফেলে। একে সুখ কিভাবে বলা যায় ? সুখ তো, পয়সার বিচার ই না আসে, তার নাম সুখ।

আমার তো বছরে কদাচিৎ বিচার আসে যে পকেটে পয়সা আছে কি না ?

প্রশ্নকর্তা : বোঝা রূপ মনে হয় ?

দাদাশ্রী : না, বোঝা তো আমার হয় ই না। কিন্তু আমার এই বিচার ই হয় না তো ! কিসের জন্য বিচার করব ? সব সামনে-পিছনে তৈয়ার ই আছে। যেমন খাওয়া-দাওয়ার টা আপনার টেবিলে আসে কি আসে না ?

পরিশোধ, টাকার অথবা বেদনীয়ের

এ তো যাকে পাথর লেগেছে তার ই ভুল। ভুগছে তার ই ভুল শুধু এতটুকুই না কিন্তু ভোগ করার পুরস্কার ও আছে। পাপের পুরস্কার পায় তো ও তার খারাপ কর্তব্যের দণ্ড আর ফুল চড়ে তো ও তার ভাল কর্তব্যের পুণ্যের পুরস্কার, তবুও দুটোই পরিশোধ ই, অশাতা অথবা শাতার।

প্রকৃতি কি বলে ? 'সে কত টাকা খরচ করেছে, ও আমাদের এখানে দেখা হয় না। ও তো বেদনীয় কি ভোগ করেছে ? শাতা বা অশাতা, ততটা ই আমাদের এখানে দেখা হয়। টাকা না থাকে তবুও শাতা ভোগ করবে আর টাকা থাকে তবুও অশাতা ভোগ করবে।' অর্থাৎ যা কিছু শাতা বা অশাতা বেদনীয় ভোগ করে, ও টাকার উপরে আধারিত হয় না।

সাচ্চা ধন সুখ দেয় !

দশ লাখ টাকা বাবা ছেলেকে দিয়ে বাবা বলে যে, 'এখন আমি আধ্যাত্মিক জীবন কাটাবো !' তো তখন সেই ছেলে সবসময় মদে, মাংসাহারে, শেয়ার বাজারে, এই সবেতে সেই পয়সা হারিয়ে ফেলে। কারণ কি যে পয়সা খারাপ পথে একত্র হয়েছে ও নিজের কাছে থাকে না। আজকাল তো সঠিক ধন ও- সঠিক পরিশ্রমের ধন ও থাকে না তো খারাপ ধন কিভাবে থাকবে ? অর্থাৎ পুণ্যের ধনের আবশ্যকতা হবে, যাহাতে অপ্রমাণিকতা না হয়। ভাব পরিস্কার হয়তো সে সুখ দেবে। নয় তো এখন দুষম কালের ধন সে ও পুণ্যের ই বলা হয়, পরন্তু পাপানুবন্ধী পুণ্যের, ও নিখাদ পাপ ই বাঁধাবে ! তার বদলে সেই লক্ষ্মীকে বলতে হবে যে, 'তুই আসবি ই না, এতটা দূরেই থাকবি। তাতে আমাদের শোভা থাকবে আর তোর ও শোভা বাড়বে।' এই যে বাংলো বানায় ওদের মধ্যে পরিস্কার ভাবে পাপানুবন্ধী পুণ্য দেখা যায়। এতে কদাচিৎ এমন কেউ হবে, হাজারে এক-আধ জন যার পুণ্যানুবন্ধী প্যুণ্য হবে। বাকী এই সব

পাপানুবন্ধী পুণ্য । এত লক্ষ্মী তো হবে কি কখনো ? নিছক পাপ ই বেঁধে যাচ্ছে, এ তো তির্যচ-এর রিটার্ন টিকেট নিয়ে এসেছে !

এক মিনিট ও থাকতে পারা যায় না এমন এই সংসার, জবরদস্ত পুণ্য হয় তাতেও ভিতরে দাহ কম হয় না, অন্তরদাহ নিরন্তর জ্বলতেই থাকে ! অন্তরদাহ কিসের জন্য হয় ? অন্তরদাহ পাপ-পুণের অধীন নয় । অন্তরদাহ 'রং বিলীফ'এর অধীন । চার দিক থেকে সব ফার্স্ট ক্লাস সংযোগ হয় তবুও অন্তরদাহ চলতেই থাকে। তো এখন মিটবে কিভাবে ? পুণ্য ও অন্ততঃ সমাপ্ত হয়ে যায় । জগতের নিয়ম যে পুণ্য সমাপ্ত হয়ে যায় । তখন কি হয় ? পাপের উদয় হয় । এই অন্তরদাহ আছে তো পাপের উদয়ের সময় বাইরের দাহ উৎপন্ন হবে । সেই মুহূর্তে তোর কি দশা হবে? সেইজন্য ভগবান এমন বলেন যে 'সাবধান হয়ে যা ।'

পুণ্য থেকেই প্রাপ্ত পয়সা !

প্রশ্নকর্তা : এই সময় তো পাপীর কাছেই পয়সা আছে ।

দাদাশ্রী : পাপীর কাছে নেই । আমি আপনাকে বোঝাচ্ছি ঠিক মত। আপনি আমার কথা বুঝুন এক বার যে পুণ্যের বিনা পয়সা আপনাকে স্পর্শ ও করবে না । কালো বাজারে ও না আর সাদা বাজারে ও না । পুণ্যের বিনা তো চুরির পয়সা ও আমাদের স্পর্শ করবে না । কিন্তু ও পাপানুবন্ধী পুণ্য । আপনি বলেন ও পাপ, সে অন্তে পাপেই নিয়ে যায় । সেই পুণ্য ই অধোগতিতে নিয়ে যায় ।

খারাপ পয়সা আসে তখন খারাপ বিচার আসে যে কার টা ভোগ করব, সারা দিন ভেজাল করার বিচার আসে, সে অধোগতিতে যায় । পুণ্য ভোগ করে না আর অধোগতিতে যায় । তার বদলে পুণ্যনুবন্ধী পাপ ভাল যে আজ একটু সব্জী আনতে বাঁধা আসে কিন্তু সারা দিন তো ভগবানের নাম করা যায় আর পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য হয়, তো সে পুণ্য ভোগ করে আর নতুন পুণ্য উৎপন্ন হয় ।

...তখন তো পরভবের ও বিগড়ায় !

প্রশ্নকর্তা : আজকের সময় এমন যে মানুষ নিজের ভরণ-পোষণ ও পুরা করতে পারে না । সেসব পুরা করার জন্য তাকে ঠিক-বেঠিক করতে হয় তো কি এমন করা যায় ?

দাদাশ্রী : ও তো এমন কি না, যে ধার নিয়ে ঘি খায়, তার মত এই ব্যাপার। এই ভুল করার জন্য তো এখন কম আসছে। এখন কম আসছে, তার কারণ কি ? পাপ আছে সেইজন্য আজ কম পড়ে যাচ্ছে। সব্জী নেই, অন্য কিছু নেই। তবুও যদি এখন ভাল বিচার আসছে, ধর্মতে-মন্দিরে যাবার, উপাশ্রয়ে যাবার, কোন সেবা করার, এমন বিচার আসে তো আজ পাপ আছে, তবুও সে পুণ্য বেঁধে যাচ্ছে। কিন্তু পাপ আছে আর সে আবার পাপ ই বাঁধে, এমন হওয়া উচিত না। পাপ হলে, কম হয়, আর এই ভাবে উল্টো করে তো ফের নিজের কাছে থাকল কি ?

ও আক্কেলের কি পরিশ্রমের উপার্জন ?

কথা তো বুঝতে হবে কি না ? এভাবে কতদিন ফাকি চলবে ? আর *উপধি* পছন্দ তো হয় না। এই মনুষ্য দেহ *উপাধি* থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। শুধু পয়সা কামানোর জন্য নয়। পয়সা কিভাবে কামানো যায় ? পরিশ্রম দ্বারা কি বুদ্ধি দ্বারা?

প্রশ্নকর্তা : দুটোই।

দাদাশ্রী : যদি পয়সা পরিশ্রমে কামানো যেত তো এই মজদুর দের অনেক পয়সা হত। কারণ এই মজদুর ই বেশী পরিশ্রম করে কি না ! আর যদি পয়সা বুদ্ধি দ্বারা কামানো যেত তো এই সব পন্ডিত আছে না ! কিন্তু ওদের তো চপ্পল ও আধা ঘষে যাওয়া হয়। পয়সা কামানো বুদ্ধির খেলা নয় বা পরিশ্রমের ফল নয়। ও তো নিজের পূর্বের পুণ্য করা আছে, তার ফল স্বরূপ আপনি পাবেন। আর লোকসান, ও পাপ করা আছে, তার ফল স্বরূপ হয়। পুণ্য আর পাপের অধীন লক্ষ্মী। সেইজন্য লক্ষ্মী যদি চাই তো আমাদের পুণ্য-পাপের ধ্যান রাখতে হবে।

ভুলেশ্বরে আধা চপ্পল ঘষে যাওয়া অনেক বুদ্ধিমান লোক আছে। কোন ব্যক্তি মাসে পাঁচশো কামায়, কেউ সাতশো কামায়, কেউ এগারো শো কামায়। আস্ফালন করে বলে যে এগারো শ কামাই করি, আরে, কিন্তু তোর চপ্পল তো আধার আধা ই আছে। দ্যাখ আক্কেলের কারখানা ! আর কম আক্কেলেররা বেশী কামায়। আক্কেলওয়ালা পাশা ফেলে তো সোজা পড়ে কি মূর্খ দের পাশা সোজা পড়ে ?

প্রশ্নকর্তা : যার পুণ্য তার সোজা পড়ে।

দাদাশ্রী : ব্যাস, ওতে তো আক্কেল চলেই না ! আক্কেলওয়ালাদের তো বরং বিপরীত হয় । আক্কেল তো ওকে দুঃখে হেল্প করে । দুঃখে কিভাবে সব ঠিক করে নেবে, সেভাবে তাকে হেল্প করে ।

আক্কেল মুনিমের আর পুণ্য শেঠের !

লক্ষ্মী কিভাবে আসে আর কিভাবে চলে যায় ও আমি জানি । লক্ষ্মী পরিশ্রমে আসে না অথবা আক্কেলে বা কোন চালাকি কাজে লাগালে আসে না । লক্ষ্মী কিভাবে উপার্জন করা যায় ? ও সোজা ভাবে কামানো গেলে তো আমাদের মন্ত্রীরা চার আনা ও পেত না । এই লক্ষ্মী তো পুণ্যতে কামানো যায়। পাগল হলেও পুণ্যতে কামাই করতে থাকে ।

লক্ষ্মী তো পুণ্য থেকে আসে । বুদ্ধি উপযোগ করলে ও আসে না । এই মিল মালিকদের আর শেঠদের এক ছিটে ও বুদ্ধি হয় না, কিন্তু লক্ষ্মী প্রচুর আসে আর তার মুনিম বুদ্ধি চালাতে থাকে, ইন্‌কম টেক্সের অফিসে যায়, তখন অফিসারের গাল ও মুনিম ই খায়, যখন কি শেঠ তো আরামে শুইয়ে থাকে ।

এক মহাজন ছিল । মহাজন আর তার মুনিম দুজনেই বসে ছিল, আহমেদাবাদেই তো কি না ! কাঠের তক্তার উপরে গদির বিছানা, সামনে জলচৌকি আর তার উপরে খাবার থালা । মহাজন খাবার খেতে বসেছিল । মহাজনের ডিজাইন বলছি । মাটি থেকে তিন ফিট উপরে বসেছিল, মাটির উপরে দেড় ফিট মাথা । চেহারার ত্রিকোন আকার আর বড়-বড় চোখ আর বড় নাক আর অধর তো মোটা-মোটা পকোড়ার মত আর পাশে ফোন । তো খেতে-খেতে ফোন আসে আর সে কথা বলে । মহাজন তো খেতে যানে না। দুই-তিন টুকরো লুচি নিচে পড়ে গিয়েছিল আর ভাত তো কত ছড়িয়ে ছিল নীচে । ফোনের ঘন্টি বাজে আর মহাজন বলে যে, ‘দুই হাজার গাঁটরী নিয়ে নাও।” আর পরের দিন দুই লাখ টাকা কামিয়ে নেয় । মুনিম বসে-বসে মাথা খাটাতে থাকে আর মহাজন বিনা পরিশ্রমে কামাই করতো । এই ভাবে মহাজন তো আক্কেল থেকেই কামাই করে দেখায় । কিন্তু সেই আক্কেল সঠিক সময়ে পুণ্যের কারণে প্রকাশ দেয় । এ পুণ্য থেকে হয় । ও তো মহাজন কে আর মুনিমকে সাথে রাখ তো বুঝতে পারবে । সঠিক আক্কেল তো মহাজনের মুনিমের হয়, মহাজনের না । এই পুণ্য কোথা থেকে এসেছে? ভগবান কে বুঝে নিয়ে ভজনা করেছে তাতে ? না, না বুঝে ভজনা করেছে, সেইজন্য । কারো উপরে উপকার করেছে, কারো ভাল করেছে, এই সবে পুণ্য বেঁধে গেছে ।

শ্রীমন্ততার বিবাহ কার সঙ্গে ?

কি করলে শ্রীমন্ততা আসে ? কত বেশী লোকের হেল্প করলে তবে লক্ষ্মী আমাদের কাছে আসে ! নয় তো লক্ষ্মী আসে না। লক্ষ্মী তো দেবার ইচ্ছা আছে তাদের ওখানে আসে। যে অন্যের জনে কষ্ট করে, প্রতারিত হয়, নোবেলিটির উপযোগ করে, তার কাছে লক্ষ্মী আসে। চলে গেছে এমন মনে হয় অবশ্য, কিন্তু এসে আবার সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রশ্নকর্তা : আপনি লিখেছেন যে যারা কামাই করে ও বড় মনের লোকেরাই কামাই করে। লেন-দেনে যে বড় মন রাখে সে ই কামাই করে। বাকী, সঙ্কুচিত মনেররা কামায় না কখনো !

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সব প্রকারে নোবেল হয়, তো লক্ষ্মী সেখানে যায়। এই পাজিদের কাছে লক্ষ্মী যায় কি ?

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ পুণ্যের জন্য মনুষ্য ধনবান হয় ?

দাদাশ্রী : ধনবান হবার জন্য তো পুণ্য চাই। পুণ্য হয় তো পয়সা আসে।

প্রশ্নকর্তা : পয়সার জন্য তো লিখেছেন না যে বুদ্ধির আবশ্যকতা হয়।

দাদাশ্রী : না, বুদ্ধি তো লাভ-লোকসান দুটোই দেখায়। যেখানে যাবে সেখানে লাভ-লোকসান সে দেখিয়ে দেয়। সে কোন পয়সা-টয়সা দেয় না। বুদ্ধি যদি পয়সা দেওয়ার হত না তো এই ভূলেশ্বর (মুম্বাইয়ের এক এলাকা) এ এত সব বুদ্ধিমান মুনিম আছে, যা মহাজনের বোধে আসে না ও তার বোধে এসে যায়। কিন্তু চপ্পল বেচারার পিছন থেকে অর্ধেক ক্ষয়ে যায় আর মহাজন তো সাড়ে তিনশো টাকার জুতো পড়ে ঘুরে বেড়ায়, তবু ও বুদ্ধিহীন হয় !

পয়সা কামানোর জন্য পুণ্যের দরকার। বুদ্ধি থেকে তো উল্টো পাপ বাঁধে। বুদ্ধি দিয়ে পয়সা কামাতে যায় তো পাপ বাঁধে। আমার বুদ্ধি নেই সেইজন্য পাপ বাঁধে না। আমার বুদ্ধি এক পারসেন্ট ও নেই !

লক্ষ্মী কার পিছনে ?

লক্ষ্মী তো পুণ্যশালীদের পিছনেই ঘুরতে থাকে আর পরিশ্রমী লোক লক্ষ্মীর পিছনে ঘুরতে থাকে। সেইজন্য আমাদের দেখে নিতে হবে পুণ্য হবে তো লক্ষ্মী পিছনে আসবে। নয় তো পরিশ্রম থেকে তো রুটি পাবে, খাওয়া-দাওয়া পাবে আর দুই-একজন মেয়ে হবে তো তাদের বিয়ে হবে। বাকী, পুণ্যের বিনা লক্ষ্মী পায় না। সেইজন্য খাঁটি বাস্তব কি বলে যে 'তুই যদি পুণ্যশালী তো কিসের জন্য ছটফট করিস? আর তুই পুণ্যশালী না তাহলেও ছটফট করিস কিসের জন্য ?

পূণ্যশালী তো কেমন হয় ? এই আমলা ও অফিস থেকে ব্যাকুল হয়ে ঘরে ফিরে আসে, তখন মেমসাহেব কি বলে, 'দেড় ঘন্টা লেট হয়েছ, কোথায় গিয়েছিলে?' এই দ্যাখ পুণ্যশালী (!) পুণ্যশালীর এমন হয় কি ? পুণ্যশালীর একটা উল্টো বাতাসের ঝাপটা ও লাগে না। ছেলেবেলা থেকেই সেই গুণ আলাদা হয়। অপমানের যোগ আসে না। যেখানে যায় সেখানে 'আসুন, আসুন ভাই' সেই ভাবে পালন-পোষণ হয় আর এ তো যেখানে-সেখানে টক্কর খেতে থাকে। তার অর্থ কি হয় ফের ? আবার পুণ্য সমাপ্ত হয়ে যায় তো তখন যেমন ছিল তেমন ! সেইজন্য তুই পুণ্যশালী নয় তো সারা রাত পাট্টা বেঁধে ঘোর, তাহলেও সকালে কি পঞ্চাশ পেয়ে যাবি ? সেইজন্য ছটফট করবি না, আর যা পেয়েছিস তাতেই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড় না চুপচাপ।

প্রশ্নকর্তা : ও তো প্রারব্ধবাদ হল কি না ?

দাদাশ্রী : না, প্রারব্ধবাদ নয়। তুই নিজের মত কাজ কর। পরিশ্রম করে রুটি খা। বাকী, অন্য ভাবে কেন ছটফট করতে থাকিস ? এভাবে জমা করি বা সেইভাবে জমা করি। যদি বাড়িতে তোর সন্মান নেই, বাইরে সন্মান নেই তো কিসের জন্য হাত-পা চালাচ্ছিস ? আর যেখানে যায় সেখানে ওকে 'আসুন, বসুন' বলার থাকে, এমন বড়-বড় পুণ্য এনেছে, তার কথাই আলাদা হয় কি না ?

এই শেঠ সারা জীবনের পঁচিশ লাখ নিয়ে এসেছে, সে পঁচিশ লাখকে বাইশ লাখ করে কিন্তু বাড়ায় না। বাড়ে কখন ? সব সময় ই ধর্মে থাকে তো। কিন্তু যদি নিজে ভিতরে দখল করতে যায় তো বিগড়াবে। প্রকৃতিতে হাত দিতে যায় তো বিগড়াবে। লক্ষ্মী আসে কিন্তু কিছু পায় না।

রেঙ্ক, পুণ্যশালীদের...

এই বড়-বড় চক্রবর্তী রাজা ছিলেন, ওনাদের এ রাত কি দিন, তার খবর থাকতো না। ওনারা সূর্যদেবকে ও দেখেন নি তবুও বড় রাজ্য সামলিয়েছেন। কারণ পুণ্য কাজ করে।

প্রশ্নকর্তা : শালিভদ্র শেঠ কে দেবী-দেবতারা উপর থেকে সোনার মোহরের পেটিকা পাঠাতেন, তো কি এ সত্য ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, দিতেন। সবকিছু দিতেন। ওনার পুণ্য হয় তখন পর্যন্ত কেন দেবে না ? আর দেবী-দেবতাদের সাথে ঋণানুবন্ধ থাকে। ওনার আত্মীয়রা সেখানে (দেবলোক) গিয়েছেন আর পুণ্য হয় তো কেন দেবে না ?

পুণ্যশালীদের কম পরিশ্রমে সবকিছু ফলে। এত পর্যন্ত পুণ্য হতে পারে। সহজ বিচার আসে, কোন প্রযত্ন না করে তাহলেও সব জিনিস ভাবা অনুসারে পেয়ে যায় ও সহজ প্রযত্ন। প্রযত্ন নিমিত্ত কিন্তু সহজ প্রযত্ন কে পুরুষার্থ বলা, সেই সব পরিভাষা ভুলে ভরা।

লক্ষ্মী অর্থাৎ পুণ্যশালী লোকের কাজ। পুণ্যের হিসাব এমন হয় যে অনেক পরিশ্রম করে আর কম সে কম পায়, ও অনেক কম সাধারণ পুণ্য বলা হয়। ফের শারীরিক পরিশ্রম বেশী করতে হয় না বাণীর পরিশ্রম করতে হয়, উকিলের মত, ও একটু বেশী পুণ্য বলা হয়, মজদুরের তুলনায় আর তার আগে কি ? বাণীর ঝামেলা ও করতে হয় না, শরীরের ঝামেলা করতে হয় না, পরন্তু মানসিক ঝামেলায় কামায়, তাকে অধিক পুণ্যশালী বলা হয়। আর তার ও আগে কোনটা ? সঙ্কল্প করতেই তৈয়ার হয়ে যায়। সঙ্কল্প করে সেটাই পরিশ্রম। সঙ্কল্প করে যে দুটো বাংলো, এক গোদাম। এমন সঙ্কল্প করে তো সব তৈয়ার হয়ে যায়, সে মহান পুণ্যশালী। সঙ্কল্প করে সেটা পরিশ্রম। ব্যাস সঙ্কল্প করতে হয়। সঙ্কল্প বিনা হয় না। এই পরিশ্রম কিছু তো চাই।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু মনুষ্যতে তেমন হতে পারে না।

দাদাশ্রী : মনুষ্যতে ও হয়। কেন হবে না ? মনুষ্যতে তো চাইলে ততটা হবে।

প্রশ্নকর্তা : ও তো এমন বলা হয় যে দেবলোকে এমন হয় ?

দাদাশ্রী : দেবলোকে সব কিছু সিদ্ধ হয়। কিন্তু এখানে ও কারো-কারো সঙ্কল্প সিদ্ধি হয়ে যায়। সব হয়, নিজের পুণ্য চাই। পুণ্য নেই। পুণ্য কম পড়ে গেছে।

যত পরিশ্রম তত অন্তরায়, কারণ পরিশ্রম কেন করতে হচ্ছে ?

মানে এই জগতে সব থেকে বেশী পুণ্যশালী কে ? যার একটু ও বিচার আসে, সে নিশ্চিত করে আর বছরের পর বছর বিনা ইচ্ছায় বিনা পরিশ্রমে পেতেই থাকে সব। দ্বিতীয় নম্বরে, ইচ্ছা হয়, সে বার-বার নিশ্চিত করে আর সন্ধ্যায় সহজ ভাবে পেয়ে যায় ওসব। তৃতীয় নম্বরের ইচ্ছা হয় আর প্রযত্ন করে আর প্রাপ্ত হয়ে যায়। চতুর্থ নম্বরের ইচ্ছা হয় আর ভয়ঙ্কর প্রযত্ন করলে প্রাপ্ত হয়। পঞ্চম কে ইচ্ছা হয় আর ভয়ঙ্কর প্রযত্ন থেকে ও প্রাপ্ত হয় না। এই মজদুর দের কঠোর পরিশ্রম করতে হয় আর উপর থেকে গালা-গাল ও খায় তবু ও পয়সা পায় না। পায় তবুও ঠিকানা নেই ঘরে গিয়ে খাবার পাবে। ওরা সব থেকে অধিক প্রযত্ন করে, তবুও প্রাপ্তি হয় না।

পুণ্য থেকেই প্রাপ্ত সৎসঙ্গ !

আপনার পুণ্য জমা আছে কি না ? সেইজন্য তো সি.এ. হয়েছেন।

প্রশ্নকর্তা : এখন পর্যন্ত পাপ করি নি, পুণ্য ই করেছি।

দাদাশ্রী : ও তো মনে হয় এমন। পাপ ও করেছেন কিন্তু পাপ কম করেছেন হয়তো, পুণ্য অধিক করেছেন হয়তো। সেইজন্য তো এই সৎসঙ্গে আসার সময় পেয়েছেন, এখানে আসতে পেরেছেন, না হলে সৎসঙ্গে আসার সময় কার হয় ?

পুণ্য-পাপের পরিণাম স্বরূপ...

প্রশ্নকর্তা : পাপ আর পুণ্য থেকে তার সম্বন্ধ কি প্রকারের হয় ?

দাদাশ্রী : এই পাপ হয় ও, এখন আপনি এখানে এসেছেন তো আপনি এখানে কারো সাথে ধাক্কা না লাগে সেভাবে সামলিয়ে চলেন আর ধাক্কা লাগে তেমন জায়গা

হয়, জায়গা তেমন ভিড়ের হয়, কিন্তু মনে ভাবনা হয় যে কারো না লাগে তো ভাল, এমন ভাবনায় এখানে আসেন, তো আপনার পুণ্য বাঁধবে।

আর, ভিড় আছে সেইজন্য লেগেও যাবে, তেমন ভাবনায় আসেন তখন পাপ বাঁধবে।

কারো আমাদের জন্য কিঞ্চিত মাত্র দুঃখ হয়ে যায়, তো তাতে পাপ ই বাঁধবে। কাউকে সুখ দেওয়া, শান্তি দেওয়া, কারো অন্তরে শীতলতা হয়, তাতে নিখাদ পুণ্য বাঁধে।

এখন সেই পূর্বের বাঁধা পাপ, ও এই ভবে আবার উদয়ে আসে। যোজনা যা আগের জন্মে হয়েছিল, ওসব এই জন্মে ফলীভূত হয়।

যখন পাপের উদয় আসে তখন সারা দিন মনে বিচার, খারাপ চিন্তার বিচার আসতে থাকে, বাইরে ও লোকসান হয়, বাচ্চারা বিরোধ করে, অংশীদারের সাথে ঝগড়া হয়, পাপের উদয় হয় তখন। আর পুণ্যের উদয় হয় তখন শত্রু হলেও, সে ও এসে বলবে, 'আরে চন্দুভাই, কোন কাজ-কর্ম থাকলে আমাকে বলবেন...' আরে, তুই শত্রু, কিন্তু তখন তো পুন্যের উদয় এসেছিল আপনার। অতএব পুণ্যের উদয়ে শত্রু মিত্র হয়ে যায় আর পাপের উদয় হয় তখন ছেলে শত্রু হয়ে যায়। কোন ছেলে বাপের উপরে নালিশ দায়ের করে কি না ?

প্রশ্নকর্তা : করেই তো।

দাদাশ্রী : আরে, এক জন নালিশ দায়ের করেছিল বাপের উপরে, সে কি-কি করে ফের ? সে নালিশ দায়ের করার পরে উকিল কে এমন বলে, যে বাবা হেরে যায় তো বাঁধা নেই, সে তো ভাল হয়ে গেছে এখন। নিন, এ আপনার তিনশো টাকা ফীস। কিন্তু এখন আরো একবার চালাবেন। তখন বলে, কেন এখন কি ? তখন সে বলে, 'নাক কাটাতে হবে।' আরে বেটা, বাপের নাক কাটাতে চাস ? তখন বলে, 'হ্যাঁ, তার জন্য আমি দেড়শো দেবো।' তো সেখানে বেইজ্জত করায়, নাক কাটায়। অর্থাৎ ছেলে ও শত্রু হয়ে যায়, যখন নিজের ভুল হয় আর পাপ হয় তখন।

পরম মিত্র কে ?

পুণ্য ভাল হয় তো সব কিছু ভাল হয়। অতএব পুণ্যরূপী মিত্র হয় তো যেখানে যাবে তো সুখ, সুখ আর সুখ। তেমন মিত্র থাকা উচিত। পাপ রূপী মিত্র আসে তো ঘুষি না মেরে থাকবে না। ফের সমভাবে সমধান হয় না, তো চিৎকার করতে হয়।

প্রশ্নকর্তা : ও যে আপনি বলেছেন যে পুণ্য যেখানে সেখানে মিত্রের মত কাজ করে...

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, খারাপ থেকে খারাপ জায়গায় আপনি, যে কোন জায়গায় যেখানে ফেঁসে যান, সেখানে আপনার পুণ্য কার্যান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রশ্নকর্তা : পাপ ঘরে ও দুঃখী করে।

দাদাশ্রী : পাপ ঘরে বিছানায় মেরে ফেলে। বিছানায় চিন্তা করায়, ফার্স্টক্লাস বিছানা পেতেছ, তাতে ও চিন্তা করায়। পাপ ছাড়েই না তো ! সেইজন্য ই সন্ত-রা বলেছেন পাপের থেকে ডর।

কেমন পুণ্য চাই মোক্ষের জন্য ?

প্রশ্নকর্তা : যখন পর্যন্ত মোক্ষের মার্গে না পৌঁছাই, তখন পর্যন্ত পুণ্য নামের গাইডের আবশ্যকতা হয় তো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সেই পুণ্যের গাইডের জন্য তো লোকে শুভাশুভে পড়ে আছে কি না ! সেই গাইডের কাছে সব পাবে। কিন্তু মোক্ষের মার্গে যেতে গিয়ে পুণ্য বাঁধে কিন্তু এমন পুণ্যের দরকার নেই। মোক্ষে যাওয়াদের পুণ্য তো কেমন হয় ? তাঁর জগতে সূর্যদেব ওঠে কি না, তার ও খবর রাখে না আর সারা জীবন কেটে যায়, তেমন পুণ্য হয়। তো ফের এমন আবর্জনার মত পুণ্যের কি করবে ?

হতে পারে না মাইনাস পাপের কখনো !

প্রশ্নকর্তা : এই মার্গ না পায় তখন পর্যন্ত তো সেই পুন্যের আবশ্যকতা আছে তো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ও ঠিক আছে। কিন্তু লোকের কাছে পুণ্য কোথায় অক্ষত আছে ? কিছুই ঠিকানা নেই। কারণ আপনার কি ইচ্ছা আছে ? তখন বলে যে পুণ্য কর তো পাপের উদয় আসবে না। তাতে ভগবান কি বলেন ? তুই একশ টাকার পুণ্য বেঁধেছিস, তো তোর খাতায় একশ টাকা জমা হয়ে যায়। তার পরে দুই টাকার মত পাপ করিস অর্থাৎ যে কোন লোককে 'সর, সর, দূরে যা' এমন বললে, তাতে একটু তিরস্কার হয়ে যায়। এখন এর যোগ-বিয়োগ হয় না। ভগবান কোন কাঁচা মায়া নয়। যদি পুণ্য-পাপের যোগ-বিয়োগ হত তাহলে তো এই বণিক জাতের ওখানে একটুও দুঃখ হত না! কিন্তু এ তো সুখ ও ভোগ করে আর দুঃখ ও ভোগ করে, কেমন পাক্কা ভগবান!

প্রশ্নকর্তা : যদি পুণ্যের পথে মানুষ যায় তো ফের পাপ কেন আসে?

দাদাশ্রী : ও তো সর্বদা নিয়ম এমন ই কি না যে যদি আপনি কোন কার্য করেন তো যদি ও পুণ্যের কার্য হয় তো আপনার একশ টাকা জমা হয় আর পাপের কার্য হয় তো যদিও সামান্য একটু, এক টাকার ই হয় তবুও আপনার খাতায় ঋণ হয়ে যায় আর জমা থেকে এক কম হয় না। এমন যদি কম হয়ে যেত তো কোন পাপ লাগতোই না। অতঃ দুটোই আলাদা-আলাদা হয় আর দুটোর ফল ও আলাদা-আলাদা আসে। যখন পাপের ফল আসে তো তেতো লাগে।

পুণ্য থেকে পাপ এই ভাবে কম হয় না। যদি কম হয়ে যেত তাহলে তো লোক তো খুব চালাক। একটু ও দুঃখ আসতো না। একজন ছেলে ও মরতো না বা মেয়ে মরতো না। চাকর চুরি করতো না। কিছুই করতো না, মজা হত। এ তো পুণ্য ঘিরে নেয় তো গাড়িতে আনন্দ-ফুর্তি ও করায়, আর পাপ ঘিরে নেয় তো সেই গাড়ি দিয়ে এক্সিডেন্ট ও করায়। এ তো সব ঘিরে নেয়। ভিতরে আছে তত জিনিস ঘিরে নেবে। না হলে তো কোথা থেকে ঘিরবে ? যা আছে ও হিসাব। তাতে কিছুই বদল হবে না।

অজান্তে হওয়া পাপের (?)

প্রশ্নকর্তা : এ আমি পাপ করেছি কি পুণ্য করেছি তেমন বোধ না থাকে তো পাপ-পুণ্য বাঁধবে ? তার বোধ ই নেই যে এ আমি পাপ করছি আর এ পুণ্য করছি তো এর একেবারে প্রভাব ওর উপরে হবেই না তো ?

দাদাশ্রী : প্রকৃতির নিয়ম এমন যে আপনার বোধ হোক বা বোধ না হোক, তবুও তার প্রভাব না হয়ে থাকবে না। যদি এই বৃক্ষ কে কাটেন আর তাতে কোন পাপ বা পুণ্য না বোঝেন, কিন্তু তবুও বৃক্ষের দুঃখ তো হয়েছে কি না ? সেইজন্য আপনার পাপ লাগবে। আপনি চার ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে রেশনের কন্টোলের চিনি নিয়ে যাচ্ছেন আর ব্যাগে ছেদ থাকে আর চিনি পড়ে যায় তো ও কারো কাজে আসবে কি আসবে না ? নীচে পিঁপড়ে থাকে ওরা চিনি নিয়ে যায় আর ওদের ভাল হয়ে যায়। এখন একে এমন বলা হবে যে আপনি চিনি দান করেছেন। যদিও না বুঝে, কিন্তু দান হয়েছে কি না ? আপনার গোচরে নেই, তবুও দান হতে থাকে কি না ? আর পিঁপড়ের সুখ হয় কি না ? তাতে আপনার পুণ্য বাঁধে। তার ফল অজান্তে ভুগতে হবে।

কত ই বলে যে অজান্তে পাপ হয়ে যায় তো তার ফল কিছু আসে না। কেন আসবে না ? আরে, অজান্তে আগুনে হাত রাখিস তো জানতে পারবি যে ফল আসে কি না। জেনে-শুনে করা পাপ আর অজান্তে করা পাপ দুটো এক ই রকম হয়। পরন্তু অজান্তে করা পাপের ফল অজান্তে আসবে আর জেনে-শুনে করা পাপের ফল জেনে-শুনে ভুগতে হবে, ততটাই ফারাক। ব্যাস এটাই রীত। এ নিয়মানুসার হয় সব, এই জগত একেবারে নিয়মানুসার হয়, ন্যায়স্বরূপ হয়।

অজান্তে যা হয়, তার ফল অজান্তে পায়। ও আপনাকে বোঝাচ্ছি।

এক জন সাত বছর পর্যন্ত রাজত্ব করে আর অন্য একজন ও সাত বছর রাজত্ব করে। এখন দুজনের ই রাজত্ব করা এক রকম ই হয় আর রাজ্য ও দুজনের ই এক রকম ই হয় কিন্তু এতে একজন তিন বছর বয়সে গদিতে বসে আর দশ বছর বয়সে রাজ্য চলে যায় আর অন্য জন কুড়ি বছর বয়সে গদিতে বসে, সে সাতাইশ বছর বয়সে গদি থেকে উঠে যায় তো কে সত্যিকরে রাজ্য ভোগ করেছে বলা হবে ? প্রথম জনের বাল্যকালে চলে গেছে। ওকে খেলনা দাও তো খেলনা খেলতে বসে যাবে !

সেইজন্য এ অবুঝতায় করা পুণ্যের ফল। এই দর্শন করেছিলে বিনা বুঝে, তো ও বিনা বুঝেই ফল ভোগবে। বুঝে-শুনে করার ফল অনুভবে ভোগে !

সেই ভাবে জাগৃত মাইন্ডে করা পাপ জাগৃতিপূর্বক ভোগতে হয় আর অজাগৃতিপূর্বক করা পাপ অজাগৃতিপূর্বক ভোগতে হয়। তাতে বাল্যকালে তিন বছর বয়সে মা মরে যায় তো কন্না-কাটি করে না। তার অনুভবেই হয় না। বোঝেই না

সেখানে কি করে ? আর পঁচ্চিশ বছ্রের হয়ে যায় আর তার মা মরে যায় তো ? অর্থাৎ এ জেনেই দুঃখ ভোগ করে আর বাচ্চারা অজান্তে দুঃখ ভোগ করে।

অপরাধ মহাজনের কি নিজের পাপের ?

মহাজন পুরস্কার দেয় ও আমাদের ব্যবস্থিত, আর আমাদের ব্যবস্থিত উল্টো আসে তখন মহাজনের মনে হয় যে এই বার এর বেতন কেটে নিতে হবে। যখন মহাজন বেতন কেটে নেয় তো চাকরের মনে হয় যে এ অযোগ্য মালিক। এই অযোগ্য কে আমি পেয়েছি। কিন্তু এমন গুণাকার করা ব্যক্তির জানা নেই যে এ অযোগ্য হত তো পুরস্কার কেন দিত ? সেইজন্য কোন ভুল আছে। মালিক টেড়া নয়। এ তো নিজের 'ব্যবস্থিত' বদলাচ্ছে।

এই সব পুণ্য চালায়। তোকে হাজার টাকা বেতন কে দেয় ? বেতন দেওয়া তোর মালিক ও পুন্যের অধীন। পাপ ঘিরে নেয় তো মালিক কে ও কর্মচারীরা মারে।

জাগৃতি, পুণ্য আর পাপের উদয়ে...

প্রশ্নকর্তা : লোকের পুণ্য হয় তো তাদের এই সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছে।

দাদাশ্রী : সেই সব পুণ্যই তো, জোরালো পুণ্য, কিন্তু সম্পত্তি কে সামলানো মুস্কিল হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : সেইজন্য ও ঠিক। *উপাধি* তো আছেই কি না ? শুরু ফের সেখান থেকেই হয়।

দাদাশ্রী : সম্পত্তি না হয় তার মত তো কিছুই নেই।

প্রশ্নকর্তা : পয়সা না হয়, সম্পত্তি না হয়, তো তার মত কিছুই নেই ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তার মত কিছুই নেই। সম্পত্তি ও তো *উপাধি*। সম্পত্তি যদি এই দিকে ধর্মে ঘুড়েই যায় তো অসুবিধা নেই, নয় তো *উপাধি* হয়ে যায়। কাকে দেবে? এখন কোথায় রাখবে ? সেই সব *উপাধি* হয়ে যায়!

সেইজন্য অধিক পুণ্য ও কাজের হয় না। পুণ্য ও সন্তুলিত হয় তবেই ভাল। অধিক পুণ্য হয় তো শরীর এত বড় হয়ে যায়। কি করতে হবে তাকে? কত কিলোর শরীর ? আমরা ওঠাই আর পালং কে ও ওঠাতে হয় কি না ? পালং ও চুঁ-চুঁ করতে থাকে কি না ?

প্রশ্নকর্তা : পাপ আর পুণ্যের উদয় হয়, তার জীবনের ঘটনার উপরে কোন প্রভাব হয়, তার কোন উদাহরণ দিয়ে বোঝান।

দাদাশ্রী : পাপের উদয় হয়, তখন প্রথমে তো চাকরি চলে যায়। ফের কি হয় ? বউ আর ছেলে ওখানে বাজারে যাবার জন্য পয়সা চায়, সেই অভ্যাস প্রথম থেকেই পড়ে আছে, সেই অনুসারে বলবে, দুইশো ডলার দিন, তাতে কলহ হয় ফের। এদিকে সার্বিস নেই আর কেন চিৎকার করতে থাকিস বিনা কাজের, দুইশো-দুইশো ডলার খরচ করতে হবে ? এ এভাবে শুরু হয়, সব নীরবে। সে ও রোজ কলহ, ফের বউ বলবে, ব্যাঙ্ক থেকে তুলে দিচ্ছেনা। তখন ব্যাঙ্কে একটু থাকতে দেবে কি থাকতে দেবে না ? এখানে এর ভাড়া দিতে হব। এই সব করতে হবে না ? ব্যাঙ্কে পয়সা ভরতে হবে না ? পরন্তু বউ কলহ করে, তো মাথা ধরে যায় তেমন কলহ করে। এই সব লক্ষণ তো রাত্রে শুতে ও দেয় না, এখানে আমেরিকাতে কত লোকের এমন অনুভব হয় হয়তো আর বলে ও কর্কশা। খানকি আর কর্কশা, এমন শব্দ বলে। অর্থাৎ যত শব্দ জানে তত কঠোর শব্দ বলে, ছাড়ে না তো ? তাকে বিরক্ত করতে থাকে, বেচারা তার এই ফের চাকরি চলে গেছে, এক তো ঠিকানা নেই আর মাথা উল্টো ই চলতে থাকে, তাতে ফের এই বিরক্ত করে। হয় কি হয় না এমন?

প্রশ্নকর্তা : হয়, হয়।

দাদাশ্রী : কোন জায়গায় হয় কি অনেক জায়গায় ? চাকরি চলে গেছে, সে আমার কাছে আসে, 'দাদা চাকরি চলে গেছে, কি করবো' বলে।

ও চাকরি চলে যায় আর দিন খুব সুন্দর ভাবে কাটায়, তাঁকে বিবেকী মানুষ বলা হয়। স্ত্রী আর নিজে দুজনে ভাল মত দিন কাটায় তাঁর নাম বিবেকী। নতুন কাপড় আনবে না আর আগের কাপড় আছে না, সেসব ই পড়বে। যত দিন চাকরি না পাবে, তখন পর্যন্ত সেটুকু সময় কাটিয়ে নেয়। আর স্বামীদের উৎসাহী থাকতে হয়, চাকরি চলে যায় তাতে ভয় পেতে হয় না। সে এই ঘাস কেটে অথবা যেমন-তেমন করে, বিকেলে দশ-বিশ ডলার নিয়ে আসে, অনেক হয়, কম তো হবে না।

তখন বলে, না, আমরা তো এই লোকে দেখে নেয় তো কি বলবে ? আরে মূর্খ, লোকের তো চাকরি আছে, তোর কাছে তো চাকরি নেই, তুই তার চিন্তা কর । কারো মর্যাদা এই জগতে থাকে নি । সবাই কাপড় পড়ে নিয়েছে, সেইজন্য ভদ্রলোক দেখায় আর কাপড় খুলে দেয় তো নগ্ন দেখাবে । শুধু জ্ঞানী পুরুষ একেলা কাপড় খুলে ফেলে, তাতেও নগ্ন দেখাবে না । বাকী এই সারা জগত নগ্ন ।

প্রশ্নকর্তা : এক দিকে চাকরি চলে গেছে আর অন্য দিকে দাদা পেয়ে যায়, তো ও পাপ আর পুণ্য দুটোই একসাথে হয়ে যায় ?

দাদাশ্রী : এ পাপের উদয় ভাল এসেছে যে দাদা পেয়ে যায়, তাতে দাদা আমাদের পাপে কি করতে হবে ও বলে দেন আর আমাদের সব তালে নিয়ে আসেন আর পুণ্যের উদয় হয় আর দাদা পাই, তো তাতে কি দাদার কাছে জানতে পারি আমরা ? আর পাপের উদয় হয় তখন দাদা বলবে যে দ্যাখ ভাই, এই ভাবে কাটাতে হবে, এখন এমন করবে, তেমন করবে আর সব তালে নিয়ে আসেন । অর্থাৎ পাপের উদয় হয় আর দাদা পেয়ে যায় ও খুব ভাল বলা হয় ।

রহস্য, বুদ্ধির আশয়ের...

প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের ঘরে আনন্দ হয় । কুঁড়েঘরওয়ালাদের বাংলোতে আনন্দ হয় না আর বাংলোওয়ালাদের কুঁড়েঘরে আনন্দ হয় না । তার কারণ তাদের বুদ্ধির আশয় । যে যেমন বুদ্ধির আশয় ভরে এনেছে, তেমন ই পাবে । বুদ্ধির আশয়ে যা ভরা আছে তার দুটো ছবি তোলে, (১) পাপফল আর (২) পুণ্যফল । বুদ্ধির আশয় কে প্রত্যেকে বিভাজন করে । সেই শ'প্রতিশতের বেশী ভাগ গাড়ি-বাংলো, ছেলে-মেয়ে আর বউ সেই সবের জন্য ভরেছে । তো সেই সব প্রাপ্ত করতে পুণ্য খরচ হয়ে গেছে আর ধর্মের জন্য মুস্কিলে এক-দুই প্রতিশত ই বুদ্ধির আশয়ে ভরে ।

প্রশ্নকর্তা : বুদ্ধির আশয় একটু বিশেষ রূপে বোঝান না, দাদা।

দাদাশ্রী : বুদ্ধির আশয় মানে 'আমাকে ব্যাস চুরি করেই চালাতে হবে । কালো বাজারি করে ই চালাতে হবে ।' কেউ বলবে, 'আমি চুরি কখনো করব না ।' কেউ বলবে, 'আমাকে এমন ভোগ করে নিতে হবে', ও তেমন ভোগ করার জন্য একান্ত জায়গা ও তৈয়ার করে দেয় । তাতে ফের পাপ-পুণ্য কাজ করে । যা কিছু

ভোগার ইচ্ছার হয় তেমন সব সে পেয়ে যায়। মানতে পারা যায় না তেমন ও সব তার প্রাপ্ত হয়ে যায়। কারণ কি তার বুদ্ধির আশয়ে ছিল আর পুণ্য কাজ করে তো কেউ তাকে ধরতেও পারবে না, যদিও যত পাহারা লাগায় তবুও! আর পুণ্য পুরা হয়ে যায় তখন এমনি ই ধরা পড়ে যায়। ছোট বাচ্চা ও তাকে খুঁজে বের করে যে 'এমন গোলমাল আছে এখানে!'

দুই চোর চুরি করে, তার মধ্যে একজন ধরা পড়ে আর দ্বিতীয় অবাধে ছাড়া পেয়ে যায়, ও কি সূচিত করে? চুরি করব এমন বুদ্ধির আশয়ে তো দুজনেই চোর এনেছিল। কিন্তু ওতে যে ধরা পড়েছে তার পাপ ফল উদয়ে এসেছে আর খরচ হয়ে গেছে। যখন কি দ্বিতীয় জন যে ছাড়া পেয়ে গেছে তার পুণ্য তাতে খরচ হয়ে যায়। তেমন প্রত্যেকের বুদ্ধির আশয়ে যা হয়, তাতে পাপ আর পুণ্য কার্য করে। বুদ্ধির আশয়ে লক্ষ্মী প্রাপ্ত করতে হবে তেমন ভরে এনেছে, তাতে তার পুণ্য কাজে আসে তো লক্ষ্মীর ঢের লেগে যায়। দ্বিতীয় জন বুদ্ধির আশয়ে লক্ষ্মী প্রাপ্ত করতে হবে তেমন নিয়ে এসেছে, কিন্তু তাতে পুণ্য কাজে আসার বদলে পাপফল সামনে আসে। তাকে লক্ষ্মী মুখ ও দেখায় না। আরে, এ তো এত অধিক নিখুঁত হিসাব যে এখানে কারো একটু ও চলে তেমন নয়। যখন কি এই নিষ্কর্মা এমন মেনে নেয় যে আমি দশ লাখ কামিয়েছি। আরে, এ তো পুণ্য খরচ হয়েছে আর সে ও উল্টো রাস্তায়। তার বদলে তোর বুদ্ধির আশয় বদল কর। ধর্মের জন্য ই বুদ্ধির আশয় বাঁধার মত। এই জড় জিনিস মোটর, বাংলো, রেডিও সেই সবের ভাবনা করেছিস, শুধু তার জন্য ই বুদ্ধির আশয় বাঁধার মত না। ধর্মের জন্য ই - আত্মধর্মের জন্য ই বুদ্ধির আশয় রাখবে। এখন আপনার যা ই প্রাপ্ত হয় ও ঠিক আছে, কিন্তু এখন তো মাত্র আশয় বদল করে সম্পূর্ণ শ'প্রতিশত ধর্মের জন্য ই রাখ।

আমি আমার বুদ্ধির আশয়ে পঁচানব্বই প্রতিশত ধর্ম আর জগত কল্যাণের ভাবনা এনেছি। অন্য কোন জায়গায় আমার পুণ্য খরচ হয় ই নি। পয়সা, মোটর, বাংলো, ছেলে, মেয়ে কোথাও না।

আমাকে যারা-যারা পেয়েছে আর জ্ঞান নিয়ে গেছে, ওরা দুই-পাঁচ প্রতিশত ধর্মের জন্য, মুক্তির জন্য রেখেছিল। সেইজন্য আমাকে পেয়েছে। আমি পুরা শত প্রতিশত ধর্মে ঢেলেছিলাম, সেইজন্য আমি সব দিকে ধর্মের জন্য 'নো অব্জেকশন সার্টিফিকেট পেয়েছি।

অনন্ত অবতার থেকে মোক্ষের *নিয়াণাম্* (নিজের সমস্ত পুণ্য লাগিয়ে কোন এক জিনিসের কামনা করা) করেছি, পরন্তু পুরা পাক্কা *নিয়াণাম* করি নি । যদি মোক্ষের জন্য পাক্কা *নিয়াণাম্* করে তো সব পুণ্য তাতেই খরচ হয় । আত্মার জন্য জীবিত থাকে ও পুণ্য আর সংসারের জন্য জীবিত থাকে তো নিখাদ পাপ ।

পছন্দ, পুণ্যের বিভাজনের...

সেইজন্য এই পুণ্য থাকে তো, ও আমরা যেমন দাবী করি, তাতে ভাগ হয়ে যায় । কেউ বলবে, আমার এতটা মদ চাই, এমন চাই, তেমন চাই । তো তাতে ভাগ হয়ে যায় । কেউ বলবে, আমার মোটর গাড়ি চাই, আর ঘর । তখন বলে, দুই রুম হয় তো চলবে । দুই রুমে তার সন্তোষ হয় আর মোটরগাড়ি চালাতে পায় ।

এই লোকদের সন্তোষ থাকে কি, ছোট-ছোট কুঁড়েঘরে থাকতে হয়, সেই সবার? আসল সন্তোষ । সেইজন্য তো ওদের এই ঘর পছন্দ হয় । তেমন হয় তবেই ভাল লাগে । এখন সেই আদিবাসীদের নিজের এখানে এনে দ্যাখ । চার দিন রেখে দ্যাখ ? ওদের শান্তি হবে না এতে, কারণ ওদের বুদ্ধির আশয় আছে তো সেই অনুসারে পুণ্যের ডিভিজন হয় । টেন্ডার অনুসারে আইটেম মেলে ।

প্রশ্নকর্তা : পুণ্য-পাপের ই হিসাব হয় তো ফের টেন্ডার ভরার কি থাকল ?

দাদাশ্রী : এই টেন্ডার ভরা হয় ও পাপ-পুণ্যের উদয়ের অনুসারে ভরা হয় । সেইজন্য আমি বলি যে ‘টেন্ডার’ ভর, কিন্তু আমি জানি যে কি আধারে ‘টেন্ডার’ ভরা হয় । এই দুই নিয়মের বাইরে চলতে পারবে তেমন হয় না ।

আমি অনেক লোককে আমার কাছে ‘টেন্ডার’ ভরে আনতে বলি । কিন্তু কেউ ভরে আনে না । কিভাবে ভরবে ? ওরা পাপ-পুণ্যের অধীন । সেইজন্য পাপের উদয় হয় তখন অনেক দৌড়ই-দৌড়ি কর তো, উল্টো যা আছে সে ও চলে যাবে । সেইজন্য ঘরে গিয়ে শুইয়ে পড় আর একটু-আধটু সাধারন কাজ কর, আর পুণ্যের উদয় হয় তো ঘুরে-বেড়ানোর দরকার ই কি? ঘরে বসে সামনা-সামনি একটু কাজ করলে সব এসে যাবে, সেইজন্য দুই স্থিতিতেই বেশী চিন্তা-ভাবনা করতে মানা করি।

বিষয় টা শুধু বোঝা আবশ্যক ।

পুণ্যের খেলার সামনে মিথ্যা প্রযত্ন কেন ?

পুণ্য ফল দেবার জন্য সন্মুখ হয়েছে তো কিসের জন্য মিথ্যা প্রযত্নে লেগে আছিস ? আর যদি পুণ্য ফল দেবার জন্য সন্মুখ হয় নি তো দখল কিসের জন্য করিস বিনা কাজে ? সন্মুখ হয় নি আর তুই দখল করিস তাহলে ও কিছু হবার নয় । আর সন্মুখ হয় তো দখল কিসের জন্য করিস তুই ? পুণ্য যখন ফল দিতে তৈয়ার হবে তো দেরি লাগবেই না ।

পাপ-পুণ্যের লিঙ্ক...

কোন বাইরের ব্যক্তি আমার কাছে ব্যবহারের পরামর্শ নিতে আসে যে, 'আমি যতই অযথা জল্পনা করি তাহলেও কিছু হয় না ।' তখন আমি বলি, 'এখন তোর উদয় পাপের । তুই কারো কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে আসিস তো রাস্তায় তোর পকেটমার হয়ে যাবে ! সেইজন্য এখন ঘরে বসে শান্তিতে তুই যে শাস্ত্র পড়িস ও পড় আর ভগবানের নাম কর ।"

আমরা ১৯৬৮ এ জয়গড়ের জেটী বানাচ্ছিলাম । ওখানে এক কন্ট্রেক্টর আমার কাছে আসে । সে আমাকে বলে, 'আমি আমার গুরু মহারাজের কাছে যাই। প্রত্যেক বছর আমার পয়সা বাড়তেই থাকে । আমার ইচ্ছা নেই তবুও বাড়ে, তো কি ও গুরুর কৃপা ? আমি ওনাকে বলি, 'ও গুরুর কৃপা তেমন মানবেন না । যদি পয়সা চলে যায় তো আপনার এমন মনে হবে যে আন, গুরুকে পাথর মারি !'

এতে গুরু তো নিমিত্ত, তাহার আশীষ নিমিত্ত । গুরুকে ও চাইলে তো চার আনা মেলে না তো ! সেইজন্য ফের সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, 'আমি কি করব ? আমি বলি, 'দাদার নাম করবে ।' এখন পর্যন্ত তোমার পুণ্যের লিঙ্ক এসেছিল । লিঙ্ক মানে অন্ধকারে পাতা তোলে তো চার আসে, ফের পাঁচ আসে, ফের আবার তোলে তো ছক্কা আসে । তো লোকে বলে যে, 'বাহ শেঠ, বাহ শেঠ, বলতে হবে ।' তেমন তোমার একশ সাত বার পর্যন্ত সঠিক পড়ে । কিন্তু এখন বদলাবে । সেইজন্য সাবধানে থাকবে । এখন তুমি বের হবে তো সাতান্নর পরে তিন আসবে আর তিনের পরে একশ এগারো আসবে ! তখন তোমাকে লোকে মূর্খ বলবে, সেইজন্য দাদার নাম ছাড়বে না । নয় তো মারা যাবে ।

ফের আমি মুম্বাই চলে আসি। সে দুই-চার দিন পরে এই কথা ভুলে যায়। ওর ফের অনেক ভারী লোকসান হয়। সেইজন্য সেই স্বামী-স্ত্রী ছাড়পোকা মারার ঔষধ খেয়ে নেয়! কিন্তু পুণ্যশালী এত যে ওর ভাই ই ডাক্তার ছিল। সে আসে আর বেঁচে যায়! ফের সে গাড়ি নিয়ে দৌড়ে আমার কাছে আসে। আমি ওকে বলি, 'এই দাদার নাম করতে থাকবে আর ফের এমন কখনো করবে না।' তখন ফের তাঁর নাম করা চলতে থাকে। তাঁর পাপ সব মুছে যায় আর সব ঠিক হয়ে যায়।

'দাদা' বললে সেই সময় পাপ কাছে আসবেই না। চতুর্দিকে ঘুরতে থাকবে কিন্তু স্পর্শ করবে না আপনাকে। আপনার ঝাপটা লাগে, তো সেই সময় ছুঁয়ে যায়। রাত্রে নিদ্রাতে স্পর্শ করবে না। যদি যতক্ষণ জেগে থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকেন আর সকালে উঠেই বলেন তো মাঝের সময় সেই স্বরূপ বলা হয়।

ধর্মের পুণ্য তো এমন হয়, ধর্ম প্রত্যেক জায়গায় সাহায্য করে। যে কোন মুস্কিলে সাহায্য করে । তেমন ধর্মের পুণ্য হয়। পুণ্য হেল্প করেই। আমার জ্ঞান তো আলাদা প্রকারের হয়। হাজরা-হজুর (প্রত্যক্ষ হাজির) জ্ঞান!

পুণ্য ও ফাইল আর পাপ ও ফাইল। পুণ্য প্রমাদ করায় আর পাপ জাগৃত রাখে। পুণ্য তো উল্টো এই আইস্ক্রীম খাও, এই ফ্রূট খাও, তেমন সব প্রমাদ করায়, তার বদলে এই তেতো ঔষধ খাইয়ে দাও না, তো জাগৃত তো থাকবে!

গ্রাহক কে পাঠায় ?

এ সব লোক মোটেল চালায়, তো সেই মোটেলে আসার লোকজনকে কে পাঠায় ? আপনি মোটেল চালাচ্ছেন তো, কে পাঠায় যেন ?

প্রশ্নকর্তা : জানি না।

দাদাশ্রী : সেটাই আপনার পুণ্য। ভগবান পাঠান না, অন্য কেউ পাঠায় না। আপনার পুণ্য পাঠায় আর পাপের উদয় হয় তো সবার মোটেল ভরে থাকে কিন্তু আপনার ভরে না। ভাল থেকে ভাল বানিয়েছেন, তবুও ভরবে না ?

কাউকে দোষ দেওয়ার মত আছে কি ?

কোন জিনিস এমন নেই যা এই পুণ্যশালীদের মেলে না, কিন্তু পুণ্য এমন পুরো আনেন নি সেইজন্য। নয় তো প্রত্যেক জিনিস যেমন চাই তেমন মেলে এমন হয়, কিন্তু যখন পর্যন্ত মানুষ লৌকিক জ্ঞানে পড়ে আছে, তখন পর্যন্ত কখনো কোন 'জিনিস' প্রাপ্ত হতে পারে না। এক তো মাথা একটু গরম হয়, তাতে ফের তার যদি এমন জ্ঞান মেলে যে *'বুধে নার পান্সরী।"* (স্ত্রীদের লাঠি দিয়ে মেরে সোজা রাখতে হয়।) তখন ফের সে যা চাইছিল সেটাই পেয়ে গেছে ! এমন জ্ঞান মেলে তো জ্ঞান ওকে ফল দেবে কি দেবে না ? ফের কি হবে ? যে স্ত্রীর গর্ভে তীর্থঙ্কর জন্ম হয় সেই স্ত্রীর দশা তো দ্যাখ, তুমি কি করেছে ? কত অন্যায় ? কারণ যে স্ত্রীর গর্ভ থেকে চব্বিশ তীর্থঙ্কর জন্মেছে, বারো চক্রবর্তী জন্মেছে, বাসুদেব জন্মেছে, সেখানে ও এমন করেছে ? যদিও আপনার কটু অনুভব হয়েছে। তার জন্য স্ত্রী জাত কে কেন বদনাম কর ? আপনি বারো টাকা ডজনের আম আনেন কিন্তু ও টক বের হয় আর তিন টাকা ডজনের আম খুব মিষ্টি হয়। অর্থাৎ অনেক বার জিনিস তার দামের আধারে হয় না, আপনার পুণ্যের আধারে হয়। আপনার পুণ্য যদি জোর লাগায়, তো আম খুব মিষ্টি হবে, আর এই যে টক হয় তাতে আপনার পুণ্য জোর লাগায় নি, তাতে কাউকে দোষ কিভাবে দিতে পারা যায় ?

অর্থাৎ এ তো পুণ্য কাঁচা পড়ে যায়, আর কি হয় এ ? বড় ভাই সম্পত্তি না দেয় তো কি ও বড় ভাইয়ের দোষ ? নিজের পুণ্য কাঁচা। তাতে দোষ কারো নয়। এ তো, সে পুণ্য কে তো শুধরায় না আর বড় ভাইয়ের সাথে নিখাদ পাপ বাঁধে ! ফের পাপের ঘড়া ভরতে থাকে।

আমাদের ঘরের দরকার হয় আর কোন লোক সাহায্য করে আর ঘর আমাদের থাকার জন্য দেয়, তো জগতের লোকের তার উপরে রাগ (প্রেম) হয় আর সে যখন ঘর ফিরিয়ে নিতে চায় তো তার উপরে দ্বেষ হয়। এই রাগ-দ্বেষ, এখন বাস্তবে তো রাগ-দ্বেষ করার প্রয়োজন নেই, সে নিমিত্ত ই হয়। ও দেওয়া জন আর নিয়ে যাওয়া জন, দুজনেই নিমিত্ত। আপনার পুণ্যের উদয় হয় তখন ও দেওয়ার জন্য পাবেন, পাপের উদয় হয় তখন নেওয়ার জন্য পাবেন। তাতে কোন ওদের দোষ হয় না। আপনার উদয়ের উপরে আধারিত। সামনের জনের কিঞ্চিত মাত্র দোষ না। সে নিমিত্ত মাত্র। তেমন আমাদের জ্ঞান বলে, কেমন সুন্দর কথা বলে !

অজ্ঞানীর তো কেউ মিষ্টি-মিষ্টি বলে সেখানে রাগ হয় (ভাল লাগে) আর কটু বলে সেখানে দ্বেষ হয়। সামনের জন মিষ্টি বলে ও নিজের পুণ্য প্রকাশিত হয় আর সামনের জন কটু বলে, ও নিজের পাপ প্রকাশিত হয়। সেইজন্য মূল কথায়, দুটোতে সামনের জনের কিছু দেওয়া-নেওয়া নেই। সামনের জন তো নিমিত্ত মাত্র ই হয়। যে যশের নিমিত্ত হয় তার থেকে যশ মেলে আর অপযশের নিমিত্ত হয় তার থেকে অপযশ মেলে। সে নিমিত্ত মাত্র ই হয়। তাতে কারো দোষ নেই।

প্রশ্নকর্তা : সব ই নিমিত্ত ই মানা হবে কি ?

দাদাশ্রী : নিমিত্ত ছাড়া এই জগতে অন্য কোন জিনিস হয় ই না। যা আছে ও সব নিমিত্ত ই।

তার আধার পুণ্য আর পাপের !

প্রশ্নকর্তা : অনেকে মিথ্যা বলে তো ও সত্যে চলে যায় আর অনেকে যতই সত্য বলে তো ও মিথ্যায় চলে যায়। এই পাজল (ধাঁধা) কি হয় ?

দাদাশ্রী : ও তার পাপ আর পুণ্যের আধারে হয়। তার পাপের উদয় হয় তো সত্য বলে তবুও মিথ্যায় চলে যায়। যখন পুণ্যের উদয় হয় তখন মিথ্যা বলে তবুও লোকে তাকে সত্য স্বীকার করে, যেমন ই মিথ্যা কাজ করে তাহলে ও চলে যায়।

প্রশ্নকর্তা : তো তার কোন লোকসান হয় না ?

দাদাশ্রী : লোকসান তো হয়, পরন্তু পরের ভবের। এই ভবে তো সে আগের ভবের ফল পেয়েছে। আর এই মিথ্যা বলেছে তো, তার ফল সে পরের ভবে পাবে। এখন এ সে বীজ ফেলেছে। বাকী, এ কোন আজব রাজ্য নয় যে যেমন চাইবে তেমন চলবে !

সেই দম্পতির কে পুণ্যশালী ?

এক ভাই আমার কাছে এসেছিল। সে আমাকে বলে, 'দাদা, আমি বিয়ে তো করেছি কিন্তু আমার এই বউ পছন্দ না।' তখন আমি বলি, 'কেন ভাই, না পছন্দ হওয়ার কারণ কি ? তখন সে বলে, 'ও একটু পায়ে খোঁড়া, খুঁড়িয়ে চলে।' ফের

আমি জিজ্ঞাসা করি, 'তো তোর বউয়ের তুই পছন্দ কি না ?' তখন সে বলে, 'দাদা, আমি তো পছন্দ হয়েই যাবো এমন ই কি না ! রূপবান, শিক্ষিত, কোন শারীরিক ত্রুটী নেই আমাতে।' তখন আমি বলি, 'তো তাতে ভুল তোর ই। তুই এমন কি ভুল করেছিলি যে তুই খোঁড়া পেয়েছিস আর সে কত পুণ্য করেছিল যে সে এত ভাল তোকে পেয়েছে ! আরে, এ তো নিজের করা ই নিজের সামনে আসে। তাতে সামনের জনের দোষ কেন দেখিস ? যা তোর ভুলকে ভুগে নে আর ফের নতুন ভুল করবি না।'

ব্যথায় পুণ্য-পাপের রোল...

প্রশ্নকর্তা : মানুষের রোগ হয়, তার কি কারণ ?

দাদাশ্রী : সে নিজে দোষ করেছে সব, পাপ করেছে, তাতে এই রোগ হয়।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এই ছোট-ছোট বাচ্চারা কি দোষ করেছিল ?

দাদাশ্রী : সবাই পাপ করেছে, তার এই রোগ সব। পূর্বভবে যে পাপ করেছে, তার ফল এসেছে এই সময়। ছোট বাচ্চারা দুঃখ ভোগ করে ও সব পাপের ফল আর শান্তি আর আনন্দ ভোগ করে ও পুণ্যের ফল। পাপ আর পুণ্যের ফল, দুটোই মেলে। পুণ্য আছে ও ক্রেডিট আর পাপ ও ডেবিট।

প্রশ্নকর্তা : আমাদের এখন এই ভবে কোন ব্যথা হয়, রোগ হয় তো ও আমাদের আগের ভবের কর্মের ফল, তো ফের আমরা এখন কোন ও চিকিৎসা করাই, তো ও আমাদের কি ভাবে শুধরায়, ও ব্যবস্থিত ই হয় তো ফের ?

দাদাশ্রী : ও ঔষধ খাবে সেটাও ব্যবস্থিত হবে তবেই নিতে পারবে, না হলে নিতে পারবে না। আমরা পাব ই না।

প্রশ্নকর্তা : আর যত প্রকারের ই ঔষধ খায় তাতেও ওর ঔষধে প্রভাব করে না, ঠিক হয় না ওতে। এমন ও হয়, দাদা।

দাদাশ্রী : উল্টা পয়সা শেষ হয়ে যায় আর মরার সময় এসে যায়। যখন কি পুণ্য প্রকাশিত হয় তখন এমনি কথায়-কথায় টমেটোর রস খেলেও রোগ চলে যায়। সেইজন্য পুণ্যের উপরে আধারিত হয়। তোমার পুণ্য ফল দেবার জন্য তৈয়ার হয়ে

যায় তো সব এমনি ফ্রী অফ কস্ট পেয়ে যায় আর পাপ ফল দেবার জন্য তৈয়ার হয়ে যায় তো ভাল জিনিস হলে ও উল্টা পড়ে যায়।

অসুখ হলে পুণ্য থেকে ভোগান্তি কম হয়ে যায়। অসুখ হলে পাপের জন্য ভোগান্তি বেড়ে যায়। পুণ্য না হলে তো পুরোটা ই ভুগতে হয়।

এখন পুণ্য হয় তো, বৈদ্য ভাল পেয়ে যাবে। সময় এসে মেলে। সব পেয়ে যায় আর শান্তি থাকে। ব্যথা ডাক্তার দূর করে ? পুণ্য দূর করে আর পাপ থেকে দাঁড়িয়ে যায়। তখন অন্য কে দূর করবে ? ডাক্তার নিমিত্ত !

প্রশ্নকর্তা : রোগ হওয়া ও পাপের উদয় বলা হয় ?

দাদাশ্রী : তাহলে আর কি ও ? এই রোগ তো পাপ আর নিরোগতা ও পুণ্য।

পরমায়ু দীর্ঘ ভাল কি ছোট ?

প্রশ্নকর্তা : অনেক দীর্ঘ আয়ু, অনেক দীর্ঘ পরমায়ু ও পুণ্যের ফল কি পাপের ফল ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, লোককে গাল দিতে আর লোকের নিন্দা করার জন্য জীবন হয় তো পাপের ফল ! নিজের আত্মার ভালোর জন্য অথবা অন্যের ভালোর জন্য কেউ অধিক জীবিত থাকে, তো ও পুন্যের ফল।

পুণ্যশালীর পরমায়ু দীর্ঘ হয়, একটু কম পুণ্য হয় তো পরমায়ু ভেঙ্গে যায়, মাঝ পথে ! এখন কোন লোক অনেক পাপী হয়, আর পরমায়ু দীর্ঘ হয় তো ? তাকে ভগবান কি বলেছেন যে পাপীর পরমায়ু কেমন হওয়া উচিত ? আমরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করি যে, 'পাপীর পরমায়ু কত হলে ভাল হয় ?' তখন বলে যে, 'যত কম বাঁচে তত ভাল।' কারণ যে এমন পাপের সংযোগে হয় সেইজন্য কম বাঁচে তো সেই সংযোগ বদলাবে তার ! কিন্তু সে কম বাঁচে না তো ! এ তো লেবেল করার জন্য আমাদের বলে পরন্তু অধিক বাঁচে, সে একশ বছর ও পুরা করে আর এত সব পাপের পোঁটলা জমা করে যে কত গভীরে যাবে ও তো সে ই জানে ! আর পুণ্যশালী ব্যক্তি অধিক বাঁচে ও খুব ভাল।

পরভবের পোঁটলা কার ?

পরদেশের কামাই পরদেশেই থাকবে। এই গাড়ি-বাড়ি, কারখানা, বউ-বাচ্চা সব এখানেই রেখে যেতে হবে। এই অন্তিম স্টেশনে তো কারো বাপের ও চলে তেমন হয় না তো ! মাত্র পুণ্য আর পাপ সাথে নিয়ে যেতে দেবে। বাকী সোজা কথায় তোমাকে বোঝাই তো এখানে যা-যা দোষ করেছ্ তার কলম সাথে আসবে। সেই পাপের কামাই এখানেই থেকে যাবে আর আবার কেস চলবে। কলমের হিসাবে নতুন দেহ প্রাপ্ত করে আবার নতুন ভাবে কামাই করে ঋণ শোধ করতে হবে ! সেইজন্য বোকা, প্রথম থেকেই সোজা হয়ে যা না ! 'স্বদেশ' এ তো অনেক সুখ আছে। কিন্তু 'স্বদেশ' দেখই নি না !

প্রশ্নকর্তা : মনুষ্য জন্মে সৎকার্য্য করার পরে, তার দেহবিলয়ের পশ্চাতে, সেই আত্মার পরিস্থিতি কেমন হয় ?

দাদাশ্রী : সৎকার্য্য করে তো পূণ্য বাঁধে। ও ক্রেডিট হয়, তো মনুষ্যে ভাল ঘরে জন্ম হবে। রাজা হয় বা প্রধানমন্ত্রী হয় বা তার থেকে ও অধিক সৎকার্য্য করেছে তো দেবগতি তে যায়। সৎকার্য করে ও ক্রেডিট বলা হয়, সে ফের ক্রেডিট ভোগ করতে যাবে আর খারাপ কার্য করেছে, সে ডেবিট ভোগতে যায় ফের, দুই পা থেকে চার পায়ে যাবে ! এ আপনি এস.ই. হয়েছেন ও ক্রেডিটের জন্য ! আর ডেবিট হয় তো কারখানায় চাকরি করতে হয়। সারা দিন পরিশ্রম করে তবুও পুরা ই হয় না। সেইজন্য এই ক্রেডিট-ডেবিটের আধারে এই চার গতি আর ক্রেডিট-ডেবিট উৎপন্ন না হয় তো মোক্ষ গতিতে যায়।

স্বার্থে করলে পাপকর্ম বাঁধে আর নিঃস্বার্থ করলে পুণ্যকর্ম বাঁধে। কিন্তু দুটোই কর্ম কি না ? তো পুণ্যকর্মের ফল ও সোনার বেড়ী আর পাপকর্মের ফল লোহার বেড়ী। কিন্তু দুটোই বেড়ী কি না ?

পার্থক্য, স্বর্গ আর মোক্ষের...

প্রশ্নকর্তা : স্বর্গ আর মোক্ষের মধ্যে কি পার্থক্য ?

দাদাশ্রী : স্বর্গ তো এখানে যাহারা পুণ্য করে যায়, পুণ্য মানে ভাল কাজ করে, শুভ কাজ করে, অর্থাৎ যে লোকদের দান দেয়, কারো দুঃখ হতে দেয় না, কাউকে সাহায্য করে, অবলাইজিং নেচারের হয়, এমন কর্ম করে না লোকে ?

প্রশ্নকর্তা : করে তো।

দাদাশ্রী : অর্থাৎ ভাল কাজ করে তো স্বর্গে যায় আর খারাপ কাজ করে তো নরকে যায়। আর ভাল-খারাপের মিকচার করে, কিন্তু তাতে খারাপ কাজ কম করে, সে মনুষ্যে যায়। এই ভাবে চার ভাগে কাজ করার ফল পেতে থাকে আর মোক্ষে কাজ করা কেউই যেতে পারে না। মোক্ষের জন্য তো কর্তাভাব থাকতে হবে না। আত্মজ্ঞান পেলে তখন কর্তাভাব ভাঙ্গে আর কর্তাভাব ভাঙ্গে তো মোক্ষ হয়ে যায়।

পুণ্যের ফল কেমন ?

পুণ্য মানে জমা ধন আর পাপ মানে ধারের ধন। জমা ধন যেখানে খরচ করতে চাও সেখানে খরচ করতে পারবে। দেবলোকদের নজরকয়েদ হয় কিন্তু তাদের ও মোক্ষ তো মেলে না। আপনার ঘরে বিয়ে হয় তো আপনি সব কিছু ভুলে যান। সম্পূর্ণ মোহে তন্ময় হয়ে যান। আইস্ক্রীম খান তো জীভ খাওয়াতে থাকে, বেন্ড-বাজনা তো কানের প্রিয় লাগে। চোখ বর কে দেখতে থাকে, নাক ধুপকাঠির সেন্টে যায়। সেই পাঁচ ইন্দ্রিয় ই কাজে লেগে থাকে। মন ঝঞ্ঝাটে থেকে। এই সব হয় সেখানে আত্মা মনে পরে না। সেই ভাবে দেবলোকে সবসময় তেমন ই হয়। এর থেকে অনেক গুণ বিশেষ সুখ হয় সেইজন্য ও ভানে ই হয় না। তাদের আত্মার খেয়াল ই আসে না। কিন্তু দেবগতিতেও *কঢ়াপা-অজন্পা* আর ইর্ষা আছে। দেব-দেবীরা ও ফের তো অনাবিল সুখ থেকে বিরক্ত হয়ে যায়। ও কেমন ? চার দিন বিয়েতে রোজ লাড্ডু খেতে থাক তো পঞ্চম দিন খিচুড়ি মনে পরে তেমন ! তাঁরা ও ইচ্ছা করে যে কখন মনুষ্য দেহ পাবে আর ভরত ক্ষেত্রে ভাল সংস্কারী পরিবারে জন্ম হবে আর জ্ঞানী পুরুষের সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। জ্ঞানীপুরুষ পাবে তবেই সমাধান আসবে তেমন। নয় তো চতুর্গতিতে ঘুরেবেড়ানো তো আছেই।

পাপের ফল কেমন ?

আত্মার উপরে এমন পরত আছে, আবরণ আছে যে এক ব্যক্তিকে অন্ধকার কোঠায় ঢুকিয়ে রাখে আর তাকে শুধু দুই সময়ের খাবার দেয় আর যে দুঃখের অনুভব হয় তেমন অপার দুঃখের অনুভব এই গাছ-পালা ইত্যাদি একেন্দ্রিয় থেকে পঞ্চেন্দ্রিয় পর্যন্ত জীবের হয়। এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মনুষ্যের এত দুঃখ আছে তো যাদের কম ইন্দ্রিয় আছে তাদের কত দুঃখ হবে ? পাঁচের অধিক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কেউ নেই। এই গাছ-পালা আর জানোয়ার ও তির্যচ গতি। তো তাদের কঠিন কয়েদের সাজা। এই মনুষ্য গতি ও সাধারন কয়েদের আর নরক গতি তো ভয়ঙ্কর দুঃখ, সেখানে যেমন হয় তার বর্ণনা করি তো শুনেই মনুষ্য মরে যাবে। চাল ফোটায় আর উথলে পড়ে যায় তার থেকে লাখ গুণ অধিক দুঃখ হয়। এক অবতারে পাঁচ-পাঁচ বার মরণবেদনা হয় আর তবুও মরণ হয় না। সেখানে দেহ পারদের মত হয়। কারণ তাদের দুঃখের বেদন করতে হয়, সেইজন্য মৃত্যু হয় না। তাদের প্রত্যেক অঙ্গ ছেদ করা হয় আর ফের জুড়ে যায়। বেদনা ভোগ করতেই হয়। নরকগতি অর্থাৎ যাবজ্জীবন কারাদন্ড।

পাপ-পুণ্যের গলনের সময়...

পাপের পূরণ কর তো, তার যখন গলন হবে তখন জানতে পারবে ! তখন তোমার হুঁশ উড়ে যাবে। আঙ্গারের উপরে বসে আছ, তেমন লাগবে!! পুণ্যের পুরণ করবে তখন জানতে পারবে যে কেমন অন্য রকমের ই মজা আসে ! সেইজন্য যা-যা পূরণ কর ও দেখে বিচার করে করবে, যে গলন হয় তখন পরিণাম কেমন আসে! পূরণ করার সময় সতত খেয়াল রাখবে, পাপ করে, কাউকে ঠকিয়ে পয়সা জমা করার সময় সর্বদা স্মরণ রাখবে যে সে ও গলণ হবে। সেই পয়সা ব্যাঙ্কে রাখবে তো সে ও চলেই যাবার ই হয়। তার ও গলণ তো হবেই। আর সেই পয়সা জমা করার সময় যে পাপ করেছ, যে রৌদ্রধ্যান করেছে, তো উপর থেকে তার দফার সাথে আসবে আর যখন তার গলন হবে তো তোমার কি দশা হবে ?

পুণ্য শেষ হলেই আলাদা করিয়ে নে জ্ঞানীর থেকে...

পুণ্যের স্বভাব কেমন ? খরচ হয়ে যায় এমন। কোটি মণ বরফ হয় কিন্তু তার স্বভাব কেমন হয় ? গলে যায় এমন।

তোর আমার সাথে সংযোগ পুণ্যের আধারে হয়। তোর পুণ্য সমাপ্ত হয়ে যায় তাতে আমি কি করব ? আর তুই ভেবে বসেছিস যে এই সংযোগ আমার চাই, ফের কি হবে ? মার খেয়ে যাবি। মাথা ও ভেঙ্গে যাবে। যত পেয়েছিস ততটা ই লাভ। তার আনন্দে থাকবি যে আমার পুণ্য জেগেছে। তুই এমন মনে করিস যে এ মনেরমত সংযোগ পেয়ে গেছি ?

প্রশ্নকর্তা : এমন না।

দাদাশ্রী : তাহলে ? এ নিয়ম মতই হয় কি না ? কি নিয়মের বাইরে হবে ?

প্রশ্নকর্তা : নিয়মানুসার ই হয়।

দাদাশ্রী : তার পরে মেনে বসিস তো কি হবে ? ও তো কখনো পুণ্য জাগে তখন সাক্ষাৎ হয়ে যায়। ফের বিচ্ছেদ হয় তখন জানতে পারা যায়। সেইজন্য বিচ্ছেদের স্থিতিতে অনুভব করেছিস তো ফের অসুবিধা নেই তো আমাদের ? পলায়ন বৃত্তিতে কোথাও কর্ম থেকে ছাড়া পাওয়া যায় ? আমি বড়োদায় আছি, তুই বড়োদায় আছিস, তখনো কর্ম মিলতে দেবে না ! এই জ্ঞান দেওয়া হয়, যে সময় যারা এসে যায় ও 'ব্যবস্থিত' আর তার সমভাবে সমাধান করবি। ব্যাস, এতটুকুই কথা।

পুণ্য হয় তখন পর্যন্ত দাদার কাছে বসার সময় পেয়ে যায়, সেই পুণ্যের উপকার মানা উচিত। এ সর্বদার জন্য হয় কি কোথাও ? এমন আশা ও কি করে রাখা যায় ?

কুসঙ্গ থেকে পাপের প্রবেশ !

এই জগতে সব থেকে বড় পুণ্যশালী কে ? যাকে কুসঙ্গ স্পর্শ না করে। যার পাপ করতে ভয় লাগে, ও বড় জ্ঞান বলা হয় !

কুসঙ্গ থেকে পাপের প্রবেশ হয় আর পরে পাপ দংশন করে। ও যখন ই বেকার বসে থাকে আর কোন কুসঙ্গ পেয়ে যায়, তখন ফের কুসঙ্গ থেকে নিন্দা করা বেড়ে যায় আর নিন্দা করলে দাগ পড়ে যায়। এই সমস্ত দুঃখ ও তার ই হয়। আমাদের কারো বিষয়ে বলার কি অধিকার আছে ? আমরা নিজের দেখতে হবে।

কেউ দুঃখী হয় বা সুখী, কিন্তু আমাদের তার সাথে কি সম্বন্ধ ? এ তো রাজা হয় তাহলেও তার নিন্দা করে । নিজের কোন সম্বন্ধ নেই এমন অপরের কথা ! উপর থেকে দ্বেষ আর ইর্ষা আর তার ই দুঃখ । ভগবান কি বলেন যে বীতরাগ হয়ে যা । তুই বীতরাগ ই, এই রাগ-দ্বেষ কিসের জন্য ? তুই নামে পড়বি তো রাগ-দ্বেষ থাকে তো ? আর অনামী হয়ে গেলে তো বীতরাগ হয়ে গেছিস !

সদুপযোগ, আত্মার্থের জন্য ই...

এমন কি না, এই পুণ্য জাগে তো খাওয়া-দাওয়া সব ঘরে বসেই পেয়ে যাবে সেইজন্য এই সব টী.ভী. দেখে, নয় তো খাওয়া-দাওয়ার ঠিকানা না হয় তো সারা দিন পরিশ্রম করতে যাবে কি টী.ভী. দেখবে ? অর্থাৎ এ পুণ্যের দুরুপযোগ করে । এই পুণ্যের সদুপযোগ তো এমন করা উচিত যে এই সময় আছে ও আত্মার জন্য কাটাতে হবে । তবুও টী.ভী. দেখবেই না তেমন আগ্রহ নেই, একটু সময় দেখেও নেয়, কিন্তু তার থেকে রুচি দূর করে দেওয়া উচিত যে এটা খারাপ, এই যা দেখি ।

পরোপকারে বাঁধে পুণ্য !

প্রশ্নকর্তা : পুণ্য কিভাবে শুধরায় ?

দাদাশ্রী : যে আসে তাকে 'এস ভাই, বস ।' তার আপ্যায়ন করবে । আপনার কাছে চা আছে তো চা নয় তো যা আছে তাই, একটু পরোটার টুকরো হয় তো ও দিয়ে দেবে । বলবে যে, 'ভাই, একটু পরোটা খাবেন ?' এমন প্রেমে ব্যবহার করবে তো অনেক পুণ্য জমা হবে । অন্যের জন্য করা, সেটাই পুণ্য ! ঘরের বাচ্চাদের জন্য তো সবাই করে ।

প্রশ্নকর্তা : পুণ্যের বৃদ্ধি হয়, তার জন্য কি করবো ?

দাদাশ্রী : সারা দিন লোকের জন্য উপকার ই করতে থাকে । এই মনোযোগ, বাণীযোগ আর দেহযোগ লোকের জন্য খরচ করে, ও পুণ্য বলা হয় ।

পুণ্য-পাপ, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে...

প্রশ্নকর্তা : স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মোটামুটি পুরা সময় সাথে-সাথে থাকে, তাদের ব্যবহার অর্থাৎ তাদের কর্ম ও সাথে বাঁধা থাকে, তো তার ফল ওদের কিভাবে ভুগতে হয় ?

দাদাশ্রী : ফল তো আপনার ভাব যেমন হবে তেমন আপনাকে ফল ভূগতে হবে আর ওর ভাব হবে তেমন ওকে ফল ভূগতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা : এমন হয় কি যে স্ত্রীর পুণ্য থেকে পুরুষের চলে ? বলে কি না যে বউয়ের পুণ্য থেকে এই লক্ষ্মী বা ঘরের সব ভাল হয়, এমন হয় কি ?

দাদাশ্রী : ও তো আমাদের লোকেরা, কোন এক ব্যক্তি বউ কে খুব মারতো কি না, তো ওকে বোঝায় যে বেটা, এ তোর বউয়ের ভাগ্য তো দ্যাখ, কিসের জন্য মার-পিট করিস ? ওর পুণ্যের তো তুই খাচ্ছিস । তার পরেই সেই কথা শুরু হয়ে যায় । সমস্ত জীবমাত্র নিজের পুণ্যের ই খায় । সবাই নিজের পুণ্যের ই ভোগ করে। কারো কোন দেনা-পাওনা ই নেই ফের । এক কিঞ্চিত চুলের মত ও ঝঞ্ঝাট নেই ।

প্রশ্নকর্তা : এই দান করে, কোন শুভ কর্ম করে, উদাহরণের রূপে পুরুষ দান করে, স্ত্রী তাতে সহমত হয়, তার সহযোগ থাকে, তো দুজনকেই ফল মেলে ?

দাদাশ্রী : পুরুষ অর্থাৎ করাজন আর সহযোগ করে অর্থাৎ কর্তার প্রতি অনুমোদন করা জন । করাজন, করানোজন আর কর্তার প্রতি অনুমোদন করা জন, কেউ আপনাকে বলে যে এটা করবে, করার মত, তাকে করানোওয়ালা বলা হয়, আপনাকে করনেওয়ালা (করাজন, কর্তা) বলে আর স্ত্রী আপত্তি না করে তো ও কর্তার প্রতি অনুমোদন করনেওয়ালা বলা হয় । এই সবাই কে পুণ্য মেলে । কিন্তু করাজনের ভাগে পঞ্চাশ প্রতিশত আর পঞ্চাশ প্র্তিশত অনুমোদন করা সেই দুজনের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : এই বোন বলে, আমাদের পঁচিশ প্রতিশত দাও তো ও চলবে না ।

দাদাশ্রী : ফের নিজে কর । ঘরের লোক তো স্বামীকে বলে যে এ আপনি হেরা-ফেরি করে পয়সা আনেন তো তার পাপ আপনার লাগবে, আমরা কিছু ভুগব

না। আমাদের চাই না এমন। যে করে সে ভুগবে আর ঘরের লোক বলে যে আমরা চাই না এমন, অর্থাৎ ওরা অনুমোদন করে নি সেইজন্য তার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর 'এমন করবে' বলে তো অংশীদার হয়ে যায়, পার্টনারশিপ করতে হয় তো নিজের ইচ্ছার ব্যাপার। তাতে কোথাও ডীড় (লিখিত) করতে হয় না যে স্টাম্প আনতে হয়। বিনা স্টাম্পে চলে।

'পেয়ালা ভাঙ্গে তাহলে ও পুণ্য বাঁধে ?'

কেউ বলবে যে, 'আমাদের জ্ঞান মেলেনি, সমকিত হয় নি, তো আমি কি করব ? আমি আরো লোকসান করতে চাই না !' তো আমি তাকে বলে দিই যে, 'এই মন্ত্র শিখে যা, যে যদি পেয়ালা ভেঙ্গে যায় তখন বলবি যে, 'ভাল হয়েছে জঞ্জাল মিটেছে, এখন নতুন পেয়ালা আনবো।' তো তাতে পুণ্য বাঁধবে। কারণ যে চিন্তা করার বদলে সে আনন্দ করেছে সেইজন্য পুণ্য বাঁধবে। এতটা বুঝে নেয় তো অনেক হয়ে যাবে ! আমার ছেলেবেলা থেকেই এমন বোধ ছিল, কোন দিন চিন্তা ই করি নি। এমন কিছু হয়ে যায় তো সেই মুহুর্তে এমন কিছু ভিতরে এসেই যেত। এমন শেখালে হয় না, কিন্তু তক্ষুনি হাজির জবাব সব এসেই যেত।

কারো নিমিত্তে অন্য কেউ পায় ?

প্রশ্নকর্তা : যার জন্য খরচ করেছেন তার ভাগে পুণ্য যায় তো ? না কি করা জনকে। আপনি যার জন্য যে কার্য করেন, তার ফল ওকে মেলে ? আমরা যার জন্য যে কার্য করি তার পুণ্য করি, ওটা সে পাবে, আমরা পাবো না ? করে সে পাবে না ?

দাদাশ্রী : আমরা করি আর অন্যকে মেলে ? এমন শুনেছেন কখনো?

প্রশ্নকর্তা : তার নিমিত্তে আমরা করি তো ?

দাদাশ্রী : তার নিমিত্তে আমরা করি তো, তার নিমিত্তে আমরা খাই তো কি অসুবিধা ? না, না। তেমন সব এতে কোন ফারাক নেই। এ তো আড়ম্বর করে লোকে বিপরীত রাস্তায় নিয়ে যায়, তার নিমিত্তে ! ওর খাবার নেই আর আমরা খাই তো কি অসুবিধা ? পুরা নিয়মের জগত সমস্ত ! আপনি করেন তো আপনাকে ভুগতে হবে। অন্য কারো দেওয়া-নেওয়া নেই।

বাহ-বাহ তে খরচ হয়েছে পুণ্য

প্রশ্নকর্তা : এ বলা হয়, তেমন নিয়ম হয় তো হীরাবার জন্য আপনি খরচ করেছেন, তাতে আপনি পুণ্য পাবেন ?

দাদাশ্রী : আমি কি পাবো ? আমার দেওয়া-নেওয়া নেই। আমার তো কোন দেওয়া-নেওয়া নেই না ! এতে পুণ্য বাঁধে না। এ তো পুণ্য ভোগ করা যায়। বাহ-বাহ হয়ে যায়।

নয় তো কেউ খারাপ করে ফেলে তো, 'বেটাকে দেখ না, বিগড়ে দিয়েছে সব', বলবে। সেইজন্য এখানের সব এখানেই পেয়ে যায়। হাইস্কুল বানিয়েছে, তো এখানেই বাহ-বাহ হয়ে যায়। ওখানে কিছু পাবে না।

প্রশ্নকর্তা : স্কুল তো বাচ্চাদের জন্য বানিয়েছে, ওরা পড়া-শোনা করে, সদ্বিচার উৎপন্ন হয়।

দাদাশ্রী : ও আলাদা জিনিস। কিন্তু আপনার বাহ-বাহ হয়, তো পূর্ণ হয়ে যায়, খরচ হয়ে গেছে।

টেন্ডার পাস করাতে চাই পুণ্য...

প্রশ্নকর্তা : এই সব লোকেরা লক্ষ্মীর পিছনে অনেক দৌড় লাগায়। তো তাদের 'চার্জ' অধিক হবে তো, তো ওদের পরের জন্মে লক্ষ্মী অধিক মেলা উচিত তো ?

দাদাশ্রী : আমাদের লক্ষ্মী ধর্মের পথে খরচ করা উচিত, এমন চার্জ করা হয় তো অধিক মেলে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এমন মন থেকে ভাব করতে থাকে যে আমার লক্ষ্মী মেলে, তো পরের ভবে, এমন ভাব করে ও 'চার্জ' করেছে, তো ওকে প্রকৃতি লক্ষ্মীর পূর্তি করবে না ?

দাদাশ্রী : না, না। ওতে লক্ষ্মী পাবে না। এই লক্ষ্মী পাওয়ার যে ভাব করে না, তাতে লক্ষ্মী পাওয়ার হয় তাহলেও পাবে না। উল্টা অন্তরায় পড়ে। লক্ষ্মীকে স্মরণ করলে পাবে না, ও তো পুণ্য করলে পাবে।

'চার্জ' মানে পুণ্যের চার্জ করে তো লক্ষ্মী মেলে। সে ও লক্ষ্মী একেলা মেলে না। পুণ্যের চার্জে যার ইচ্ছা হয়, যে আমার লক্ষ্মীর খুব দরকার, তো তাকে লক্ষ্মী মেলে। কেউ বলবে, আমার তো শুধু ধর্ম ই চাই। তো শুধু ধর্ম পেয়ে যাবে আর পয়সা না ও হয়। অর্থাৎ সেই পুণ্যের ফের নিজের টেন্ডার ভরা থাকে যে এমন আমার চাই। সে সব পেতে পুণ্য খরচ হয়ে যায়।

কেউ বলবে 'আমার বাংলো চাই, মোটর চাই, এমন চাই, তেমন চাই।' তো পুণ্য তাতে খরচ হয়ে যাবে। তো ধর্মের জন্য কিছু থাকবে না। আর কেউ বলবে, আমার ধর্ম ই চাই। মোটর চাই না। আমার তো এতটুকু দুই কামরার হয় তাহলেও চলবে, পরন্তু ধর্ম বেশী চাই। তো তার ধর্ম অধিক হবে আর অন্য সব কম হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজের হিসাবে পুণ্যের টেন্ডার ভরে।

দান মানে রোপন করে কাটো !

প্রশ্নকর্তা : আত্মা আর দানের কোন সম্বন্ধ নেই তো ফের এই দান করা আবশ্যক হয় কি না ?

দাদাশ্রী : দান মানে কি ? যে দিয়ে নেওয়া। এই জগত প্রতিধ্বনি স্বরূপ। সেইজন্য যেমন আপনি করবেন তেমন প্রতিধ্বনি আসবে, তার সুদের সাথে। সেই জন্য আপনি দেবেন আর নেবেন। এ গত জন্মে দিয়েছিলেন, ভাল কাজে পয়সা খরচ করেছিলেন, তেমন কিছু করেছিলেন, তার আমরা ফল পেয়েছি, এখন আবার এমন কিছু না করেন তো ফের মাটিতে মিশে যাবেন। আমরা ক্ষেত থেকে তো গম নিয়ে এসেছি চারশো মণ, কিন্তু ভাই তার থেকে পঞ্চাশ মণ রোপন করতে না যাই তো ফের ?

প্রশ্নকর্তা : তো অঙ্কুরিত হবে না।

দাদাশ্রী : তেমন ই এই সব। সেইজন্য দিতে হবে। এর প্রতিধ্বনি ই আসবে, ফিরে আসবে, অনেক গুণ হয়ে। আগের জন্মে দিয়েছিলেন সেইজন্য তো

আমেরিকাতে এসে গেছেন, নয় তো আমেরিকাতে আসা সোজা কি ? কত পুণ্য করেছেন তবেই প্লেনে বসতে পেরেছেন, কত লোকে তো প্লেন দেখেই নি !

প্রশ্নকর্তা : যেমন ইন্ডিয়া তে কস্তুরভাই লালভাইয়ের পরিবার, তো তাদের দুই-তিন-চার প্রজন্ম পর্যন্ত পয়সা চলতে থাকে, তাদের সন্তানের সন্তান পর্যন্ত, যখন কি এখানে (আমেরিকাতে) কেমন হয় যে পরিবার আছে, কিন্তু অনেক হয় তো ছয়-আট বছরে সব শেষ হয়ে যায়, নয় তো পয়সা থাকলে ও চলে যায় আর না হয় তো এসেও যায়। তো তার কারণ কি হয় ?

দাদাশ্রী : এমন কি না, ওখানের যে পুণ্য হয়, ইন্ডিয়ার পুণ্য, সেই পুণ্য গাঢ় হয়, যে ধুতে থাক তবুও যায় না, আর পাপ ও এত গাঢ় হয় যে ধুতে থাক তবুও যায় না। সেইজন্য, বৈষ্ণব হয় বা জৈন, কিন্তু সে পুণ্য এত মজবুত বেঁধেছে যে ধুতে থাকে তবু ও যায় না। যেমন পেটলাদের দাতার শেঠ, রমণলাল শেঠের সাত-সাত প্রজন্ম পর্যন্ত সম্পন্নতা ছিল। কোদাল দিয়ে খুঁড়ে-খুঁড়ে ধন বিলি করতো লোকদের, তবুও কখনো কম পড়ে না। ওনারা পুণ্য জবরদস্ত বেঁধেছিল, অচূক। আর পাপ ও এমন অচূক বাঁধে, সাত-সাত প্রজন্ম পর্যন্ত দরিদ্রতা যায় না। অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করে, অর্থাৎ এক্সেস ও হয় আর মিডিয়াম ও থাকে।

এখানে (আমারিকাতে) উপছে ও ওঠে, ফের বসে ও যায়, আর আবার উপছে ওঠে। বসে যাওয়ার পরে আবার উপছে ওঠে। এখানে দেরি লাগে না আর ওখানে (ইন্ডিয়াতে) তো বসে যাওয়ার পরে উপরে আসতে অনেক সময় লাগে। সেইজন্য ওখানে তো সাত-সাত প্রজন্ম পর্যন্ত চলে। এখন সব পুণ্য কমে গেছে। কারণ কি হয় ? কস্তুরভাইয়ের ওখানে কে জন্ম নেবে ? তখন বলে, এমন পুণ্যশালী যে তার মতই হবে সে ই ওখানে জন্ম নেবে। ফের তার ওখানে কে জন্মেছে ? তেমন ই পুণ্যশালী ফের ওখানে জন্মায়। ও কস্তুরভাইর পুণ্য কাজ করে না। ও ফের অন্য তেমন এসেছে না তো ফের তার পুণ্য। অর্থাৎ বলা হয় কস্তুরভাইর বংশ, আর আজ তো এমন পুণ্যশালী আছে ই কোথায় ? এখন এই গত পঁচিশ বছরে তো কেউ এমন বিশেষ নেই।

দুই নম্বরী ধনের দান...

প্রশ্নকর্তা : দুই নম্বরের টাকার দান দেয়, তো ও চলবে না ?

দাদাশ্রী : দুই নম্বরের দান এমন তো চলে না। কিন্তু তবুও কোন লোক খিদেতে মরে যাচ্ছে আর দুই নম্বরের দান দেয় তো ওর খাবার জন্য চলে তো ! দুই নম্বরে কিছু বিশেষ নিয়মের অনুসারে অসুবিধা আসে, কিন্তু অন্য দিকে বাঁধা নেই। সেই ধন হোটেলওয়ালাকে দাও তো সে নেবে কি নেবে না ?

প্রশ্নকর্তা : নিয়ে নেবে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সেই ব্যবহার শুরু ই হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : ধর্মে দুই নম্বরের পয়সা থাকে ও খরচ হয়ে যায় এখনকার জমানায়, তো তাতে লোকের পুণ্য উপার্জন হয় কি ?

দাদাশ্রী : অবশ্য হয় তো ! সে ত্যাগ করেছে না ততটা ! নিজের কাছে আসা কে ত্যাগ করেছে তো ! কিন্তু তাতে হেতু অনুসারে ফের সেই পুণ্য তেমন হয়ে যায় হেতুওয়ালা ! এই পয়সা দিয়েছে ও একটা জিনিস ই দেখা হয় না। পয়সার ত্যাগ করেছে ও নির্বিবাদ। বাকী পয়সা কোথা থেকে এসেছে, হেতু কি, এই সব প্লাস-মাইনাস হতে-হতে যা বাকি থাকবে ও তার। তার হেতু কি যে সরকার নিয়ে যাবে তার বদলে এতে দিয়ে দাও না !

শাস্ত্র বাঞ্চন, পাপ ক্ষয় করে ?

প্রশ্নকর্তা : সত্ শাস্ত্রের পঠন থেকে পাপের ক্ষয় হতে পারে না ?

দাদাশ্রী : না, তাতে পুণ্য অবশ্য বাঁধে। পাপের ক্ষয় হয় না। অন্য নতুন পুণ্য বাঁধে, ও পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য বলা হয়। সত্ শাস্ত্রের অভ্যাস করে, তার থেকে স্বাধ্যায় হয় তাতে চিত্তের একাগ্রতা, মনের একাগ্রতা অনেক সুন্দর হয়ে যায়।

পাপ ধোয়, প্রতিক্রমণ থেকে

প্রশ্নকর্তা : পাপ ধোয়া জানে তো ?

দাদাশ্রী : এই ভাবে ধুতে জানতে পারা যায় না। জ্ঞানী পুরুষ যখন পর্যন্ত পথ না দেখায় তখন পর্যন্ত পাপ ধোয়া জানতেই পারবে না। পাপ ধোয়া মানে কি ?

যে প্রতিক্রমণ করা। অতিক্রমণ ও পাপ বলা হয়। ব্যবহারের বাইরে যে কোন ক্রিয়া কর ও পাপ বলা হয়, অতিক্রমণ বলা হয়। অতঃ তার প্রতিক্রমণ করতে হবে। এতে ফের সব পাপ ধুয়ে যাবে, নয় তো পাপ ধোবে না।

হয় না কখনো অনুতাপ কৃত্তিম

দাদাশ্রী : এই ভাবে আপনি কত প্রতিক্রমণ করেন ?

প্রশ্নকর্তা : কারো দুঃখ হয়ে যায় তো তক্ষুনি অনুতাপ করি।

দাদাশ্রী : অনুতাপ তো যে বেদনা হয় ও। অনুতাপ কে প্রতিক্রমণ বলা হয় না। তবুও সেটা ভাল।

প্রশ্নকর্তা : এক দিকে পাপ করতে থাকে আর এক দিকে অনুতাপ করতে থাকে। এমন তো চলতেই থাকে।

দাদাশ্রী : তেমন হয় না। যে ব্যক্তি পাপ করে আর সে যদি অনুতাপ করে তো সে কৃত্তিম অনুতাপ করতেই পারে না আর আসল অনুতাপ হয়। অনুতাপ আসল হয় সেইজন্য তার পরে পেঁয়াজের এক পরত চলে যায়, তবুও পেঁয়াজ ও পুরা পুরাই দেখায় আবার। ফের আবার দ্বিতীয় পরত চলে যায়, অনুতাপ কখনো বেকার যায় না। প্রত্যেক ধর্মে অনুতাপ ই করা শেখায়। ক্রিশ্চিয়ান দের ওখানে ও অনুতাপ ই করতে বলেছে।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে ?

প্রশ্নকর্তা : নিজের করা পাপ ভগবানের মন্দিরে গিয়ে প্রত্যেক রবিবার স্বীকার করে নেয় তো ফের পাপ মাফ হয়ে যাবে তো ?

দাদাশ্রী : এই ভাবে যদি পাপ ধুয়ে যায় তো কোন অসুখ-টসুখ হতই না তো? ফের কোন দুঃখ হতই না তো ? কিন্তু এ তো অপার দুঃখ হয়। ক্ষমা চাওয়ার অর্থ কি যে আপনি ক্ষমা চান তো আপনার পাপের মূল জ্বলে যায়। সেইজন্য ফের সে বাড়বেই না, কিন্তু তার ফল তো ভুগতেই হবে !

প্রশ্নকর্তা : অনেক শিকড় তো আবার বার বার বের হয়।

দাদাশ্রী : ঠিক মত জ্বলে না তো ফের বের হতে থাকবে। বাকী, মূল যতই জ্বলে যাক না কেন কিন্তু ফল তো ভোগতেই হবে। ভগবান কে ও ভুগতে হয়েছে ! কৃষ্ণ ভগবান কে ও এখানে (পায়ে) তীর লেগেছিল। ওখানে কিছু চলে না, আমাকে ও ভুগতে হয় !

প্রত্যেক ধর্মে ক্ষমার স্থান আছে। ক্রিশ্চিয়ান, মুসস্লিম, হিন্দু সবেতেই হয়, কিন্তু আলাদা-আলাদা প্রকারে হয়।

প্রশ্নকর্তা : পাদরী ও বলে যে আমার কাছে কন্‌ফেশন (স্বীকার) করে যাও তো সব পাপের নাশ হয়ে যাবে।

দাদাশ্রী : এই কন্‌ফেশন করা কি সোজা ? আপনার কন্‌ফেশন হবে কি ? ও তো অন্ধকার রাত্রে অন্ধকারে করে, সেই ব্যক্তি আলোতে মুখ দেখায় না। রাত্রে অন্ধকার হয় তো কন্‌ফেশন করে, বলবে। আর আমার কাছে তো চল্লিশ হাজার লোকে, মেয়েরা ও তাদের সব কিছু কন্‌ফেশন করেছে। এক-এক জিনিস কন্‌ফেস করেছে। এমন লিখে দিয়েছে। খোলাখুলি কন্‌ফেস করেছে, তো ফের পাপ নাশ হয়েই যাবে তো ? কন্‌ফেস করা সোজা নয়।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ এই প্রতিক্রমণ করে আর সেই কন্‌ফেস দুটোই এক সমান ই হয় তো ফের ?

দাদাশ্রী : না, ও এক সমান হয় না। প্রতিক্রমণ তো অতিক্রমণ হয়ে যায় আর ফের ধুতে থাকে আর আবার দাগ লাগে, ফের আবার ধোয় আর পাপ কন্‌ফেস করা, জাহির করা ও দুটো জিনিস আলাদা।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণ আর পশ্চাত্তাপে কি পার্থক্য ?

দাদাশ্রী : পশ্চাত্তাপ বিনা নাম নির্দেশের হয়। ক্রিশ্চিয়ান রবিবার চার্চে গিয়ে পশ্চাত্তাপ করে। যে পাপ করেছে তার সামূহিক পশ্চাত্তাপ করে আর প্রতিক্রমণ তো কেমন হয় যে, যে গুলি মেরেছে, যে অতিক্রমণ করেছে, সে প্রতিক্রমণ করবে, সেই ক্ষণে ! 'শুট অন সাইট' (দেখলেই গুলি মারা) তাকে ধুয়ে ফেলে। ও ভাব প্রতিক্রমণ বলা হয়।

অনুতাপে কমে দন্ড !

প্রশ্নকর্তা : পাপ কে নির্মূল করার জন্য তো উত্তম মার্গ প্রায়শ্চিত্ত। এ খুব সুন্দর কথা, তেমন পুরাণে সৎপুরুষেরা বলেছেন। কি খুনী খুন করার পরে অনুতাপ করে তো সে ক্ষমা পেতে পারে ?

দাদাশ্রী : খুনী খুন করার পরে খুশী হয় তো তার যে দন্ড বারো মাসের হবার হয়, তো ও তিন বছরের হয়ে যায় আর খুনী খুন করার পরে অনুতাপ করে তো বারো মাসের শাস্তি হবার হলে, ও ছয় মাসের হয়ে যায়। যে কোন খারাপ কাজ করে ফের খুশী হয়ে যাও তো সে কার্য তিন গুণ ফল দেবে। কার্য করার পরে অনুতাপ করবে তো খারাপ কার্য করেছ তো শাস্তি কম হয়ে যাবে।

জ্ঞানীর জ্ঞানে, নিবারণ কর্মের !

প্রশ্নকর্তা : অনেকবার ব্যবহারে আলাদা-আলাদা প্রকারের কর্ম করতে হয়, যাকে খারাপ কর্ম বা পাপ কর্ম বলে। তো সেই পাপ কর্ম থেকে কিভাবে বাঁচা যায় ?

দাদাশ্রী : পাপকর্মের সামনে তার যত জ্ঞান হবে, সেই জ্ঞান হেল্প করবে। আমাদের এখান থেকে স্টেশনে যেতে হলে, তো স্টেশন যাবার জ্ঞান আমাদের থাকে তো আমাদের পৌঁছে দেবে। পাপ কর্ম থেকে কিভাবে বাঁচা যায় ? অর্থাৎ জ্ঞান যত হবে এতে, পুস্তকের জ্ঞান অথবা অন্য কারো কাছে জ্ঞান হয় ই না। ও তো ব্যবহারিক জ্ঞান। নিশ্চয় জ্ঞান শুধু জ্ঞানীর কাছে হয়। এই পুস্তকে নিশ্চয় জ্ঞান হয় না। জ্ঞানীর হৃদয়ে লুকিয়ে থাকে। সেই নিশ্চয় জ্ঞান যখন আমরা বাণীরূপে শুনি তখন সমাধান আসবে। নয় তো পুস্তকে ব্যবহারিক জ্ঞান থাকে, সে ও অনেক স্পষ্টীকরণ দিতে পারে। তাতে বুদ্ধি বাড়ে। মতিজ্ঞান বাড়তে থাকে। শ্রুতজ্ঞান থেকে মতিজ্ঞান বাড়ে, আর মতিজ্ঞান পাপ থেকে কিভাবে ছাড়াবে তার সমাধান আনে। বাকী, আর কোন উপায় নেই আর নয়তো প্রতিক্রমণ কর তো ছাড়াবে। কিন্তু প্রতিক্রমণ কেমন হওয়া উচিত ? 'শুট অন সাইট' হতে হবে। দোষ হতেই প্রতিক্রমণ করা হয়, তখন নিষ্পত্তি হবে।

করবে এই বিধি সব, পাপোদয়ের সময়

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণ করলে হয়তো নতুন পাপ বাঁধবে না, কিন্তু পুরানো পাপ তো ভুগতেই হবে তো ?

দাদাশ্রী : প্রতিক্রমণ করলে নতুন পাপ বাঁধবে না, এ আপনার বলা ঠিক কিন্তু পুরানো পাপ তো ভুগতেই হবে। এখন এই *ভোগবটা* (ভোগান্তি) কম অবশ্য হবে, তার জন্য আমি আবার রাস্তা বলেছি যে তিনটে মন্ত্র একসাথে বলবে। তাতেও *ভোগবটা* (সুখ অথবা দুঃখের প্রভাব, কষ্ট ভোগ) র ফল হাল্কা হয়ে যাবে। কোন লোকের মাথায় দেড় মণের ওজন হয় আর বেচারা এমন বিরক্ত হয়ে যায়, কিন্তু সে হঠাৎ এমন কোন জিনিস দেখতে পায় আর দৃষ্টি সেখানে পড়ে তো সে নিজের দুঃখ ভুলে যায়। ওজন আছে তবুও ওর দুঃখ কম মনে হবে। তেমন ই, এই যে ত্রিমন্ত্র আছে না, ও বললে সেই ওজন মনেই হবে না।

মন্ত্রের আসল অর্থ কি ? মন্ত্র অর্থাৎ মন কে শান্ত রাখে ও। ভগবানের ভক্তি করতে থাকলে সংসারে বিঘ্ন আসে না সেইজন্য তিনটে মন্ত্র দিয়েছেন। (১) নবকার মন্ত্র (২) ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় (৩) ওঁ নমঃ শিবায়। অর্থাৎ এই মন্ত্র হেল্পিং জিনিস। আপনি কোন দিন ত্রিমন্ত্র বলেছেন ? এক দিন ই ত্রিমন্ত্র বলেছেন ? তো একটু বেশী বলুন না, যেন সব হাল্কা হয়ে যায় আর আপনার যে ভয় লাগছে সে ও বন্ধ হয়ে যাবে।

পুণ্যের উদয় কি কাজ করে ? সবকিছু নিজের ইচ্ছা মত হতে দেয়। পাপের উদয় কি এমন হতে দেয় ? সবকিছু নিজের ইচ্ছার থেকে উল্টো করে দেয়।

পাপ ধোয়ার প্রতীতি !

প্রশ্নকর্তা : আমাদের পাপ কর্মের জন্য এখন কিভাবে ধুতে হবে ?

দাদাশ্রী : পাপকর্মের তো যত দাগ পড়েছে তত প্রতিক্রমণ করতে হবে, ও দাগ গাড় হয় তো বার-বার ধুতে থাকতে হবে, ফের ধুতে থাকতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : সেই দাগ চলে গেছে কি চলে যায়নি ও কিভাবে জানা যায়?

দাদাশ্রী : ও তো ভিতরে মন পরিস্কার হয়ে যাবে, তো জানতে পারা যাবে। চেহারায় আনন্দ ছেয়ে যাবে। আপনি জানতে পারবেন না, দাগ চলে গেছে ? কেন জানবেন না ? অসুবিধা কি হবে ? আর না ধোয় তাহলেও আমার অসুবিধা নেই। তুই প্রতিক্রমণ কর না ! তুই সাবান লাগাতে থাক না ! পাপ কে তুই চিনিস কি ?

সামনের জনের দুঃখ হয় ও পাপ, কোন জীবের, সে ফের মনুষ্য হয়, জানোয়ার হয় বা বৃক্ষ হয়। বিনা কাজে গাছের পাতা ছিঁড়তে থাকে তো তার ও দুঃখ হয়, সেইজন্য ও পাপ বলা হয়। সেইজন্য একটু ও, কিঞ্চিতমাত্র দুঃখ না হয় এমন হওয়া উচিত।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু মনুষ্য নিজের স্বভাবের অনুসার করতে থাকে তাহলেও তাতে ওর পুণ্য-পাপ লাগে ?

দাদাশ্রী : সামনের জনের দুঃখ হয় তো পাপ লাগে। সে স্বভাবের অনুসার করে, কিন্তু তাকে বুঝতে হবে যে আমার স্বভাব থেকে সামনের জনের দুঃখ হচ্ছে। সেইজন্য আমার ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত যে আমার স্বভাব টেঢ়া আর ওতে ওর দুঃখ হয়েছে, সেইজন্য ক্ষমা চাইছি।

আমরা প্রতিক্রমণ করি তো খুব ভাল। নিজের কাপড় পরিস্কার হয়ে যাবে তো ? নিজের কাপড়ে ময়লা কেন থাকতে দেব ? এখন দাদা এমন পথ দেখিয়েছেন, তো কিসের জন্য পরিস্কার করে ফেলব না ?

প্রশ্নকর্তা : অতিক্রমণ কখন হয়, যে কোন আগের জন্মের হিসাব হবে তবেই তো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তবেই হবে।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ নিজের জন্য যখন প্রতিক্রমণ করে, তখন পূর্বের সব জন্মের পাপের জন্য প্রতিক্রমণ হয় কি ?

দাদাশ্রী : সেই হিসাব আমরা ভেঙ্গে দিই। অর্থাৎ আমাদের লোকেরা 'শুট এট সাইট' প্রতিক্রমণ করে। সেইজন্য আমাদের দোষ তক্ষুনি নির্মল হয়ে যায়।

কৃষিকার্যে পাপ ধোয়ার বিধি !

প্রশ্নকর্তা : আমরা হলাম কৃষক, আর তামাকের চাষ করি তাতে আমাদের উপর থেকে প্রত্যেক চারা গাছের কচি পাতা অর্থাৎ তার ডগা ভেঙ্গে দিতে হয়। তার পাপ তো লাগবে কি না ? তো এই পাপের নিবারণ কি ভাবে করতে হবে ?

দাদাশ্রী : ও তো ভিতরে মনে এমন হতে হবে যে কেমন এই বৃত্তি, কোথা থেকে আমার ভাগে এসেছে ? ব্যাস এতটুকুই। চারা গাছের ডগা ভেঙ্গে দেওয়া। কিন্তু মনে এই কাজ কোথা থেকে আমার ভাগে এসেছে, এমন অনুতাপ হতে হবে। এমন করা উচিত না, এমন মনে থাকতে হবে, ব্যাস।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এ পাপ তো হয় কি না ?

দাদাশ্রী : ও তো হয় ই। ও আপনি দেখতে হবে না। হতে থাকে সেই পাপ কে দেখবেন না। এ না হওয়া উচিত তেমন আপনাকে স্থির করতে হবে। নিশ্চয় করতে হবে। এই ব্যবসায় কেন পেয়েছি ? অন্য ভাল পেলে তো আমি এমন করতাম না। যখন পর্যন্ত এসব জানে না তখন পর্যন্ত অনুতাপ হয় না। খুশী হয়ে চারা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। আমার বলা অনুসারে কর তো, ফের আপনার সব দায়িত্ব আমার। ছিঁড়ে ফেল দাও বাঁধা নেই, অনুতাপ হতে হবে যে এ কোথা থেকে এসেছে আমার ভাগে।

প্রশ্নকর্তা : কপাসে ঔষধ ছিটাতে হয়, তো কি করব ? ওতে হিংসা তো হয় কি না ?

দাদাশ্রী : অনিবার্য রূপে যে-যে কার্য করতে হয়, ও প্রতিক্রমণ করার শর্তে করতে হয়। আপনার এই সংসার ব্যবহারে কিভাবে চলা উচিত ও জানা নেই। ও আমি আপনাকে শেখাবো, যেন নতুন পাপ না বাঁধে।

কৃষিকার্যে জীব-জন্তু মরে, তার দোষ তো লাগবেই তো ? সেইজন্য কৃষকদের প্রত্যেক দিন পাঁচ-দশ মিনিট ভগবানের প্রার্থনা করা উচিত যে এই দোষ হয়েছে তার ক্ষমা চাইছি। কিষান হলে তাকে বলি যে তুই এমন কাজ করিস, ওতে জীব মরে। তার এইভাবে প্রতিক্রমণ করবি।

একশ প্রতিশত ধুয়ে যায় পাপ !

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ ক্ষমা চাইলে আমাদের পাপের নিবারণ হয়ে যায় কি ?

দাদাশ্রী : তাতেই পাপের নিবারণ হয়ে যায়, অন্য কোন পথ ই নেই ।

প্রশ্নকর্তা : তো ফের বার-বার ক্ষমা চাইবে আর বার-বার পাপ করতে থাকবে?

দাদাশ্রী : বার-বার ক্ষমা চাওয়ার ছাড় আছে । বার-বার ক্ষমা চাইতে হবে । হ্যাঁ, একশ প্রতিশত ছাড়ানোর রাস্তা এটাই ! ক্ষমা চাওয়া ব্যতীত আর কোন পথে ছাড়াতেই পারবে না এই জগত থেকে । প্রতিক্রমণে তো সব পাপ ধুয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণ করলে পাপ নাশ হয়ে যায়, এর পিছনে সাইন্স কি ?

দাদাশ্রী : অতিক্রমণে পাপ হয় আর প্রতিক্রমণে পাপের নাশ হয় । ফিরে আসলে পাপের নাশ হয় ।

প্রশ্নকর্তা : তো ফের কর্মের নিয়ম কোথায় প্রয়োগ হয় ? আমরা ক্ষমা চাই আর কর্ম থেকে ছাড়া পেয়ে যাই তো ফের ওতে কর্মের নিয়ম থাকল না তো ?

দাদাশ্রী : এটাই কর্মের নিয়ম ! ক্ষমা চাওয়া সেটাই কর্মের নিয়ম !

প্রশ্নকর্তা : তাহলে তো সবাই পাপ করতে থাকবে আর ক্ষমা চাইতে থাকবে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, পাপ করতে থাকা আর ক্ষমা চাইতে থাকা, এটাই ভগবান বলেছেন ।

প্রশ্নকর্তা : পরন্তু সাচ্চা মনে ক্ষমা চাইতে হবে তো ?

দাদাশ্রী : ক্ষমা চাওয়া জন সাচ্চা মনেই ক্ষমা চায় আর মেকি মনে ক্ষমা চায় তাহলেও চালিয়ে নেব । তাবু ও ক্ষমা চাইবে ।

প্রশ্নকর্তা : তখন তো ফের তার অভ্যাস হয়ে যাবে ?

দাদাশ্রী : অভ্যাস হয়ে যায় তো হতে দাও কিন্তু ক্ষমা চাইবে। ক্ষমা চাওয়া বিনা তো অনেক মুস্কিল জানবে ! ক্ষমার অর্থ কি ? তাকে প্রতিক্রমণ বলা হয় আর দোষ কে কি বলা হয় ? অতিক্রমণ।

কর্মের নিয়ম কি ? অতিক্রমণ করেছ তো তার প্রতিক্রমণ করবে। বুঝতে পারছেন আপনি ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : সেইজন্য ক্ষমা অবশ্য চাইবে। আর এই বুদ্ধিমান, আবশ্যকতার থেকে বেশী বুদ্ধিমান দের কথা যেতে দাও ! কেউ ভুল করে আর ক্ষমা চায় তো চাইতে দাও না ! 'দিস ইজ কমপ্লিট লাঁ' (এ পূর্ণ নিয়ম)

পশ্চাত্তাপের সর্বশ্রেষ্ঠ সাবান

প্রশ্নকর্তা : পাপ দূর করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া অন্য কোন উপায় আছে কি?

দাদাশ্রী : পাপ দূর করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এই সমস্ত পাপ, ও কি হয় ? এই পাপ যে আছে না, ও কাকে পাপ বলি আমরা ? তখন বলে, যে আপনি এই সব করেন, ও করতে বাধা নেই। এই সবাই বসে আছে। এখন কারো অসুবিধা নেই। তাতে কোন একজন বলে যে, 'কেন আপনি দেরি করে এসেছেন ?' আমাদের এমন বলে, তখন সে অতিক্রমণ করেছে এমন বলা হবে। যা লোকের পছন্দ হয় না যে এমন কেন বলছে ? ও অতিক্রমণ করেছে বলা হবে। সে অতিক্রমণ করে, সেইজন্য ই ভগবান প্রতিক্রমণ করতে বলেছেন। অর্থাৎ পশ্চাত্তাপ কত করতে হবে ? যে যেখানে লোকের দুঃখ হয়, এমন কথার জন্য পশ্চাত্তাপ করবেন। কি বলে ? পছন্দ হয় তার জন্য নয়। অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তুমি কর কি ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : দাদা ভগবানের নামে প্রতিক্রমণ কর কি কর না ?

প্রশ্নকর্তা : ও বই দিয়েছেন না ? ওতে বলা অনুসারে করি। নয় কলম করি।

দাদাশ্রী : কর তো ? ও প্রতিক্রমণ ই হয়। সব থেকে বড় প্রতিক্রমণ দাদা ভগবানের নয় কলম রাখা হয়েছে তো, ও সমস্ত জগতের জন্য কল্যাণকারী প্রতিক্রমণ।

প্রশ্নকর্তা : এই কথা সত্য যে পশ্চাত্তাপের ঘড়ায় যেমন ই পাপ হয় তাহলেও...

দাদাশ্রী : হাল্কা হয়ে যায়, পশ্চাত্তাপের জন্য।

প্রশ্নকর্তা : পূর্ণ রূপে জ্বলে ছাই হয়ে যায় তো ?

দাদাশ্রী : পূর্ণতয়া জ্বলে ও যায়। এমন কত ই পাপ তো জ্বলে ও যায়, সমাপ্ত হয়ে যায়। পশ্চাত্তাপের সাবান এমন হয় যে বেশ কিছু ধরনের কাপড়ে কাজ করে।

প্রশ্নকর্তা : আর তাতে আপনার সাক্ষীতে করি, সেজন্য ফের কি বাকি থাকলো ?

দাদাশ্রী : কল্যাণ হয়ে যায়। সেইজন্য পশ্চাতাপের সাবানের সমান জগতে আর কোন সাবান নেই।

নেই নিবৃত্তি পাপ-পুণ্য থেকে...

প্রশ্নকর্তা : সমস্ত সামান্য মনুষ্য জানে যে পাপ কি আর পুণ্য কি, তবুও তার থেকে নিবৃত্তি কেন হতে পারে না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এই প্রশ্ন দুর্যোধন কৃষ্ণ ভগবান কে করেছিল যে পাপ কে জানি আর পূণ্য কে ও জানি অর্থাৎ অধর্ম কে ও জানি আর ধর্ম কে ও জানি পরন্তু অধর্ম থেকে নিবৃত্তি হয় না আর ধর্মে প্রবৃত্তি হয় না।

প্রশ্নকর্তা : ও কিসের জন্য হয় না ?

দাদাশ্রী : সেই অধর্মকে সে জানেই নি। প্রথমে জানতে হবে যে, 'আমি কে?' এই সব কিসের জন্য ? কিসের জন্য এই ভাই আমার উপরে ফনা তোলে আর আমি অন্য ভাই কেন পাইনি ? এই রোজ গালাগাল করে এমন ভাই কেন পেয়েছি ? ও তো খুব ভাল ভাই পেয়েছে। এই সবের পিছনে কারণ কি ? ও সব বুঝতে হবে না ?

প্রশ্নকর্তা : ও কিভাবে বুঝতে হবে ?

দাদাশ্রী : ও পূর্বজন্মের আমাদের কর্মের হিসাব, কোন ভগবান এতে হাত দেয়নি। এ তো প্রত্যেকের কর্মের হিসাব থেকে সমস্ত ফায়দা-লোকসান হয়। তাতে অহংকার করে সেইজন্য শুধু পাপ-পুণ্য বাঁধে। তাকে আবার ভোগার জন্য যেতে হয়। সেইজন্য এই (চার)গতিতে ঘুরে-বেড়াতে হয়। জেল এই সব। সেই জেল ভুগে এসে যায় আর আবার যেমন ছিল তেমন ই। ও ফের অহংকার না করলে ছাড়া পায়। সেইজন্য মোক্ষে যেতে হয় তো ছাড়া পেয়ে নাও। তাতে 'আমি কে' র খোঁজ কর আর তাকে জান তো ছাড়া পাবে।

লাভ-লোকসানের আধার ?

পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা যা-যা অনুভবে আসে ও সব ই 'ডিসচার্জ'। এ তো পুণের আধারে নিজের ধারণা অনুসারে হয় তখন অহংকার করে যে 'আমি করেছি' আর ফের যখন পাপের উদয় হয় আর লোকসান হয়, তখন 'ভগবান করেছেন' বলে ! নয় তো বলে, এই আমার গ্রহ খারাপ !!! আর কামানো ও তো সহজ কামাই। মানুষ কেউ কামাতে পারে না। যদি পরিশ্রমে কামানো যেত তো মজদুর ই কামাতো ! এ তো আপনার পুণ্য কামায় আর নিজে অহংকার নেন, 'আমি কামিয়েছি, আমি কামিয়েছি।' সে দশ লাখ কামায় তখন এভাবে বুক ফুলিয়ে ঘুরে-বেড়ায় আর পাঁচ লাখের লোকসান হয়, তখন আমরা বলি, 'শেঠ কেন এমন ?' তখন বলবে, 'ভগবান রুষ্ঠ হয়েছে।' সে কাউকে পায় না ফের। অন্য কাউকে পায় না। ভগবান বেচারার মাথায় রাখে। আপনার ধারণার অনুসার ই হয়, ও পুণ্যের ফল আর তার থেকে উল্টা হয় ও সব পাপের ফল। নিজের ই ধারণা চলে তেমন হয় ই না এই জগতে। নিজের ধারণা অনুসার ফল আসে তো ও পুণ্যের প্রারব্ধ, ধারণার অনুসার না আসে তো পাপের প্রারব্ধ।

অহংকারে বাঁধে পুণ্য-পাপ

প্রশ্নকর্তা : যদি আমার অহংকার ও না হয় আর মমতা ও না হয়, অথবা ফের দুটোর মধ্যে একটা না হয় তো আমি কোন কর্ম করব ?

দাদাশ্রী : অহংকার আছে তো পাপ-পুণ্য হয়। অহংকার চলে গেছে মানে পাপ-পুণ্য চলে গেছে আর অহংকার লোকে কম করে তো, তার ফল ভৌতিক সুখ আসে। অহংকার কম করে তাতে কর্ম বাঁধে। তার ফল ভৌতিক সুখ আসে। অহংকার অধিক করে তার কর্ম বাঁধে, তার ফল ভৌতিক দুঃখ আসে। অহংকার কম করলে কোথাও অহংকার যায় না, কিন্তু ও ভৌতিক সুখ দেবার। যেখানে জ্ঞানী হয় তবেই অহংকার যায়, নয় তো অহংকার যাবেই না।

কিছুটা পর্যন্ত ই অহংকার কম হতে পারে, তাতে সংসারে ব্যাঘাত পড়ে না। মহাবীর ভগবানের আজ্ঞাতে থাকে, তো কিছু সীমা পর্যন্ত অহংকার অবশ্য কম হতে পারে কিন্তু নর্মাল থাকে। নর্মাল অহংকার থাকে তখন সংসারে ক্লেশ হয় না। ঘরে একটু ও ক্লেশ বা অন্তর ক্লেশ হয় না। তেমন এখনো আমাদের ক্রমিক মার্গে আছে। এটাও ও কারো-কারোই হবে। কিছু লোকের ক্লেশ হয় না, অন্তরে ক্লেশ হয় না। কিন্তু সেই অহংকার ও, মোক্ষ প্রাপ্ত করার জন্য খালি করতে হয়।

আর সেই অহংকার চলে যায় আর 'আমি' যা হই ও রিয়েলাইজ (ভান) হয়ে যায়, ফের কর্ম বাঁধবে না। ফের জজ হয় তাহলেও কর্ম বাঁধবে না। দানেশ্বরী হয় তাহলে ও কর্ম বাঁধবে না, সাধু হয় তাহলেও কর্ম বাঁধবে না আর কসাই হয় তাহলেও কর্ম বাঁধবে না। কি বলছি আমি ? কি চমকে গেলে ? কসাই বলেছি সেইজন্য ? কসাই কে জিজ্ঞাসা কর সে বলবে, সাহেব আমার বাপ-দাদার থেকে চলে আসছে এই ব্যবসা !

প্রশ্নকর্তা : অহংকার করে তখন ও পুণ্য শব্দের প্রয়োগ হয় আর অহংকার করে তখন ও পাপ শব্দের প্রয়োগ হয়।

দাদাশ্রী : ও ঠিক আছে। অহংকার করে তবেই পাপ-পুণ্য শব্দের প্রয়োগ হয়। কিন্তু অহংকার থাকে তো এসব একটু বদলে দেয়, অন্য কিছু বড় এতে পরিবর্তন আনে না। ও তো হয়ে গেছে সেই জিনিস। ও ইট হেপেন্স আর নতুন

আবার হয়ে যাচ্ছে। নতুন ফ্লিম তৈয়ার হয়ে যাচ্ছে আর এই পুরানো ফ্লিম তো খুলে যাচ্ছে।

যখন পর্যন্ত অহংকার আছে তখন পর্যন্ত নতুন চিত্রণ করে বিনা থাকেই না তো ! আমরা হয়তো যতই বোঝাই কিন্তু নতুন চিত্রণ করে বিনা থাকেই না তো ! অহংকার কি না করে ? অহংকার থেকে এই সব দাঁড়িয়ে গেছে। যদি অহংকার বিলয় হয়ে যায় তো মুক্তি হয়।

সম্বন্ধ, পুণ্য আর আত্মার...

প্রশ্নকর্তা : আত্মার পুণ্যের সাথে কোন সম্বন্ধ আছে ?

দাদাশ্রী : কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু যখন পর্যন্ত 'বিলীফ্' এমন থাকে যে 'এ আমি করছি', তখন পর্যন্ত সম্বন্ধ আছে। যেখানে 'আমি করছি না' সেই 'রাইট বিলীফ্' বসে যায় তার পরে ফের আত্মার আর পুণ্যের কোন সম্বন্ধ নেই। 'আমি দান করি' 'আমি চুরি করি' দুটোই 'ইগোইজম'। যেখানে কোন কিছু করা হয়, সেখানে পুণ্য বাঁধে বা পাপ বাঁধে।

অজ্ঞানতায় বাঁধে পুণ্য-পাপ, কর্ম !

প্রশ্নকর্তা : পাপের বা পুণ্যের অথবা দুটোর মিশ্রণ হয় তো কোন যোনিতে আমাদের জন্ম হয় ?

দাদাশ্রী : জন্ম আর পাপ-পুণ্যের কোন সম্বন্ধ নেই। জন্ম হওয়ার পরে পাপ-পুণ্য তাকে ফল দেয়। যোনি কি আধারে মেলে ? যে, 'আমি চন্দুভাই ই আর এ আমি করেছি' এমন বলে তো, তার সাথেই যোনির বীজ পড়ে।

এই কর্তাপন কি হয় ? তখন বলে, 'করে কেউ অন্য, পরশক্তি কার্য করে যাচ্ছে আর নিজে এমন মনে করে যে আমি করছি।' পরশক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি? তখন বলে, 'এই জগতে কেউ এমন জন্মায় নি যে যার পায়খানায় যাওয়ার স্বত্রন্ত্র শক্তি আছে। ও তো পরশক্তি করায় তখন হয়।'

এখন এই পরশক্তি কিভাবে উৎপন্ন হয়ে গেছে ? তখন বলে, প্রত্যেক জীব অজ্ঞানতায় পুণ্য আর পাপ দুটোই করতে পারে, এই পাপ-পুণ্য করে, তার ফল স্বরূপে কর্মের উদয় আসে। সেই উদয় থেকে ফের এই কর্ম জড়ায়। 'এখন পুণ্য-পাপ বাঁধার মূল কারণ কি হয় ? এ না বাঁধে তার কোন উপায় আছে ?' তখন বলে, 'কর্তাপন না হয় তো পুণ্য-পাপ বাঁধে না।' 'কর্তাপন কিভাবে হবে না ? তখন বলে, "যখন পর্যন্ত অজ্ঞান আছে, তখন পর্যন্ত 'আমি করি' সেই ভান থাকে। এখন বাস্তবে 'কে করে যাচ্ছে', ও জানে তো কর্তাপন হবে না।" পুণ্য-পাপের যে যোজনা আছে সে এই সব করে আর আমরা মনে করি, 'আমি করেছি'। নয় তো ফায়দা তো আমাদের সে ই করায়, পুণ্যের আধারে ফায়দা হয় তখন আমরা মনে করি যে 'ওহোহো ! আমি কামিয়েছি' আর যখন পাপের অধীন হয় তখন লোকসান হয়, তখন জানতে পারে যে এ তো আমার অধীন নয়। কিন্তু আবার দ্বিতীয় বার নিজের পুণ্যের অধীন হয় তো তখন ভুলে যায়। সেইজন্য আবার কর্তা হয়ে যায়।

এই পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা যা কিছু করা হয়, পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা যা কিছু অনুভবে আসে, এই জগত যা চলে আসছে ও সব ই পরসত্তা আর তাতে এই লোকেরা বলে যে 'এ আমি করেছি।' এই কর্মের কর্তা হয়, সেটাই অধিকরণ ক্রিয়া। সেইজন্য ফের ভোক্তা হতে হয়।

এখন কর্তাপন কিভাবে মুছবে ? তখন বলে, যখন পর্যন্ত আরোপিত ভাব আছে তখন পর্যন্ত কর্তাপন যাবে না। নিজে নিজের মূল স্বরূপে এসে যায় তো কর্তাপন চলে যাবে। ও মূল স্বরূপ কেমন ? তখন বলে, 'ক্রিয়াকারী হয় না। ও নিজে ক্রিয়াকারী ই নয় সেইজন্য সে কর্তা হবেই না তো !' কিন্তু এ তো অজ্ঞানতায় ধরে বসে আছে যে 'এ আমি ই করে যাচ্ছি'। এমন তার অচৈতন্য থাকে আর সেটাই আরোপিত ভাব।

অন্তে তো অতিক্রান্ত হতে হবে পাপপুণ্য থেকে...

পুণ্য, ও ক্রিয়ার ফল, পাপ ও ক্রিয়ার ফল আর মোক্ষ 'অক্রিয়তা'র ফল ! যেখানে কোন ও ক্রিয়া হয় সেখানে বন্ধন হয়। ও ফের পুণ্যের হোক অথবা পাপের, কিন্তু বন্ধন ! আর 'জানে' ও মুক্তি। 'বিজ্ঞান' জানলে মুক্তি। এই সব যা-যা ত্যাগ করবে, তার ফল ভোগ করতে হবে। ত্যাগ করা কি নিজের হাতের সত্তা ? গ্রহণ করা কি নিজের সত্তা ? সেই সত্তা তো পুণ্য-পাপের অধীন।

ভিতরে প্রেরক কে ?

ভিতর থেকে যা জানা যায়, ইন্‌ফরমেশন (সূচনা) মেলে, সে পুণ্য-পাপ বলা হয়। ভিতরে সমস্ত ই জ্ঞান-দর্শন। ভিতর থেকে সব খবর পাওয়া যায়। কিন্তু ও কখন পর্যন্ত পাবে যে যখন পর্যন্ত আপনি থামাবেন না। তার উল্লঙ্ঘন কর তো 'ইন্‌ফরমেশন' আসা বন্ধ হয়ে যাবে।

আত্মা পরমাত্মা স্বরূপ। সে ভুল ও দেখাবে না আর সঠিক ও দেখাবে না। ও তো পাপের উদয় আসে তখন ভুল দেখায় আর পুণ্যের উদয় আসে তখন সঠিক দেখায়। এতে আত্মা কিছু ই করে না। সে তো মাত্র স্পন্দন কে দেখতেই থাকে ! একাগ্রতা তো ভিতর থেকে নিজের কর্মের উদয় সঙ্গ দেয় তখন হয়। উদয় সঙ্গ না দেয় তো হয় না। পুণ্যের উদয় হয় তো একাগ্রতা হয়, পাপের উদয় হয় তো একাগ্রতা হয় না।

'জ্ঞানী' নিমিত্ত, আত্মপ্রাপ্তির !

প্রশ্নকর্তা : আত্মা কে চেনার জন্য নিমিত্তের প্রয়োজন হয় কি ?

দাদাশ্রী : নিমিত্ত বিনা তো কিছু ই হয় না।

প্রশ্নকর্তা : নিমিত্ত পুণ্য থেকে মেলে কি পুরুষার্থ থেকে ?

দাদাশ্রী : পুণ্য থেকে। বাকী, পুরুষার্থ করে তো এই উপাশ্রয় থেকে সেই উপাশ্রয় দৌড়াতে থাকে, এমন অনন্ত জন্ম পর্যন্ত ঘুরতে থাকে তাহলে ও নিমিত্ত প্রাপ্ত হবে না আর পুণ্য হয় তো পথেই পেয়ে যাবে। তার জন্য পুণ্যনুবন্ধী পুণ্য চাই।

প্রশ্নকর্তা : 'জ্ঞানী পুরুষ' কোন পুণ্যের আধারে পাওয়া যায় ?

দাদাশ্রী : পুণ্যানুবন্ধী পুণ্যের আধারে ! এ এক ই সাধন হয় যে যার কারণে আমার সাথে সাক্ষাৎ হবে। কোটি জন্মের পুণ্য জাগে, তখন এই জ্ঞানীপুরুষের যোগ প্রাপ্ত হয়।

পুণ্য রূপী সাথী মোক্ষ পর্যন্ত...

প্রশ্নকর্তা : কি পুণ্যের ভাব আত্মার জন্য হিতকারী ?

দাদাশ্রী : আত্মার্থে হিতকারী তো এইজন্য অবশ্য যে সেই পুণ্য হবে, তো এখানে সৎসঙ্গে 'জ্ঞানীপুরুষ'এর কাছে আসতে পারা যাবে তো ? অন্যথা, এই মজুরদের পাপ আছে, সেইজন্য ও বেচারারা এখানে কি করে আসতে পারবে ? সারা দিন পরিশ্রম করে তো বিকেলে খাবার পয়সা পাবে। এ পুণ্যের আধারে তো আপনার ঘরে বসে খাবার মেলে আর একটু কিছু অবসর মেলে। সেইজন্য পুণ্য তো আত্মার্থে হিতকারী হয়। পুণ্য হবে তো অবসর পাবেন। আমরা এমন সংযোগ পাবো। কম পরিশ্রমে পয়সা পেয়ে যাবো আর পুণ্য হবে তো অন্য পুণ্যশালী লোক পেয়ে যাবো, নয় তো টুচ্চা পাব।

প্রশ্নকর্তা : আত্মার জন্য ও সব অধিক হিতকারী হয় কি ?

দাদাশ্রী : অধিক হিতকারী নয়, কিন্তু তার প্রয়োজন তো আছে না ? কখনো 'এক্সেপ্‌শনল কেস' এ পাপ হয় তো অনেক হিতকারী হয়ে যায় কিন্তু পুণ্যানুবন্ধী পাপ হতে হবে। পুণ্যনুবন্ধী পাপ হয় তো, তো আরো অধিক হিতকারী হয়ে যাবে।

পাপ-পুণ্য, দুটোই ভ্রান্তি ?

প্রশ্নকর্তা : পুণ্যশালী হয়, তাঁকে সবাই 'আসুন, বসুন' করবে তো, তাতে তাঁর অহম্ বাড়বে না ?

দাদাশ্রী : এমন হয় কি না, এই কথা যার 'জ্ঞান' আছে তাঁর জন্য নয়। এ তো সংসারী কথা। যার কাছে 'জ্ঞান' আছে, তার জন্য তো পুণ্য ও থাকে না আর পাপ ও থাকে না ! তাঁর জন্য তো দুটোর 'নিকাল' (সমাধান) করা ই বাকি আছে। কারণ পুণ্য আর পাপ দুটোই ভ্রান্তি। কিন্তু জগত একে অনেক দামী মেনেছে ! সেইজন্য এ তো জগতের কথা বলি। কিন্তু এই জগতে লোক বেকার কষ্ট করে।

অধিক পুণ্য, বাড়ায় অহংকার...

এমন হয় তো, এ কলিযুগ, তাতে ইচ্ছা যা হয় আর তার প্রাপ্তি হয়ে যায় তো তার অহংকার বেড়ে যায় আর ফের গাড়ি উল্টা চলে। এই কলিযুগে সর্বদা তার ঠোকর লাগে তো ভাল। অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে এই বাক্য আলাদা-আলাদা প্রকারে হয়। সেইজন্য এই যুগের অনুসরণ করে এই ভাবে বলতে পারে। এখন তো ইচ্ছার অনুসারে পেয়ে যায় তো তার অহংকার বেড়ে যায়। মেলে সব পুণ্যের হিসাবে আর বাড়ে কি ? যে অহংকার, 'আমি হই'। সেইজন্য এ যত ইচ্ছা হয় তো, তার অনুসারে না হয় তখন তার অহংকার ঠিকানায় থাকে আর কথা বুঝতে পারে। ঠোকর লাগে তখন বুঝতে পারে, নয় তো বুঝতে পারে না তো! ইচ্ছা হয় আর পেয়ে যায়, তাতে তো এই লোকেরা উপরে উঠে যায়। ইচ্ছার অনুসারে পেয়েছে সেইজন্য এই দশা হয়েছে বেচারাদের! যে পুণ্য ছিল, ও তো খরচ হয়ে গেছে আর ফাঁসে পড়ে গেছে আর অহংকার গাঢ় হয়ে গেছে! অহংকার বাড়তে দেরি লাগে না। ফল কে দেয় ? পুণ্য দেয় আর মনে কি ভাবে যে 'আমি ই করি।' সেইজন্য অহংকারীর তো মার পড়ে সেটাই ভাল। ইচ্ছা হয়েছে আর তক্ষুনি পেয়ে যায় ফের ঘরে পা তো উঁচু ই রাখে। বাপ কে ও কিছু মানে না আর কাউকে কিছু মানে না। সেইজন্য ইচ্ছা হয় আর পেয়ে যায় তো জানবে যে অধোগতিতে যাবে, তার মাথা বাড়তে-বাড়তে সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়। কিছু লোকেরা এখন ইচ্ছা অনুসার পেয়েছে, ওরা তো এখন পাঁচ-দশ লাখের ফ্লেটে থাকে আর সেই সবার জানোয়ার যেমন দশা হয়ে গেছে। ফ্লেট হয় দশ লাখের, কিন্তু ও তার জন্য হিতকারী নয় এ, পরন্তু এ তো তাদের উপর দয়া রাখার যেমন স্থিতি।

পুণ্য থেকে ও বাড়ে সংসার...

প্রশ্নকর্তা : পুণ্যের বন্ধন থেকে তো সংসার বাড়ে, এটাই ভাবার্থ হয়েছে তো ?

দাদাশ্রী : পুণ্য এমনি তো হিতকারী নয়, পুণ্য সে এক প্রকারে হেল্প করে। পাপ হবে তো 'জ্ঞানীপুরুষ' পাবেই না। 'জ্ঞানীপুরুষ' কে সাক্ষাৎ করতে চায় কিন্তু সারা দিন কারখানায় চাকরি করতে থাকে তো কিভাবে সাক্ষাৎ করতে পারবে ? অর্থাৎ এই ভাবে পুণ্য হেল্প করে। আর সে ও পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য হয় তবেই হেল্প করে।

প্রশ্নকর্তা : যে ভাবে পাপ থেকে সংসার বাড়ে সেই ভাবে পুণ্য থেকে ও সংসার বাড়ে তো ?

দাদাশ্রী : পুণ্য থেকেও সংসার তো বাড়ে, কিন্তু এখান থেকে যে কেহ মোক্ষে গেছেন, তাহারা সব অত্যধিক পুণ্যশালী ছিলেন। তাদের আশেপাশে দেখতে যাও তো দুইশো-পাঁচশো রাণী হত আর অনেক বড় রাজ্য হত। তাঁরা জানতে পারে না কখন সূর্যদেব উদয় হয়েছে আর কখন অস্ত হয়ে গেছে, পুণ্যশালীর জন্ম তো এমন আরম্বরে হয় ! এমন অনেক রাণী হয়, আরম্বর হয় তবুও ব্যাকুল হয়ে যায় যে এই সংসারে কি সুখ আছে ? পাঁচশো রানীর মধ্যে পঞ্চাশ রানী তার উপরে খুশি থাকত, বাকী মুখ ফুলিয়ে ঘুরে-বেড়াত, কেউ তো রাজাকে মারাতে চাইত। অর্থাৎ এই জগত তো অত্যন্ত কঠিন। এর থেকে পার হওয়া খুব মুস্কিল। 'জ্ঞানীপুরুষ' পেয়ে যায় তো সে ই একেলা মুক্তি দেওয়াতে পারে, অন্যথা কেউ মুক্তি দেওয়াতে পারে না। 'জ্ঞানীপুরুষ' মুক্ত হয়ে গেছেন সেইজন্য আমাদের ছাড়াতে পারেন। সে তরণতারণহার হয়ে গেছেন, সেইজন্য সে ছাড়াতে পারেন।

পুণ্যশালীহীন, পায় না জ্ঞানী কে !

প্রশ্নকর্তা : আমরা অনেক লোককে বোঝাই যে 'দাদা'র কাছে আস, কিন্তু ওরা আসে না।

দাদাশ্রী : কিন্তু আসা সোজা নয়। ও তো অনেক পুণ্য চাই। অত্যধিক পুণ্য হয় তবেই সাক্ষাৎ হবে। পুণ্য বিনা সাক্ষাৎ পাবেন কোথায় ? আপনি কত পুণ্য করেছিলেন তবেই আমাকে পেয়েছেন। অর্থাৎ পুণ্য কাঁচা পড়ে যায় যে যার জন্য ওরা এখনো পর্যন্ত সাক্ষাৎ পেতে পারে না।

প্রশ্নকর্তা : লোকের পুণ্য কবে জাগবে ? নিমিত্ত তো উৎকৃষ্ট আছে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু পুণ্য জাগা সহজ কথা নয় তো। পুণ্যশালী হবে, তার পুণ্য জেগে বিনা থাকবে না। এখন যে পুণ্যশালী হবে, তাদের জাগবেই।

অক্রম মার্গের লটারীর বিজেতা...

যখন এই পুণ্যানুবন্ধী পুণ্যশালীদের জন্য এমন মার্গ বের হয় কি না ! প্রত্যক্ষের বিনা কিছু হতে পারে না। 'বীতরাগ বিজ্ঞান' প্রত্যক্ষের বিনা কাজে আসে এমন নয় আর এ তো 'অক্রম বিজ্ঞান' তাতে তো ক্যাশ ডিপার্টমেন্ট, ক্যাশ ব্যাঙ্ক আর ক্রমিকে তো ত্যাগ করতে হয় পরন্তু ক্যাশ ফল আসে না আর এ তো ক্যাশ ফল !

এমন জ্ঞান এই সাড়ে তিনশো কোটি জনসংখ্যাতে কে চাইবে না ? সবার চাই। কিন্তু এই জ্ঞান সবার জন্য নয়। এ তো মহা পুণ্যশালীদের জন্য। এই 'অক্রম জ্ঞান' প্রকট হয়েছে, তাতে লোকের কিছু পুণ্য হবে তো ! এক শুধু ভগবানের উপরে আস্থা রাখা ঘুরে-বেড়ানো ভক্তদের জন্য আর যাদের পুণ্য আছে তাদের জন্য 'এই' মার্গ বের হয়েছে। এ তো অনেক পুণ্যশালী দের জন্য আর তাঁরা এখানে অতি সহজেই এসে যায় আর সাচ্চা ভাবনায় চায় তাদের দিয়ে দিই। কিন্তু লোককে এর জন্য কিছু বলতে যেতে হয় না। এই 'দাদা'র আর তাঁর মহাত্মাদের হওয়াতে জগতের কল্যাণ হয়ে যাবে। আমি নিমিত্ত, কর্তা নই। এখানে যার ভাবনা হয়েছে আর 'দাদা'র দর্শন করেছে তো সেই দর্শন অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছায়। 'দাদা' সে এই দেহের নিকটের প্রতিবেশীর মত থাকেন আর এ বলে যাচ্ছেন সে রেকর্ড। এই 'অক্রম জ্ঞান' তো যাহারা অনেক পুণ্যশালী হয় তাদের জন্য, এখানে তো যে 'সহজ' ই এসে যায় আর তার পুণ্যের পাসপোর্ট নিয়ে আসে, তাকে আমি জ্ঞান দিয়ে দিই। 'দাদা'র কৃপা প্রাপ্ত করে ফেলে, তার কাজ হয়ে যায়!

এখানে এসে যাওয়া লোকেরা সব পুণ্য কত ভাল নিয়ে এসেছে ! 'দাদা'র লিফ্টে বসে মোক্ষে যাবে। কোটি জন্মের পুণ্য জমা হয় তবেই তো 'দাদা' মেলে ! আর তাতে ফের যতই ডিপ্রেশন হবে ও চলে যাবে। সব দিকে ফেঁসে থাকা দের জন্য 'এই' স্থান। আমার এখানে তো ক্রনিক (পুরাতন) রোগ চলে গেছে।

বিশ্বে ধনকুবের কত ?

এক মহারাজ কোথাও এসেছিল, সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক জমা হয়েছিল। যখন কি এখানে তো দুইশো-তিনশো লোক জমা হয়। সম্ভব হয় সে পর্যন্ত অন্তিম স্টেশনের টিকেট কে নেবে ? তেমন লোক তো কম হয় আর মাঝের স্টেশনের

টিকেট তো সবাই নেয় । সেইজন্য এক ব্যক্তি আমাকে বলে যে, ‘এমন কেন ?’ তখন আমি বলি, ‘সারা জগতে কোটিপতির নাম গুনতে যাও তো কত হবে ?’ তখন বলে, ‘ও তো অনেক কম হবে ।’ আমি বলি, ‘আর সামান্য লোক ? তখন বলে, ‘ও তো অনেক বেশী হবে ।’ তাহলে এই যে ধর্মে মহাপুণ্যশালী হবে, সে আমার কাছে আসবে, আর পয়সার পুণ্যশালী হবে সে তো কোটিপতি হবে আর কোটিপতির থেকেও অধিক উঁচু পুণ্য এ তো ! তেমন তো অনেক কম হয় ।

পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য ‘জ্ঞানী পুরুষ’ এর সাক্ষাৎ করিয়ে দেয় ! এখন সেই পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য কাকে বলা হয় ? যে যাদের ‘দাদা ভগবান’ মেলে । কোটি অবতার পর্যন্ত না মেলে এমন ‘দাদা’, সে ব্যাস এক ঘন্টায় আমাদের মোক্ষ দিয়ে দেন । মোক্ষের সুখ চাখায়, অনুভূতি করিয়ে দেন, কদাচিৎ এমন দাদা ভগবান পাওয়া যায়, আমি ও পেয়ে গেছি আর আপনি ও পেয়ে যান, দেখুন না !

প্রশ্নকর্তা : আমরা কোথায় কিছু কামিয়ে এনেছি ? এ তো আপনার কৃপা ।

দাদাশ্রী : পুণ্য আছে তো যে আপনি আমাকে পেয়ে গেছেন, ও আপনার কোন হিসাব ছিল সেই আধারে ! নয় তো আমাকে পাওয়া ও অনেক মুস্কিল । সেইজন্য পাওয়া ও আপনার পুণ্যে এক প্রকারের, আর পাওয়ার পরে আসেন, টিকে থাকেন, ও তো অনেক উঁচু কথা ।

পুণ্যের সাথে চাই কষায় মন্দতা !

প্রশ্নকর্তা : সমকিতের জন্য প্রযত্ন দরকার হয় না ?

দাদাশ্রী : না, প্রযত্ন তো নিজে নিজেই, সহজ প্রযত্ন হতে হবে । এ তো ক্ষেত বোনে এই লোকেরা । অর্থাৎ সামনের ভবে ফল নেবার জন্য । সমকিতে ফলরহিতওয়ালা হতে হবে । এ তো জপ-তপ যা কিছু করে, তার পুণ্য বাঁধে আর তার ফল পায় ।

প্রশ্নকর্তা : তার যা ই ফল পায় তো ও সমকিত এর রূপে ই পেতে হবে তো ?

দাদাশ্রী : না, না । সমকিত আর এর সম্বন্ধ নেই । ও ভৌতিক ফল পায় সব । দেবগতি পায়, সমকিত্ব তো আলাদা ই জিনিস ।

সেই তিন নিয়ম পুণ্যানুবন্ধী পুণ্যের

সমকিত প্রাপ্তির জন্য পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য চাই। মোহ হয় ও ভাঙ্গতে হবে, ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ কমাতে হবে। তো সে সমকিতের দিকে যাবে। নয় তো ফের সমকিত হবে কি ভাবে ? এই লোকদের তো ক্রোধ-মান-মায়া- লোভ বাড়ে এমন ক্রিয়া আছে সব।

প্রশ্নকর্তা : ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ কিভাবে কম হয় আর পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য কিভাবে বাঁধে ?

দাদাশ্রী : আমাদের শুধু মোক্ষে যাবার ইচ্ছা থাকতে হবে আর সেই ইচ্ছার্থে যা-যা করা হয় সেই ক্রিয়া পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য বাঁধে কারণ হেতু মোক্ষের আছে সেইজন্য।

ফের নিজের কাছে যা আসে ও অন্যের জন্য বিলিয়ে দেয় ! তাকে জীবন কাটাতে জানা বলা হয়। পাগলামীতে নয়, বিচক্ষণতায় বিলিয়ে দেয়। পাগলামীতে মদ-টদ খায়। তাতে কিছু ভাল হয় না। কখনো ব্যসন না করে আর অন্যের জন্য বিলায়, ও পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য বলা হয়।

তার অগ্রবর্তী পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য কোনটা ? যে কোন ক্রিয়াতে প্রতিদানের আশা না রাখে, সামনের জনকে সুখ দেবার সময় কোন প্রতিদানের ইচ্ছা না রাখে, ও পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য !

জ্ঞান ই ছাড়ায় ঘুরে-বেড়ানোর থেকে !

লোকে যা জেনেছে ও তো লৌকিক জ্ঞান। আসল জ্ঞান তো বাস্তবিক হয় আর যখন বাস্তবিক জ্ঞান হয় তখন কোন প্রকারের অজঁপা হতে দেয় না। ও ভিতরে কোন প্রকারের পাঁজল দাঁড়াতে দেয় না। এই ভ্রান্তিজ্ঞান থেকে তো শুধু পাঁজল ই দাঁড়াতে থাকে আর সেই পাঁজল ফের সল্ভ হয় না! কথাটা ঠিক, কিন্তু ও বুঝতে হবে কি না ? ভাল মত না বুঝে কখনো সমাধান আসবে না। বোধে দৃঢ় করতে হবে। এর জন্য পাপ ধুতে হবে। যখন পর্যন্ত পাপ ধোবে না তখন পর্যন্ত পথে আসবে না। এই পাপ ই সব জড়িয়ে দেয়। পাপরূপী আর পুণ্যরুপী বাধা আছে মাঝে, সে ই মনুষ্য কে জড়িয়ে রাখে !

অনন্ত জন্ম থেকে ঘুড়তে-ঘুড়তে এই ভৌতিকের পিছনে পড়ে আছে। এই ভৌতিক থেকে অন্তর শান্তি মেলে না। টাকার বিছানা পেতে দিলে কি ঘুম আসবে? এ তো নিজের সব অনন্ত শক্তি ব্যর্থ হয়ে গেছে!

জ্ঞানীপুরুষ পাপ ধুয়ে দেন। কৃষ্ণ ভগবান গীতা তে বলেছেন, জ্ঞানী পুরুষ পাপের পোটলা বানিয়ে নষ্ট করে দেন। সেই পাপের নাশ হয়ে যায় তখন আত্মা প্রকট হয়, নয় তো কোন ভাবেই আত্মা প্রকট হয় না। নিজে কি ভাবে পাপ নাশ করতে পারবে ? নতুন পুণ্য অবশ্য বাঁধতে পারবে, পরন্তু পুরানো পাপের নাশ করতে পারে না। জ্ঞানী পুরুষের জ্ঞান ই পাপের নাশ করে দেন।

বাকী, পুণ্য আর পাপ, পাপ আর পুণ্য তার অনুবন্ধে ই মনুষ্য মাত্র বৃথা ঘুরে-বেড়াতে থাকে। তার কখনো সেখান থেকে মুক্তি মেলে না। অনেক পুণ্য করে তো বেশী হলে তো দেবগতি মেলে কিন্তু মোক্ষ তো মেলে ই না। মোক্ষ তো জ্ঞানী পুরুষ মেলে আর আপনার অনন্ত কালের পাপ কে ভস্মিভূত করে আপনার হাতে শুদ্ধ আত্মা দেয় তবে হবে। তখন পর্যন্ত চুরাশি লাখ যোনিতে ঘুরতেই থাকে।

'আমি' জ্ঞান দিই তখন চিত্ত শুদ্ধ করে দিই। পাপের নাশ করি আর দিব্যচক্ষু দিয়ে দিই, সব প্রকারে তার আত্মা আর অনাত্মা কে আলাদা করে দিই!

ভিসা, মহাবিদেহ ক্ষেত্রের

প্রশ্নকর্তা : মহাবিদেহ ক্ষেত্রে কিভাবে যেতে পারা যায় ? পুণ্য থেকে?

দাদাশ্রী : এই জ্ঞান প্রাপ্তির পরে আমার পাঁচ আজ্ঞা পালন করে, তাতে এই ভবে পুণ্য বাঁধতেই থাকবে, ও মহাবিদেহ ক্ষেত্রে নিয়ে যায়। আজ্ঞা পালন থেকে ধর্মধ্যান হয়। সে সব ফল দেবে। আমাদের মোক্ষে যেতে হলে, ওখানে আগে মোক্ষে যাওয়া যায় ততটা পুণ্য চাই। এখানে আপনি সীমন্ধর স্বামীর যত করবেন (ভক্তি-আরাধনা), ততটা সব আপনার এসে গেছে।

আপনি সীমন্ধর স্বামীর নাম তো শুনেছেন ? সে এখন তীর্থঙ্কর, মহাবিদেহ ক্ষেত্রে, আজ ওনার উপস্থিতি আছে।

সীমন্ধর স্বামীর পরমায়ু কত ৬০-৭০ বছর হবে ? পৌনে দুই লাখ বর্ষ পরমায়ু! এখন সওয়া লাখ বর্ষ থাকবেন ! এ ওনার সাথে তাড় জুড়ে দিই । কারণ সেখানে যেতে হবে । এখান থেকে সোজা মোক্ষ হবার না । এখন এক জন্ম বাকি থাকবে । ওনার কাছে বসতে হবে সেইজন্য তাড় জুড়ে দিই ।

আর এই ভগবান সারা ওর্ল্ডের কল্যাণ করবেন । পুরা ওর্ল্ড এর কল্যাণ হবে ওনার নিমিত্তে । কারণ সে জীবিত আছেন । যে মোক্ষে চলে গেছেন, তাদের থেকে কিছু হতে পারে না, তাদের ভক্তিতে শুধু পুণ্য বাঁধে, যে সংসার ফল দেয় !

ওখানে পুণ্য আর পাপ দুটোই নির্গতের...

ধর্ম দুই প্রকারের হয় । এক স্বাভাবিক ধর্ম, তাকে রিয়েল ধর্ম বলা হয়। আর দ্বিতীয় বিভাবিক ধর্ম, যাকে রিলেটিভ ধর্ম বলা হয় । যখন 'শুদ্ধাত্মা' প্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন স্বাভাবিক ধর্মে আসে । স্বাভাবিক ধর্ম ই খাঁটি ধর্ম, সেই ধর্মে ভাল-খরাপ কিছুই বাছাই করতে হয় না । বিভাবিক ধর্মে সব কিছু বাছাই করতে হয় ।

দান করা, লোকের উপকার করা, ওব্লাইজিং নেচার রাখা, লোকের সেবা করা, সেই সব কে রিলেটিভ ধর্ম বলা হয় । তাতে পুণ্য বাঁধে । আর গালা-গালি করলে, মারামারি করলে, লুটে নিলে পাপ বাঁধে । পুণ্য আর পাপ যেখানে আছে, সেখানে রিয়েল ধর্ম ই নেই । রিয়েল ধর্ম পুণ্য-পাপ রহিত হয়। যেখানে পুণ্য-পাপকে হেয় (ত্যজ্য) মানা হয় আর নিজের আত্মা স্বরূপ উপাদেয় (গ্রহন করার যোগ্য) মানা হয়, সেখানে 'রিয়েল ধর্ম' হয় । এই ভাবে এই 'রিয়েল' আর 'রিলেটিভ' দুটোই আলাদা ধর্ম ।

যখন পর্যন্ত 'আমি কে' জানবে না, তখন পর্যন্ত পুণ্য উপাদেয় রূপেই হয় আর পাপ হেয় রূপে হয় । পুণ্য-পাপ হেয় হয়ে গেছে, সেখানেই সমকিত! ভগবান বলেছেন যে পাপ-পুণ্য দুইয়ের উপর যার দ্বেষ বা রাগ নেই সে 'বীতরাগ' ।

-জয় সচ্চিদানন্দ

মূল গুজরাটী শব্দের সমানার্থী শব্দ

নিয়াণাম্ : নিজের সব পুণ্য লাগিয়ে কোন এক জিনিসের কামনা করা

কড়াপা : যে ক্রোধ মনে থাকে, বিরক্তি, অসন্তোষ

অজঁপা : উদ্বেগ, অশান্তি, ব্যাকুলতা

উপাধি : বাহ্য দুঃখ, বাইরে থেকে এসে পড়া দুঃখ

ভোগবটা : সুখ অথবা দুঃখের প্রভাব, কষ্ট ভোগ

অণহক্ক : বিনা হকের

রাগ : অনুরাগ, প্রেম

শুদ্ধাত্মার প্রতি প্রার্থনা

(প্রতিদিন একবার বলবে)

হে অন্তর্যামী ভগবান ! আপনি প্রত্যেক জীবমাত্রে বিরাজমান, সেভাবে আমার মধ্যেও বিরাজমান । আপনার স্বরূপেই আমার স্বরূপ । আমার স্বরূপ শুদ্ধাত্মা ।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আমি আপনাকে অভেদ ভাবে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি ।

অজ্ঞানতাবশে আমি যা যা *** দোষ করেছি, সেইসব দোষ আপনার সমক্ষে প্রকাশ করছি । তার হৃদয়পূর্বক খুব পশ্চাতাপ করছি । আর আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি । হে প্রভু ! আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন আর আবার যেন এমন দোষ না করি, এমন আপনি আমাকে শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন ।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আপনি এমন কৃপা করুন যেন আমার ভেদভাব মিটে যায় আর অভেদভাব প্রাপ্ত হয় । আমি আপনাতে অভেদ স্বরূপে তন্ময়াকার থাকি ।

*** যে যে দোষ হয়েছে , সেসব মনে প্রকাশ করবে ।

প্রতিক্রমণ বিধি

প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানের সাক্ষীতে, দেহধারী * এর মন-বচন-কায়ার যোগ, ভাবকর্ম-দ্রব্যকর্ম-নোকর্ম থেকে ভিন্ন এমন হে শুদ্ধাত্মা ভগবান, আজকের দিন পর্যন্ত যে যে ** দোষ হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা চাইছি, পশ্চাতাপ করছি যে আবার এমন দোষ কখনো করবো না, এমন দৃঢ় নিশ্চয় করছি । আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন । আলোচনা-প্রতিক্রমণ-প্রত্যাখান করছি । হে দাদা ভগবান ! আমাকে এমন কোন দোষ না করার জন্য শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন ।

* যার প্রতি দোষ হয়েছে সেই ব্যক্তির নাম ।

** যে দোষ হয়েছে তা মনে করবে (তুমি শুদ্ধাত্মা আর যে দোষ করেছে তাকে দিয়ে প্রতিক্রমণ করাবে, চন্দুলাল কে দিয়ে প্রতিক্রমণ করাবে ।)

নয় কলম

1. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার অহং কে কিঞ্চিৎমাত্রও দুঃখ না দিই, দুঃখ না দেওয়াই অথবা দুঃখ দেওয়ার প্রতি অনুমোদন না করি, এমন পরম শক্তি দিন ।
   আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার অহং কিঞ্চিৎমাত্রও দুঃখ না পায় এমন স্যদবাদ বাণী, স্যাদবাদ ব্যবহার, আর স্যাদবাদ মনন করার পরম শক্তি দিন

2. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন ধর্মের মান্যতাকে কিঞ্চিৎমাত্রও আঘাত না করি, আঘাত না করাই অথবা আঘাত করার প্রতি অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি দিন ।
   আমাকে কোনো ধর্মের মান্যতার প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও আঘাত না পৌঁছায় এমন স্যাদবাদ বাণী, স্যাদবাদ ব্যবহার, আর স্যাদবাদ মনন করার পরম শক্তি দিন ।

3. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী উপদেশক, সাধু-সাধ্বী বা আচার্যের অবর্ণবাদ, অপরাধ, অবিনয় না করার পরম শক্তি দিন।

4. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও অভাব, তিরস্কার কখনও না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন ।

5. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার সাথে কখনো কঠোর ভাষা, তন্তীলী ভাষা না বলার, না বলানোর বা বলার প্রতি অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন ।
   কেউ কঠোর ভাষা, তন্তীলী ভাষা বললে আমাকে মৃদু ঋজু ভাষা বলার শক্তি দিন ।

6. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার প্রতি স্ত্রী, পুরুষ অথবা নপুংসক, যে কোন লিঙ্গধারী হোক না কেন, তার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎমাত্রও বিষয়-বিকার সম্বন্ধী দোষ, ইচ্ছা, চেষ্টা বা বিচার সম্বন্ধী দোষ না করার , না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না রার পরম শক্তি দিন ।

আমাকে নিরন্তর নির্বিকার থাকার পরম শক্তি দিন।

7. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন প্রকার রসের প্রতি লুব্ধতা না হয় এমন শক্তি দিন। সমরসী আহার নেবার পরম শক্তি দিন।

8. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ, জীবন্ত অথবা মৃত কারোর প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও অবর্ণবাদ, অপরাধ, অবিনয় না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন।

9. হে দাদা ভগবান! আমাকে জগৎ কল্যাণ করার নিমিত্ত হওয়ার পরম শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন।

(এই সমস্ত তোমাকে দাদা ভগবানের কাছে চাইতে হবে। এ শুধুমাত্র প্রতিদিন যন্ত্রবত পড়ার জিনিস নয়, হৃদয়ে রাখার জিনিস। এটা প্রতিদিন উপযোগপূর্বক ভাবনা করার জিনিস। এইটুকু পাঠে সমস্ত শাস্ত্রের সার এসে যায়।)

* * *

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত বাংলা পুস্তকসমূহ

১. আত্ম-সাক্ষাৎকার
২. এডজাস্ট এভরিহোয়্যার
৩. সংঘাত পরিহার
৪. চিন্তা
৫. ক্রোধ
৬. আমি কে ?
৭. মৃত্যু
৮. ত্রিমন্ত্র
৯. দান
১০. প্রতিক্রমণ
১১. আত্মবোধ
১২. সেবা-পরোপকার
১৩. ভাবনা শুধরায় জন্ম-জন্মান্তর
১৪. ভুগছে যে তার ভুল
১৫. মানব ধর্ম
১৬. যা হয়েছে তাই ন্যায়
১৭. দাদা ভগবান কে ?
১৮. জগত কর্তা কে ?
১৯. কর্মের সিদ্ধান্ত
২০. অন্তঃকরণের স্বরূপ
২১. পয়সার ব্যবহার
২২. মাতা-পিতা আর সন্তানের ব্যবহার
২৩. স্বামী-স্ত্রীর দিব্য ব্যবহার
২৪. পাপ-পুণ্য

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে।
* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবাণী" পত্রিকা হিন্দি, গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি পুস্তকসমূহ

1. Self Realization
২ . Tri Mantra
3. Noble Use of Money
4. Pratikraman (Full Version)
5. Truth and Untruth
6. Generation Gap
7. Science of Money
8. Non-Violence
9. Avoid Clashes
10. Warries
12. Who am I
14. Anger
15. Adjust Everywhere
16. Aptavani -1,2,4,5,6,8 and 9
17. Harmony in Marriage
18. The Practice of Huminity
19. Life Without Conflict
20. Death : Before, During and After
21. Spirituality in Speech
22. The Flowless Vision
23. Shri Simandhar Swami
24. The Science of Karma
25. Brahmacharya : Celibacy
26. Fault is of the Sufferer
28. Guru and Disciple
30. The essence of religion
31. Pratikraman

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে ।
* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবাণী" পত্রিকা হিন্দি, গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয় ।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

সম্পর্ক সূত্র
দাদা ভগবান পরিবার

অড়ালজ : ত্রিমন্দির, সীমন্ধর সীটি, আহমদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জি.-গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯)৩৯৮৩০১০০, ৯৩২৮৬৬১১৬৬/৭৭
E-mail : info@dadabhagwan.org

মুম্বাই : ত্রিমন্দির, ঋষিবন, কাঁজুপাড়া, বোরিভলি (E)
ফোন :৯৩২৩৫২৮৯০১

দিল্লী	:	৯৮১০০৯৮৫৬৪	বেঙ্গলুরু	:	৯৫৯০৯৭৯০৯৯
কোলকাতা	:	৯৮৩০০৮০৮২০	হায়দ্রাবাদ	:	৯৮৮৫০৫৮৭৭১
চেন্নাই	:	৭২০০৭৪০০০০	পুনে	:	৭২১৮৪৭৩৪৬৮
জয়পুর	:	৮৮৯০৩৫৭৯৯০	জলন্ধর	:	৯৮১৪০৬৩০৪৩
ভোপাল	:	৬৩৫৪৬০২৩৯৯	চন্ডীগড়	:	৯৭৮০৭৩২২৩৭
ইন্দৌর	:	৬৩৫৪৬০২৪০০	কানপুর	:	৯৪৫২৫২৫৯৮১
রায়পুর	:	৯৩২৯৬৪৪৪৩৩	সাঙ্গলী	:	৯৪২৩৮৭০৭৯৮
পাটনা	:	৭৩৫২৭২৩১৩২	ভুবনেশ্বর	:	৮৭৬৩০৭৩১১১
অমরাবতী	:	৯৪২২৯১৫০৬৪	বারাণসী	:	৯৭৯৫২২৮৫৪১

U. S. A : **DBVI Tel.** +1 877-505-DADA (3232)
Email : info@us.dadabhagwan.org

U.K. : +44 330-111-DADA (3232)

Kenya : +254 722 722 063

UAE : +971 557316937

Dubai :` +971 5013644530

Australia : +61 421127947

New Zealand : + 64 21 0376434

Singapore : +65 81129229

Website : www.dadabhagwan.org



মোক্ষ হেতু, পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য

সমকিত প্রাপ্তির জন্য পুণ্যের আবশ্যকতা হয়। ক্রোধ-মান-মায়া লোভ কম হয়ে যেতে হবে। তখন সে সমকিতের দিকে যাবে।

আমাদের মোক্ষে যাবার ইচ্ছা ই শুধু হতে হবে আর সেই ইচ্ছার জন্য যা-যা করা হয় সেই ক্রিয়া পুণ্য বাঁধে। কারণ হেতু মোক্ষের হয় কি না, সেইজন্য।

ফের নিজের কাছে যা কিছু হয় ওসব বিলিয়ে দেয়! পরের জন্য বিলিয়ে দেয়, ও পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য বলা হয়।

প্রত্যেক ক্রিয়াতে প্রতিদানের ইচ্ছা না রাখে, সামনের জনকে সুখ দেবার সময় কোন প্রকারের প্রতিদানের ইচ্ছা না রাখে, তার নাম পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য।

-দাদাশ্রী



dadabhagwan.org



Printed in India

Price ₹ 60